আইনে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

الأسرة المثالية

আদর্শ পরিবার

আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ

দাওরা (ডবল), ভারত; কামেল (ডবল)
মুহাদ্দিছ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী,
নওদাপাড়া, রাজশাহী, সদস্য, দারুল ইফতা,
'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী।

আদর্শ পরিবার

প্রকাশক ঃ

আঃ রাযযাক বিন ইউসুফ
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪২৫ হিজরী
নভেম্বর ২০০৪ ঈসায়ী।
দ্বিতীয় প্রকাশঃ
মুহাররম ১৪২৭ হিজরী
ফেব্রুয়ারী ২০০৬
মাঘ ১৪১২ বঙ্গাব্দ।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
আল-ইসলাম কম্পিউটার্স
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য ঃ সাধারণ বাঁধাই ঃ ৪০.০০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র।

ADARSA PARIBAR :
WRITTEN & PUBLISHED BY ABDUR RAJJAQ BIN YOUSUF, MUHADDIS, AL-MARKAZUL ISLAMI AS-SALAFI, NAWDAPARA, RAJSHAHI. Fixed Price: Normal Bainding 40.00 Taka only.

ভূমিকা

إِنَّ اَلْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ্‌র জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি। আমরা তাঁর নিকট সাহায্য চাই। আমরা তাঁর নিকট ক্ষমা চাই। আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের আত্মার অনিষ্ট হ'তে ও আমাদের কর্মের অন্যায় হ'তে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে সঠিক পথ দেখান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ সঠিক পথ দেখাতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

'কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত' বইটি প্রকাশের পর পরই 'আদর্শ পরিবার' বইটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেই। বিভিন্ন ব্যস্ততার দরুণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দ্রুত বের করতে পারিনি। বিলম্বে হ'লেও ২০০৪ সালের রামাযানকে সামনে রেখে বইটি প্রকাশিত হ'ল- ফালিল্লাহিল হামদ। বিভিন্ন সভা-সমিতি ও জুম'আ মসজিদে পরিবার সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করলেই এক শ্রেণীর মানুষ এ বিষয়ে একটি বই প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক এমন একটি বই সমাজের জন্য খুবই প্রয়োজন মনে করে শেষ পর্যন্ত লিখতে বাধ্য হ'লাম। মুসলমানের জন্য রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে সবচেয়ে উত্তম আদর্শ থাকা সত্ত্বেও মানুষ বিজাতীয় আদর্শকে সাদরে গ্রহণ করছে এবং তাদের নোংরা আদর্শ অনুযায়ী পরিবারকে গড়ে তোলা গৌরবজনক মনে করছে। এমন মানুষগুলিকে রাসূলের ﷺ আদর্শে ফিরিয়ে আনা এই বইয়ের মূখ্য উদ্দেশ্য।

বইটিতে একটি পরিবারের সকল সদস্য কিভাবে রাসূল ﷺ এর পরিবারের মত সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ পরিবার হ'তে পারে তার যথাযথ নমুনা পেশ করা হয়েছে। পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করার পাশাপাশি ছেলে-মেয়েকে আদর্শবান করার নমুনা যথাসাধ্য পেশ করা হয়েছে। বইটি পাঠ করে মুসলমানগণ উপকৃত হ'লে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব।

বইটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আমি জেনে শুনে কোন যঈফ হাদীছের আশ্রয় গ্রহণ করিনি এবং অপ্রয়োজনীয় কোন কথা কিংবা কোন কেচ্ছা কাহিনীও পেশ করিনি। কোন মাযহাব বা কোন ব্যক্তির মতামত পেশ করার প্রয়োজন মনে করিনি।

যারা বইটি প্রকাশে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাদের শুকরিয়া আদায় করি। আল্লাহ তাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমার চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রতিদান দয়াময় আল্লাহ্‌র নিকট খালেছ অন্তরে একান্তভাবে ইহকাল ও পরকালে কামনা করি। সেই সাথে মুদ্রণ ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। পরবর্তী সংস্করণে সুধী পাঠকদের সুপরামর্শ প্রাপ্তির আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আল্লাহ তা'আলা আমদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন যাপনের তাওফীক দিন-আমীন!

॥ বিনীত লেখক॥

নারী ও পুরুষের আদর্শ

নারী ও পুরুষ উভয়কেই যেমন সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত করে সৃষ্টি করা হয়েছে, তেমনি ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মধ্যে কিছু বিশেষ গুণের বাস্তবতা কামনা করা হয়েছে। এই গুণগুলিই তাদেরকে আদর্শবান হিসাবে তৈরি করতে পারে এবং একমাত্র এই আদর্শের অধিকারী নারী-পুরুষই ইসলামের দেওয়া মর্যাদা রক্ষা করতে পারে। নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও তাদের পারিবারিক জীবনের বিবরণ পেশ করার পূর্বে তাদের বিশেষ বিশেষ গুণ সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করা হ'ল। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আহযাবের ৩৫-৩৬ নং আয়াতে আদর্শ নারী-পুরুষের জন্য ১২টি গুণ পেশ করেছেন। আমরা এইসব গুণাবলী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বইয়ের প্রাথমিক আলোচনা আরম্ভ করলাম। আশা করি, নর-নারী সকল পাঠক এসব গুণাবলী অর্জন করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবে। আল্লাহ তুমি কবুল কর-আমীন!

{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً - وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً}

'আল্লাহ্র অনুগত পুরুষ ও স্ত্রীলোক, ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রী লোক, আল্লাহ্র দিকে মনোযোগকারী পুরুষ ও স্ত্রী লোক, সত্য ন্যায়বাদী পুরুষ ও স্ত্রী লোক, সত্যের পথে দৃঢ়তা প্রদর্শনকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহ্র নিকট বিনীত-নম্র পুরুষ ও স্ত্রীলোক, দানশীল পুরুষ ও স্ত্রীলোক, ছিয়াম পালনকারী পুরষ ও স্ত্রীলোক, লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহ্কে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহ্ এদের জন্য স্বীয় ক্ষমা ও বিরাট পুরষ্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। কোন ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে চূড়ান্তভাবে ফায়ছালা করেন, তখন সে ব্যাপারে তার বিপরীত কিছু করার কোন অধিকার নেই। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে সে সুস্পষ্ট ভ্রান্ত' *(আল-আহযাব ৩৫-৩৬)*।

অত্র আয়াতে নারী পুরুষের জন্য **১২**টি শিক্ষণীয়, গ্রহণীয় ও আবশ্য পালনীয় আদর্শ রয়েছে। যা ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হ'ল।

প্রথম আদর্শ ঃ মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম স্ত্রীলোক। 'মুসলিম' শব্দের আভিধানিক অর্থ আত্মসমর্পনকারী। আর পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আইন পালনকারী।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ε قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'পূর্ণ মুসলিম সে পুরুষ বা নারী যার যবান ও হাত হ'তে অন্যান্য পুরুষ বা নারী নিরাপদে থাকে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬, বাংলা মিশকাত হা/৫)*।

হাদীছের অর্থ হচ্ছে শরী'আতের হুকুম ব্যতীত যে কোন মানুষকে যে কোন রকমের কষ্ট দেওয়া ইসলাম বিরোধী কাজ। এতে মানুষ পূর্ণ মুসলিম থাকে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'মুসলিম সে ব্যক্তি যে, নিজের জন্য যেটা কল্যাণকর মনে করে অন্যের জন্যও সেটা কল্যাণকর মনে করে' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫১৭১)*। মানুষকে কষ্ট দেওয়া সদাচরণ বিরোধী কাজ, যার পরিণাম জাহান্নাম।

عَنْ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ε يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

জুবায়ের ইবনু মুতঈম (রাঃ) বলেন, নবী ε বলেছেন, 'সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯২২, বাংলা মিশকাত হা/৪৭০৫)*। কেননা সম্পর্ক ছিন্ন করাই হচ্ছে আদর্শ বিনষ্ট করার মূল। প্রকৃত মুসলমান না থাকার পরিচায়ক।

দ্বিতীয় আদর্শ ঃ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী। 'মুমিন' শব্দের অর্থ হচ্ছে ঈমানদার। পরিভাষায় ঈমান হচ্ছে কুরআনের উপস্থাপিত বিষয়সমূহকে সত্য বলে মেনে নেওয়া। ব্যবহারিকভাবে ঈমান হচ্ছে কতগুলি গুণের অধিকারী হওয়া।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ε لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ পূর্ণ মুমিন হ'তে পারে না, যে পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা ও তার সন্তান এবং অন্যান্য সকল মানুষ থেকে প্রিয়তম না হব' (আমার আদর্শ হবে তার নিকটে সবার চেয়ে প্রিয়তম। সর্বক্ষেত্রে আমার আদর্শ খুঁজে বের করা মুমিনের জন্য যরূরী। আর এটাই ঈমানের পরিচয়) *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللهِ ε إِلاَّ قَالَ لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল ε আমাদেরকে এরূপ উপদেশ খুব কমই দিয়েছেন যাতে একথাগুলি বলেননি যে, 'যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই এবং যার অঙ্গীকারের মূল্য নেই তার দ্বীন-ধর্ম নেই' *(আহমাদ ১১৯৩৫, মিশকাত হা/৩৫, বাংলা মিশকাত হা/৩১)*। হাদীছের অর্থ এই যে, যার মধ্যে আমানতদারী নেই সে পূর্ণ মুমিন নয় এবং যে ওয়াদা ঠিক রাখে না সেও পূর্ণ মুমিন নয়।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ε مَا الْإِيمَانُ قَالَ إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ

আবু উমামা বাহিলী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল ε কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ε! ঈমানের পরিচয় কি? রাসূল ε বললেন, 'যখন তোমার সৎ কাজ তোমাকে আনন্দ দিবে এবং তোমার অসৎ কাজ তোমাকে পীড়া দিবে তখনই তুমি প্রকৃত মুমিন' *(আহমাদ হা/২১১৪৫, সিলাসলা ছহীহা হা/৯৩৯)*।

একদা রাসূল ε বললেন, সবচেয়ে উত্তম ঈমান হচ্ছে- গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকা *(সিলসিলা হা/৯৫৪)*।

অন্য এক বর্ণনায় রাসূল ε বলেন, 'একজন মুমিন আর একজনের জন্য আয়না স্বরূপ' *(সিলসিলা ছহীহ হা/১১১৬)*।

অর্থাৎ একজন অপর জনের গুনাহ বুঝতে পারলে তাকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। এটা মুমিন নারী-পুরুষের আর্দশের পরিচয়।

তৃতীয় আদর্শঃ আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক। এমন পুরুষ ও স্ত্রীলোকের কথা আল্লাহ এখানে বলেছেন, যাদের অন্তর ও দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সর্বদা আলাহ্‌র বিধান পালনে মশগুল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

{أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ}

'যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালের ভয় রাখে ও তার পালনকর্তার রহমতের প্রত্যাশা করে' *(যুমার ৯)*।

আল্লাহ্ তা'আলা এখানে নারী-পুরুষের একটি বড় গুণ উল্লেখ করেছেন। আর তা হচ্ছে রাত জেগে ইবাদত করা, যা নবী-রাসূল ও বড় ইবাদতগুজার লোকদের আদর্শ। আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন,

{وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ}

'আকাশ ও যমীনে যা কিছু আছে সবাই তাঁর একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করে' *(রূম ২৬)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}

'আর আল্লাহ্‌র সামনে একান্ত আদবের সাথে ইবাদতের জন্য দাঁড়িয়ে যাও' *(বাকারা ২৩৮)*।

আদর্শ নারী-পুরুষের জন্য রাতের ইবাদত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

চতুর্থ আদর্শঃ সত্য ও ন্যায়-নিষ্ঠ পুরুষ ও স্ত্রীলোক। সততা নারী-পুরুষের জন্য একটি প্রশংসনীয় আদর্শ। সততা এমন ঈমানের পরিচায়ক যার পরিণাম জান্নাত।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا وَفِي

رواية مسلم إِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ إِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ

আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'তোমরা সত্যকে আঁকড়িয়ে ধর। কেননা সত্য মানুষকে নেকীর দিকে নিয়ে যায়। আর নেকী জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্য বলতে চেষ্টা করে, আল্লাহ্র কাছে তাকে সত্যবাদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা মিথ্যা পাপের পথে নিয়ে যায় এবং পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা বলতে চেষ্টা করে, আল্লাহ্র নিকট তাকে মিথ্যাবাদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৪)*।

অন্য বর্ণনায় আছে, 'সত্যবাদিতা একটি নেকীর কাজ। আর নেকী জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। আর মিথ্যা হ'ল মহাপাপ। পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৪, বাংলা মিশকাত হা/৪৬১৩)*।

পঞ্চম আদর্শঃ সত্যের পথে দৃঢ়তা প্রদর্শনকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক। 'ছবর'-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নিজেকে বেঁধে রাখা, ধৈর্য ধারণ করা। এখানে এমন পুরুষ ও নারীকে বোঝানো হয়েছে যারা আল্লাহ্র দ্বীন পালন ও তাঁর ইবাদত করতে গিয়ে সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট অকাতরে সহ্যকরে অটল হয়ে থাকেন। শত বাঁধার মোকাবিলা করে দ্বীনের উপর অবিচল থাকে এবং কোনক্রমেই আদর্শচ্যুত হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

{سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ}

(ফেরেশতারা বলবে) 'তোমাদের ধৈর্যের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এবং তোমাদের এই পরিণাম গৃহ কতই না চমৎকার' *(রা'দ ২৪)*।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً }

'আর তাদের ধৈর্যের কারণে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত ও রেশমী পোশাক' *(দাহার ১২)*।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ}

'আর আপনি নিজেকে ঐসবলোকের সাথে আঁকড়িয়ে ধরুন যারা তাদের প্রতিপালককে সকাল-সন্ধ্যায় ডাকে' *(কাহাফ ২৮)*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا}

'তারা যেসব দুঃখজনক ও কষ্টদায়ক কথা বলছে সেসব কথাকে অকাতরে সহ্য করুন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও অস্ত যাওয়ার পরে আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পাঠ করুন' *(ত্ব-হা ১৩০)*।

আয়াতগুলিতে বিপদের সময়ে ধৈর্য ধারণ করতে এবং সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহকে ডাকার জন্য বলা হয়েছে, যা মুমিন নারী-পুরুষের আদর্শ।

ষষ্ঠ আদর্শ ঃ আল্লাহ্র নিকট বিনীত-নম্র পুরুষ ও স্ত্রীলোক। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে এমন নারী-পুরুষের আদর্শ বর্ণনা করেছেন, যারা অন্তর-মন ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ সবকিছু দিয়ে বিনীতভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করে। এখানে এমন এক শব্দ উল্লেখিত হয়েছে যার অর্থ- প্রশান্তি, স্থিতি, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিনয়, ভয় মিশ্রিত ভালবাসা এবং আল্লাহ্র প্রতি আগ্রহ, উৎসাহ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ -الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ}

'মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা বিনয়-নম্রভাবে ভয়-ভীতি নিয়ে নিজেদের ছালাত আদায় করে' *(মুমিন ১-২)*।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً}

'তারা ক্রন্দন করতে করতে নতমস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়-নম্রভাব আরো বৃদ্ধি পায়' *(ইসরা ১০৯)*।

আয়াতের অর্থ হচ্ছে, ভয়-ভীতি নিয়ে ছালাত আদায় করা এবং পাপ করলে মাটিতে লুটিয়ে পড়া মুমিন নর-নারীর আদর্শ।

সপ্তম আদর্শ ঃ দানশীল পুরুষ ও স্ত্রীলোক। আল্লাহ তা'আলা এখানে এমন নারী-পুরুষের আদর্শ পেশ করেছেন, যারা গরীব-দুঃখী ও অভাবগ্রস্তদের প্রতি অন্তরে দয়া অনুভব করে, উদ্বৃত্ত মাল কেবল মাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রদান করে।

عَنْ أَبِيْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ

ওকবা ইবনু আমির (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ছাদাকা কবরের গরম শাস্তিকে ছাদাকাকারীর উপর থেকে নিভিয়ে দেয়। নিশ্চয়ই মুমিন কিয়ামতের দিন তার ছাদাকার ছায়াতলে থাকবে' *(সিলসিলা ছহীহা হা/১৮১৬)*। অসহায় মানুষকে নেকীর আশায় দান করা মুমিন নর-নারীর আদর্শ।

অষ্টম আদর্শঃ ছিয়াম পালনকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক। আল্লাহ্র আদেশ অনুযায়ী যেসব নারী-পুরুষ ছিয়াম পালন করবে তাদের তাক্বওয়া বৃদ্ধি হবে এবং ধৈর্য বেশি হবে। ছিয়াম জান্নাত লাভের বড় মাধ্যম, যার প্রতিদান আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হাতে দিবেন।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ε يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওয়াস্তে একটি ছিয়াম পালন করবে আল্লাহ্ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের পথ দূরে করে দিবেন' *(বুখারী হা/২৮৪০, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৫৩, বাংলা মিশকাত হা/১৯৫০)*।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ε قَالَ فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لا يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّائِمُونَ-

সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে তন্মধ্যে একটি দরজার নাম হচ্ছে রাইয়্যান। ছিয়াম পালনকারী ব্যতীত ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না' *(বুখারী হা/৩২৫৭, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৭, বাংলা মিশকাত হা/১৮৬১)*।

যেসব নারী-পুরুষ আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী ধৈর্যধারণ করে ও পরহেযগারিতা অবলম্বন করে ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তাদেরকে ইচ্ছানুযায়ী জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দিবেন। আর এটা আদর্শ নারী-পুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

নবম আদর্শঃ লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক। আল্লাহ্ এখানে এমন নারী-পুরুষের কথা বলেছেন, যারা নিজেদের লজ্জাস্থান অন্য লোকদের সামনে প্রকাশ করে না। একে অশ্লীল কাজ মনে করে তারা লজ্জাস্থানকে হারাম পথে ব্যবহার করে না। শরীরের ঢেকে রাখার যোগ্য অঙ্গগুলিকে অন্য পুরুষ ও স্ত্রীর সামনে প্রকাশ করে না।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ε قَالَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার কাছে এই অঙ্গীকার করবে যে, সে তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তুর (জিহ্বার) এবং তার দুই পায়ের মধ্যস্থিত বস্তুর (লজ্জাস্থানের) যিম্মাদার হবে, তবে আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হব' *(বুখারী হা/৬৪৭৪, মিশকাত হা/৪৮১২, বাংলা মিশকাত হা/৪৬০১)*।

এখানে জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের প্রতি কঠিন সতর্ক করা হয়েছে। কারণ এই দুই অঙ্গ দ্বারা অধিকাংশ কবীরা গুনাহ সংঘটিত হয়। আর যে নারী-পুরুষ কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হয় তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করতে কোন বাধা থাকে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ε عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোন জিনিস মানুষকে বেশি বেশি জান্নাতে প্রবেশ করায়? রাসূল ε বললেন, 'তা হচ্ছে আল্লাহ্র ভয়-ভীতি ও উত্তম চরিত্র'। আর জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করায়? রাসূল ε বললেন, 'মানুষের মুখ ও লজ্জাস্থান' *(তিরমিযী হা/২০০৪, ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৬, মিশকাত হা/৪৮৩২ বাংলা মিশকাত হা/৪৬২১, সিলসিলা ছহীহা হা/৯৭৭)*।

একমাত্র আদর্শ নারী-পুরুষ এই গুণের অধিকারী হ'তে পারে।

দশম আদর্শঃ আল্লাহ্কে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক। এখানে আল্লাহ তা'আলা এমন আদর্শবান নারী-পুরুষের কথা বলেছেন, যারা আল্লাহকে কস্মিনকালেও এবং মুহূর্তের তরেও ভুলে যায় না। আর মুখ ও অন্তর উভয় ক্ষেত্রেই সর্বদা আল্লাহ্কে স্মরণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

{وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ}

'আর আপনি আপনার প্রতি পালককে বেশি বেশি স্মরণ করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করুন' *(আলে ইমরান ৪১)*।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً}

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে বেশি বেশি স্মরণ কর' *(আহযাব ৪১)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ع يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী ع সবসময় আল্লাহ্কে স্মরণ করতেন *(সিলসিলা ছহীহা হা/৪০৬)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সবসময় আল্লাহ্কে স্মরণ করা। আল্লাহ্কে স্মরণ করা আদর্শ নারী-পুরুষের পরিচয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ ع أَنَّهُ قَالَ لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ-

আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল ع বলেছেন, 'যখন কোন মানুষ আল্লাহ্র যিকির করতে বসে তখন আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে নেন, তাঁর রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পাশের ফেরেশতাগণের সামনে তাদের প্রশংসামূলক আলোচনা করেন' *(মুসলিম হা/৪৮৬৮, মিশকাত হা/২২৬১, বাংলা মিশকাত হা/২১৫৪)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ع يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فَقَالَ سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার রাসুল ع সফরে মক্কার পথে এক পাহাড়ের কাছে পৌঁছলেন, যার নাম হ'ল জুমদান। তখন বললেন, 'চলো, চলো এই হচ্ছে জুমদান পাহাড়। যারা মুফাররিদ তারা আগে চলে গেল। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মুফাররিদ কারা? তিনি বললেন, 'যেসব নারী-পুরুষ আল্লাহ্র বেশি বেশি যিকির করে' *(মুসলিম ৪৮৩৪, মিশকাত হা/২২৬২, বাংলা মিশকাত হা/২১৫৫)*।

অন্য বর্ণনায় রাসূল ع বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার বান্দার কাছে থাকি যখন সে আমার যিকির করে এবং আমার জন্যই তার ঠোঁট নড়ে' *(বুখারী, মিশকাত হা/২১৭৭)*। সব সময় যিকির করা আদর্শ নারী-পুরুষের কাজ।

একাদশ আদর্শঃ কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার স্ত্রীলোকের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ع যখন কোন বিষয়ে চূড়ান্তভাবে ফায়ছালা করে দেন, তখন সে ব্যাপারে স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করার কোন অধিকার থাকে না। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা এমন আদর্শবান নারী-পুরুষের কথা বলেছেন যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ফায়ছালাকে চূড়ান্ত ফায়ছালা হিসাবে নিঃস্বার্থভাবে পরম আনুগত্যের সাথে মেনে নেয় এবং তাঁদের ফায়ছালা ব্যতীত অন্যান্য ফায়ছালাকে চূড়ান্ত ভুল বলে মনে করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

{فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}

'অতঃপর আপনার পালনকর্তার কসম! সে লোক ঈমানদার হ'তে পারে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সংঘটিত বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মেনে না নিবে এবং আপনার মীমাংসার ব্যাপারে তাদের মনে কোন সংকীর্ণতা থাকবে না ও তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নিবে' *(নেসা ৬৫)*।

অত্র আয়াতে তিনটি বিষয়কে স্পষ্টভাবে পেশ করা হয়েছে। প্রথমতঃ আদর্শবান নারী-পুরুষ রাসূল ε এর যাবতীয় মীমাংসায় সন্তুষ্ট থাকবে, আর যারা এমন নয় তারা থাকবে না।

দ্বিতীয়তঃ কোন সময় কোন বিষয়ে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিলে বিবাদ পরিহার করে উভয় পক্ষকে রাসূল ε এর কাছে এবং তাঁর অবর্তমানে কুরআন ও ছহীহ্ হাদীছের আশ্রয় নিয়ে মীমাংসা পথ অন্বেষণ করা প্রতিটি আদর্শবান মুসলিম নর-নারীর প্রতি ফরয।

তৃতীয়তঃ যে বিষয়টি নবী ε এর কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত তা সম্পাদন করতে গিয়ে মনে কোন রকম সংকীর্ণতা অনুভব করাও আদর্শহীন নারী-পুরুষের লক্ষণ।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ ε ... فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ε وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لاَتَّبَعَنِي

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা ওমর (রাঃ) আল্লাহর রাসূল ε-এর নিকট আসলেন ... রাসূল ε বললেন, 'যার হাতে আমার জীবন রয়েছে তার কসম! এ সময় যদি তোমাদের কাছে মূসা (আঃ) প্রকাশ হন আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসরণ কর, তাহ'লে তোমরা নিশ্চয়ই সরল পথ ছেড়ে ভ্রান্ত পথে চলে যাবে। এমনকি তিনি যদি এখন জীবিত থাকতেন আর আমার নবুয়াতের যামানা পেতেন তাহ'লে তিনিও নিশ্চয়ই আমার অনুসরণ করতেন' *(দারেমী মুকাদ্দামা ৪৩৬, মিশকাত হা/১৯৪)*।

অন্য বর্ণনায় আছে,

لَوْ كَانَ مُوسَى ε حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ إِتِّبَاعِي

'মূসা (আঃ) ও যদি বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর থাকত না' *(আহমাদ হা/১৪৬২৩, মিশকাত হা/১৬৮, হাদীছ ছহীহ)*।

উক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী ε এর শরী'আত ব্যতীত অন্য কোন শরী'আত আদৌ মানা যাবে না। পীর, ওয়ালী, গাউছ, কতুব, মাযহাব ইত্যাদি মানাতো বহু দূরের কথা। এখন যদি মুসা (আঃ) জীবিত হন আর মানুষ যদি তাঁর অনুসরণ করে তবুও পথভ্রষ্ট হবে। আদর্শ নারী-পুরুষ এমন কাজ করতে পারে না।

দ্বাদশ আদর্শঃ যদি কোন নারী কিংবা পুরুষ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফারমানী করে তবে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত। এখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর আদর্শবান বান্দা-বান্দীকে তাঁর নাফরমানী না করার ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। কারণ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শ মানবে না তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আল্লাহ্র সাথে শিরক করা সবচেয়ে বড় নাফরমানী, যার পরিণাম ভয়াবহ *(মায়েদা ৭২)*।

নবী ε প্রদত্ত নিয়মে ইবাদত না করা সবচেয়ে বড় নাফরমানী, যার পরিণাম জাহান্নাম *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪০, টীকা নং ... পৃঃ ৫১)*। আল্লাহ্ তা'আলা আদর্শবান নারী-পুরুষকে এ ধরনের নাফরমানী হ'তে রক্ষা করেন। আদর্শবান নারী-পুরুষ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী থেকে বিরত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

আদর্শ স্ত্রী

একটা পরিবারকে আদর্শবান করার জন্য আদর্শবান স্ত্রী অপরিহার্য। পানির মধ্যে চলাচল করলে পা ভিজবে না এটা যেমন অবাস্তব তেমন আদর্শবান স্ত্রী ছাড়া আদর্শ পরিবারের কামনা করা অবাস্তব। যদিও হয় তবে তা খুব কম হবে। কুরআনে দুইজন আদর্শ নারীর চরিত্র ও নমুনা পেশ করা হয়েছে। যে আদর্শের অনুসরণ করা ঈমানদার নারীদের জন্য আবশ্যক। তার একজন হচ্ছেন ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া। ফেরাউন ছিল স্বৈরাচারী, সীমালঙ্ঘনকারী, নির্যাতনকারী, আল্লাহ্দ্রোহী, লৌহ শলাকাধারী প্রচণ্ড প্রতাপশালী সম্রাট। পৃথিবীর ইতিহাসে সে ছিল আল্লাহ্র প্রকাশ্য দুশমন। অথচ তার স্ত্রী ছিলেন আল্লাহ্র দ্বীনের পূর্ণ ও শক্তিশালী ঈমানদার। ফেরাউন তাঁর উপর চাঁপ সৃষ্টি করেছিল তাকে প্রতিপালক হিসাবে মেনে নেওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমার প্রতিপালক, আপনার প্রতিপালক এবং সকল বস্তুর প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ্। তখন ফেরাউন ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে খুব কঠিন শাস্তি দিয়েছিল। ফের'আউন তার চার হাত-পায়ে পেরেক মেরে বুকের উপর পাথর চাঁপিয়ে শাস্তি দিত। তিনি এই আল্লাহ্ বিরোধী কঠোর মেজাযী সম্রাটের আধিপত্য থেকে নিষ্কৃতি

লাভের জন্য কাতর কণ্ঠে দো'আ করতে থাকতেন। তিনি অমানবিক শাস্তির শিকার হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণ ঈমানের অধিকারী হয়ে সদাসর্বদা আল্লাহ্কে ডাকতেন। এটা নারীদের জন্য অনুকরণীয় এক বিরল আদর্শ।

এই আল্লাহ্ বিশ্বাসী মহিলাকে দুনিয়ার সব মহিলার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা পেশ করেছেন।

{وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}

'আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার নারী-পুরুষের জন্য ফেরাউনের স্ত্রীকে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করেছেন। ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া দো'আ করে বললেন, হে আল্লাহ্! আমার জন্য তোমার কাছে জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং ফেরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে আমাকে মুক্তি দাও। মুক্তি দাও আমাকে অত্যাচারী লোকদের নির্যাতন থেকে' *(তাহরীম ১১)*।

মুমিন নারী-পুরুষের অবস্থা কি হ'তে পারে তা দেখার ও তার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরাউনের স্ত্রীকে দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করেছেন। প্রতাপশালী ফেরাউনের কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হয়েও আছিয়া চরম ঈমানের পরিচয় দিয়েছেন, যা মুমিন নারী-পুরুষের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি চূড়ান্ত ঈমানের পরিচয় দিয়ে আল্লাহর নিকট ঘর বানানোর আবেদন করেছেন এবং ফেরাউন ও তার অত্যাচারী সম্প্রদায় হ'তে বাঁচতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঈসা (আঃ)-এর মা মরিয়মের আদর্শ। তিনি ছিলেন পবিত্রতা, সততা ও আল্লাহ্ ভীরুতার জ্বলন্ত প্রতীক। আল্লাহ্র বাণী,

{وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ}

'আর ইমরান কন্যা মরিয়ম, যিনি তাঁর যৌনাঙ্গের পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। তখন আমি তার মধ্যে আমার থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছি। তিনি তার প্রতিপালকের সব কথা ও তাঁর কেতাবসমূহের সত্যতা মেনে নিয়েছেন। বস্তুত তিনি ছিলেন নিয়মিত ইবাদতকারিণী, আল্লাহ্র আদেশ পালনকারী বিনয়ী লোকদের অন্তর্ভুক্ত' *(তাহরীম ১২)*। অত্র আয়াতে মারিয়ামের চূড়ান্ত ঈমানের তিনটি পরিচয় দেয়অ হয়েছে- (১) যৌনাঙ্গের পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণকারিণী। যেনা তাকে স্পর্শ করেনি। (২) তিনি তার প্রতিপালকের সব কথা ও তার কেতাব সমূহের প্রতি অটল বিশ্বাসী ছিলেন। (৩) নিয়মিত ইবাদতে ছিলেন অতুলনীয়।

আদর্শবান নারী-পুরুষের জন্য এই আয়াতদ্বয় এক বাস্তব উদাহরণ।

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ-

আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল ε বলেছেন, 'পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণ ঈমানদার হয়েছেন কিন্তু নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারইয়াম এবং ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া ব্যতীত আর কেউ পূর্ণ ঈমানদার হ'তে পারেনি'। তিনি আরো বলেছেন, 'সব নারীর উপর আয়েশার মর্যাদা এমন যেমন সব রকমের খাদ্য সামগ্রির উপর ছারীদের মর্যাদা' *(বুখারী হা/৩৪১১, মুসলিম হা/৪৪৫৯, মিশকাত হা/৫৭২৪, বাংলা মিশকাত হা/৫৪৭৯)*। রুটি টুকরা টুকরা করে গোশতের ঝোলের মধ্যে ভিজিয়ে দেওয়াকে ছারীদ বলে।

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ε قَالَ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ-

আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল ε কে বলতে শুনেছি, 'মারইয়াম বিনতু ইমরান হচ্ছেন সমস্ত নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ হচ্ছেন বর্তমান দুনিয়ার সমস্ত নারী সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' *(বুখারী হা/৩৮১৫, মুসলিম হা/৪৪৫৮, মিশকাত হা/৬১৭৫, বাংলা মিশকাত হা/৫৯২৪)*।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ε قَالَ حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী ε বলেছেন, 'সারা বিশ্বের মহিলাদের মধ্য থেকে এই চারজন মহিলার ফযীলত সম্পর্কে তোমার অবগত হওয়া যথেষ্ট। তাঁরা হচ্ছেন ইমরানের মেয়ে মারইয়াম, খুওয়াইলেদের মেয়ে খাদীজা, মুহাম্মদ ε এর মেয়ে ফাতিমা এবং ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া' *(তিরমিযী হা/৩৮৭৮, মিশকাত হা/৬১৮, বাংলা মিশকাত হা/৫৯৩০)*।

অত্র হাদীছে রাসূল ε এই চারজন নারীর মর্যাদা সম্পর্কে জানতে বলেছেন। কারণ কোন নারী বা পুরুষ প্রকৃতপক্ষে আদর্শবান ও আল্লাহ্ ভীরু হ'তে চাইলে এসব নারীদের ইতিহাস অবগত হওয়া অপরিহার্য। কোন নারী যদি তার সতীত্ব যথাযথভাবে রক্ষা করতে চায়, কঠিন দুর্বিসহ অবস্থায় ধৈর্যধারণ করতে চায় এবং পরিবারকে আদর্শবান করতে চায়, তাহ'লে তার জন্য মারইয়াম ও আছিয়ার ঈমানী আদর্শ অবগত হওয়া যরূরী।

عَنْ ابن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε أَلاَ أُخْبِرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ النبي فِي الْجَنَّةِ والصديقُ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيْدُ فِي الْجَنَّةِ وَالمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ والرَّجُلُ يَزُوْرُ أَخَاهُ فِيْ نَاحِيَةِ المِصْرِ لاَ يَزُوْرُهُ إِلاَّ للهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنِسائُكُمْ مِن أهلِ الجَنَّةِ الوَدُودُ المَولُودُ العَؤُودُ عَلَى زَوْجِهَا الَّتِيْ إِذَا غَضَبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا وَتَقُوْلُ لاَ اذوْقُ غَمَضًا حتَّى تَرْضَى-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের অধিবাসী পুরুষদের সংবাদ দিব না? নবী জান্নাতী, সত্যবাদী জান্নাতী, শহীদ জান্নাতী, নবজাতক শিশু জান্নাতী, একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দ্বীনি ভাইয়ের সাক্ষাৎকারী জান্নাতী। আর ঐসব স্ত্রীগণ হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী যারা বন্ধুভাবাপন্ন, স্নেহপরায়ণ, বেশি বেশি সন্তান প্রসবকারিণী, স্বামীর প্রতি বারংবার গভীর প্রেম বিনিময়কারিণী। কোন সময় স্বামী রাগান্বিত হ'লে, স্বামীর হাতে হাত রেখে বলে, আমি আপনার সন্তুষ্টি অর্জন না করা পর্যন্ত কোন খাদ্যের স্বাদ আস্বাদন করবো না' *(সিলসিলা ছহীহা হা/১৮৭)*।

অত্র হাদীছে এমন নারীর আদর্শ প্রকাশ হয়েছে যারা জান্নাতী। হাদীছে চারটি গুণের অধিকারিণী নারীকে জান্নাতী বলা হয়েছে। (১) স্বামীকে খুব বেশি ভালবাসা, (২) ঘন ঘন সন্তান প্রসব করা (৩) স্বামীর সাথে বারংবার গভীর প্রেম বিনিময়ে অনুরাগী হওয়া (৪) স্বামী কোন কারণবশত রাগান্বিত হ'লে স্বামীকে রাযী-খুশী না করা পর্যন্ত খাদ্য না খাওয়ার দৃঢ় পরিকল্পনা করা। এগুলি আদর্শ নারীর পরিচয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسْطُ الطَّرِيْقِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'নারীরা রাস্তার মধ্য দিয়ে চলাচল করবে না' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৮৫৬)*।

এখানে নারীদের রাস্তায় চলার আদর্শ বর্ণনা করা হয়েছে। আদর্শ নারীর পরিচয় হচ্ছে তারা রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলাচল করবে। বর্তমান সমাজে এই হাদীছের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করা হচ্ছে।

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الوَاسِعُ والجار الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الهنِئُ وَأَرْبَعٌ من الشِّقَاءِ الجار السُّوْءُ وَالْمَرْأَةُ السُّوْءُ وَالْمَرْكَبُ السُّوْءُ والمسكن الضيق-

সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সৌভাগ্যবান হওয়ার চারটি জিনিস রয়েছে- (১) সতী-সাধ্বী স্ত্রী (২) প্রসস্থ বাসস্থান (৩) সৎ ও উপযুক্ত প্রতিবেশী (৪) আরামদায়ক যানবাহন। আর দুর্ভাগ্যবান হওয়ার চারটি জিনিস রয়েছে- (১) খারাপ প্রতিবেশী (২) মন্দ আচরণের স্ত্রী (৩) বিপদজনক যানবাহন (৪) সংকীর্ণ বাসস্থল' *(সিলসিলা ছহীহা হা/২৮৩, ১৯০৩)*। এখানে এমন ব্যক্তিকে সৌভাগ্যবান বলা হয়েছে, যার স্ত্রী সতী-সাধ্বী পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী। যার স্ত্রী আদর্শহীন তাকে দূর্ভাগ্যবান বলা হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ الله ε أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِيْ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَتُطِيْعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল ε কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কে সবচেয়ে উত্তম নারী? রাসূল ε বললেন, 'যে স্ত্রী তার স্বামীকে খুশী করতে পারে, স্বামী যখন তার দিকে লক্ষ্য করে। স্বামী যখন তাকে আদেশ করে, তখন স্বামীর আদেশ যথাযথ মান্য করে। আর তার নিজের ব্যাপারে এবং নিজের সম্পদের ব্যাপারে স্বামী যা অপসন্দ করে সে তা করে না' *(সিলসিলা ছহীহা হা/১৮৩৮/১৯১৬)*। এখানে আদর্শবান নারীর তিনটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে (১) এমন হাসি মুখে থাকা, স্বামী দৃষ্টি দিলেই যেন খুশী

হয়। (২) সদাসর্বদা স্বামীর আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকা (৩) নিজের ব্যাপারে এবং নিজের অর্থের ব্যাপারে স্বামীর ইচ্ছার বিরোধিতা না করা।

عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقَالُ إِسْمُهَا أَسْمَاءُ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ع لِبَعْضِ الْحَاجَةِ فَقَضَى حَاجَتَهَا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ عأَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ أَنْتِ لَهُ قَالَتْ مَا أَلُوْهُ إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ع أَنْظُرِيْ أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ-

হুছায়েন ইবনে মেহছান তার ফুফু আসমা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তার ফুফু একদা তার কোন প্রয়োজনের জন্য রাসূল ε এর কাছে গেলেন। রাসূলε তার প্রয়োজন পূর্ণ করলেন। অতঃপর রাসূল ε বললেন, 'তোমার স্বামী আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ আছে। রাসূল ε বললেন, তুমি তার কেমন স্ত্রী? সে বলল, আমি তার খিদমত করতে কম করি না, তবে আমি তার ব্যাপারে অপারগ হই। রাসূল ε তাকে বললেন, তুমি যা বলছ, সে ব্যাপারে চিন্তা কর, তুমি তার থেকে কোথায় যাবে? নিশ্চয়ই সে তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম' *(সিলসিলা ছহীহা হা/২৬১২, ১৯৩৪)*।

অত্র হাদীছে স্ত্রীদেরকে তিনটি বিষয়ে বলা হয়েছে।

(১) স্ত্রীকে স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

(২) স্বামীর খিদমত করার জন্য যথাযথ চেষ্টা করতে হবে।

(৩) কোন সময় তার নিকট অপারগতা প্রকাশ করা যাবে না। কারণ স্বামী হচ্ছে জাহান্নাম ও জান্নাতের মাধ্যম। একমাত্র আদর্শবান স্ত্রী এগুলি পালন করে থাকে।

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ع خَيْرُ نِسَائِكُمْ اَلْوَدُوْدُ الْمَوْلُوْدُ الْمُوَاتِيَةُ الْمُوَاسِيَةُ-

রাসূল ε বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে এমন নারী যারা স্নেহপরায়না, ঘনঘন সন্তান প্রসবকারিণী, সমব্যথী, সান্ত্বনা প্রদানকারিণী, সহযোগিনী' *(সিলসিলা ছহীহা হা/১৮৪৯, ১৯৫২)*।

এখানে আদর্শ নারীর চারটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে- ১. স্বামীর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া, ২. ঘন ঘন সন্তান প্রসব করা, ৩। স্বামীর দুঃখ-বেদনায় সমব্যথী হওয়া, ৪। স্বামীর কাজে সহযোগিতা করা।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ع عَلَيْكُمْ بِالإِبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسْرِ-

রাসূল ε বলেন, 'তোমরা কুমারীদের বিবাহ করা। কেননা তাদের মুখ বেশি মিষ্টি, তারা অধিক গর্ভধারিণী এবং অল্পতে সন্তুষ্ট' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৬২৩, ১৯৫৭)*। হাদীছে আদর্শবান নারীর তিনটি গুণ বলা হয়েছে- ১. মিষ্টি মুখ হওয়া অর্থাৎ কোন সময় রাগবশত গরম হয়ে স্বামীর সাথে কথা না বলা। ২. বেশী বেশী সন্তান দেয়া, ৩. অল্পে তুষ্ট হওয়া অর্থাৎ স্বামীর যে কোন জিনিসের প্রতি আপত্তি পেশ না করা।

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ-

ছাওবান (রাঃ) বলেন, আমরা যদি জানতে পারতাম কোন সম্পদ সবচেয়ে উত্তম, তবে তা সঞ্চয় করতাম। রাসূল ε বললেন, 'তোমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে, সবসময় আল্লাহ্কে স্মরণকারী জিহ্বা, শুকরিয়া আদায়কারী অন্তর এবং এমন ঈমানদার স্ত্রী, যে তার স্বামীকে দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্য করে' *(তিরমিযী হা/৩০৯৪, মিশকাত হা/২২৭৭, বাংলা মিশকাত হা/২১৭০)*।

অত্র হাদীছে তিনটি জিনিসকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয়েছে।

(১) আল্লাহ্র যিকিরকারী জিহ্বা। যার জিহ্বা সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করে, তাসবীহ পাঠ করে ও ক্ষমা চায়। তার জন্য তার জিহ্বা শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

(২) যার অন্তর আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রতি শুকরিয়া আদায় করে, তার জন্য তার অন্তর শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

(৩) ঐ স্ত্রী শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যে তার স্বামীকে দ্বীনের ব্যাপারে সব ধরনের সাহায্য করতে পারে।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ع إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'স্ত্রীলোক যখন তার প্রতি নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে ও স্বামীর অনুগত থাকে, তখন সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে' *(আবু নু'আইম, মিশকাত হা/৩২৫৪, বাংলা মিশকাত হা/৩১১৫, হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছে আদর্শবান নারীর চারটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা আদর্শ নারীর একটি বড় গুণ। এগুণ ছাড়া কোন নারী আদর্শবান হ'তে পারে না।

(২) রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করা আদর্শ নারীর দ্বিতীয় বড় গুণ।

(৩) আনুগত্য ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই একজন নারী আদর্শবান হ'তে পারে। কোন নারী আনুগত্য ছাড়া আদর্শের দাবী করতে পারে না।

(৪) আদর্শবান হওয়ার জন্য লজ্জাস্থানের হেফাযত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ, যে গুণের মাধ্যমে একজন নারীর ইহকাল ও পরকালের মান-সম্মান নির্ভর করে। একজন ব্যভিচারিণী নারী বিন্দুমাত্র আদর্শের দাবী করতে পারে না।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ε قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ-

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'গোটা দুনিয়াটাই হচ্ছে সম্পদ। আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে সতীসাধবী নারী' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩, বাংলা মিশকাত হা/২৯৪৯)*। অত্র হাদীছে একমাত্র আদর্শবান স্ত্রীকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয়েছে। নবী ε এ কথা বলে নারীদের মান-সম্মান এত বেশি করেছেন এবং জাতির কাছে তাদেরকে এত মূল্যবান ও গ্রহণযোগ্য করে পেশ করেছেন, যা পৃথিবীর কোন জাতি নারীদের কোন দিন দিতে পারেনি।

আল্লাহ্ তা'আলা আদর্শবান স্ত্রীর গুণ উল্লেখ করে বলেন,

{فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ}

'অতএব যারা সতী-সাধবী স্ত্রীলোক, তারা তাদের স্বামীদের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম পালনকারী এবং স্বামীদের অনুপস্থিতিতে গোপনীয় বিষয়গুলির হেফাযতকারী হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ নিজেই তার হেফাযত করেন' *(নিসা ৩৪)*।

আল্লাহ্ তা'আলা এখানে সতী-সাধবী আদর্শবান স্ত্রীর পরিচয় দিয়েছেন যারা স্বামীর আনুগত্য করে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেকে হেফাযত করে।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً}

'নবী যদি আপনাদের সবাইকে তালাক দিয়ে দেন, তাহ'লে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ নবী ε কে তোমাদের পরিবর্তে এমন সব স্ত্রী দিবেন যারা তোমাদের চেয়ে উত্তম হবে। যারা হবে সত্যিকার মুসলিম, আনুগত্যশীল, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, ছিয়াম পালনকারী, কুমারী কিংবা অকুমারী' *(তাহরীম ৫)*।

এখানে আদর্শবান স্ত্রীর ছয়টি গুণ পেশ করা হয়েছে।

(১) 'মুসলিম' মুসলিম শব্দটির অর্থ হচ্ছে কার্যত আল্লাহ্র হুকুম ও আইন-বিধান পালনকারী। তারা এমন স্ত্রী হবে যারা আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ পালন করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

(২) 'মুমিন' মুমিন বলতে এমন লোককে বুঝায় যে অকৃত্রিম নিষ্ঠা সহকারে ঈমান গ্রহণ করেছে। অতএব মুমিন স্ত্রীর বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, সত্য হৃদয়ে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি ঈমান রাখে। আর কার্যত নিজের চরিত্র, অভ্যাস-আদত, আচার-আচরণ ও ব্যবহারে আল্লাহ্র দ্বীন অনুসরণ করে চলে।

(৩) 'আনুগত্যশীল' এই শব্দের দু'টি অর্থ এবং দু'টি অর্থই এখানে গ্রহণীয়। প্রথম তারা এমন স্ত্রী হবে যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের অনুগত ও আদেশ পালনকারী হবে। দ্বিতীয়তঃ তারা হবে নিজের স্বামীর অনুগত।

(৪) 'তাওবাকারী' তারা এমন স্ত্রী হবে যারা সবসময়ই আল্লাহ্র কাছে নিজের গুনাহ ও অপরাধের জন্য ক্ষমা চায়। নিজের দুর্বলতাও পদস্খলনের অনুভূতি সবসময় দংশন করে এবং সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। এ ধরনের স্ত্রীর মধ্যে কোন সময়ই অহংকার, গৌরব, অহমিকতা, উন্নাসিকতা ও আত্মম্ভরিতার ভাবধারা জাগতে পারে না। এমন স্ত্রী স্বভাবতই নম্র প্রকৃতির এবং বিনীত মনোভাবের হয়।

(৫) 'ইবাদতকারী' একজন নারীর সর্বোত্তম হওয়ার ব্যাপারে এই জিনিসের খুব বেশি প্রভাব লক্ষ করা যায়। এমন স্ত্রী ইবাদত করার কারণে আল্লাহ্র নির্ধারিত

সীমাসমূহ পুরাপুরি রক্ষা করে চলে। এমন স্ত্রী কখনোই আল্লাহ্‌রই এবাদত করা থেকে মুখ ফিরাবে না- এ আশা তার প্রতি খুব বেশি করা যায়।

(৬) 'ছিয়াম পালনকারী' ফরয বা নফল ছিয়াম পালন করা অতীতের নবী ও সৎ লোকদের কাজ। ছিয়াম পালন করলে প্রবৃত্তি দমন হয়। ছিয়াম পালনে অভ্যস্থ স্ত্রীর কাছে সবধরনের কল্যাণের আশা করা যায়। এ যাবত আদর্শ স্ত্রীর যেসব গুণাবলী পেশ করা হ'ল, সেগুলি পরিপূর্ণভাবে অর্জন করার জন্য সচেষ্ট থাকা প্রত্যেক নারীর কর্তব্য। আল্লাহ্ তুমি তাওফীক দান কর।

বিয়ে এবং তার গুরুত্ব

ইসলামে নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিয়েই হচ্ছে একমাত্র বৈধ উপায়। মানুষ বিয়ে করার মাধ্যমেই তার চরিত্র ও সতীত্বকে রক্ষা করতে পারে। পোষাক যেমন মানুষের দেহকে ঢেকে রাখে, নগ্নতা ও কুশ্রী বিষয়গুলো প্রকাশ হ'তে দেয় না, বিবাহ তেমনি স্বামী-স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি ও যৌন উত্তেজনা ঢেকে রাখে, প্রকাশ হ'তে দেয় না।

আল্লাহ তা'আলা বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব, প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতা, দরদ-সহানুভূতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর যৌনসম্ভোগ খুবই তৃপ্তিদায়ক হয়, মুখের গন্ধ হয় খুবই মিষ্টি, দাম্পত্য জীবন হয় খুবই সুখের, পারস্পরিক কথাবার্তা খুবই মধুময় হয়। বিয়ের মাধ্যমে পরস্পরের উপর অধিকার আরোপিত হয় এবং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্য পালনীয় হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً }

'আপনার পূর্বে আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদের জন্য স্ত্রী ও সন্তানের ব্যবস্থা করে দিয়েছি' *(রা'দ ৩৮)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিয়ে ও স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থাকে নবী ও রাসূলগণের প্রতি এক বিশেষ দান বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ}

'আর তোমরা তোমাদের এমন ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দাও যাদের স্বামী বা স্ত্রী নেই। আর তোমাদের বিয়ের যোগ্য দাস-দাসীদের বিয়ে দাও' *(নূর ৩২)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}

'তোমরা মেয়েদের অভিভাবকের অনুমতিক্রমে তাদের বিয়ে কর, যথাযথভাবে তাদের মোহর প্রদান কর, যেন তারা বিয়ের দুর্গে সুরক্ষিত হয়ে থাকতে পারে এবং অবাধ যৌনচর্চা ও গোপন বন্ধুত্বে লিপ্ত হয়ে না পড়ে'[১] *(নিসা ২৫)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিয়ে করে পরিবার দূর্গ রচনা করতে বলেছেন। যিনা-ব্যাভিচার বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। গোপন বন্ধুত্ব করে যৌন স্বাদ আস্বাদন করার সমস্ত পথ বন্ধ করার আদেশ করেছেন। এগুলো কেবল বিয়ের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ}

'স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের জন্য পোশাক স্বরূপ, আর তোমরাও তাদের জন্য পোশাক স্বরূপ' *(বাকারাহ ১৮৭)*।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পোশাক যেমন মানব দেহকে আবৃত করে দেয়, তার নগ্নতা ও কুদর্যতা প্রকাশ হ'তে দেয় না এবং সর্বপ্রকার ক্ষতি থেকে বাঁচায়, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য ঠিক তেমনি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً}

'এবং আল্লাহ্‌র একটি বড় নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য হ'তে তোমাদের স্ত্রীর ব্যবস্থা করেছেন, তোমরা যেন তাদের কাছ থেকে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করতে পার। আর তোমাদের মধ্যে তিনি প্রেম, ভালবাসা ও প্রীতি-প্রণয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন' *(রূম ২১)*।

---

[১] ব্যবস্থা গ্রহণ না করে।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারীকে পুরুষ হ'তে সৃষ্টি করে বিয়ের ব্যবস্থা করা আল্লাহ্র নিদর্শন। নারী-পুরুষের জন্য তৃপ্তিদায়ক বস্তু। তৃপ্তি বহাল রাখার জন্য স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম-ভালবাসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

عَنْ أَنَس بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε ... لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ছিয়াম পালন করি, ছিয়াম ভঙ্গও করি, রাতে ছালাত আদায় করি, নিদ্রাও যাই এবং বিয়েও করি। এই হচ্ছে আমার নীতি আদর্শ। অতএব যে ব্যক্তি আমার এ নীতি মানবে না, সে আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য নয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)।*

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিয়ে করা নবীর সুন্নাত। ইসলামের অন্যতম রীতি ও বিধান। ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন অবকাশ নেই। যে ব্যক্তি সুন্নাতের প্রতি অনীহা পোষণ করে বিয়ে করবে না, সে পূর্ণ মুসলিম নয় বরং বিবাহের প্রতি অনীহা পোষণ করা কুফরী।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ منكم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ-

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ের সামর্থ্য রাখে, তাদের বিয়ে করা কর্তব্য। কেননা বিয়ে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণকারী, যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষাকারী। আর যার সামর্থ্য নেই সে যেন ছিয়াম পালন করে। কেননা ছিয়াম হচ্ছে যৌবনকে দমন করার মাধ্যম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০'নিকাহ' অধ্যায়)।*

অত্র হাদীছে বিয়ের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। রাসূল ε সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে বিয়ের আদেশ দিয়েছেন। বিয়ে দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। বিয়ে যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা করে।

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللهِ ε عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا

সা'আদ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, 'রাসূল ε ওছমান ইবনু মাযঊনকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের অনুমতি দেননি। তাকে অনুমতি দিলে আমরা নির্বীর্য হয়ে যেতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮১, 'নিকাহ' অধ্যায়)।*

অত্র হাদীছে বৈরাগ্য প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিঃসন্তান হওয়ার প্রচেষ্টাকে চিরতরে বন্ধ করা হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ε قَالَ ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمْ الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহ্র সাহায্য করা কর্তব্য হয়ে পড়ে। (১) যে দাস নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে চায়। (২) যে লোক বিয়ে করে নিজের নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করতে চায়। (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদে যেতে চায়' *(নাসাঈ হা/৩১৬৬)।*

অত্র হাদীছে রাসূল ε তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি সাহায্য করতে বলেছেন, তন্মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিবাহকারী। অত্র হাদীছে রাসূল ε বিয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।

বিয়েতে সমতা রক্ষা

বিয়েতে সমতা ও সাদৃশ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমতা অর্থাৎ বর ও কনের সমান সমান হওয়া, একের সাথে অপরের সামঞ্জস্য হওয়া। বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মনের প্রশান্তি লাভ, উভয়ের সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষা করা। কাজেই উভয়ের মধ্যে যাতে সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যাতে এ মিলমিশ লাভের পথে বাধা বা অসুবিধা সৃষ্টির সামান্যতম কারণ না ঘটতে পারে। সমতার ব্যাপারে মূলত লক্ষণীয় হচ্ছে দ্বীন। মুসলমান সকলেই পরস্পরের জন্য সামঞ্জসপূর্ণ। কাজেই মুসলমান মেয়েকে কাফেরের নিকট বিয়ে দেয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً}

'সেই মহান আল্লাহ্ই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর বংশ ও শ্বশুর-জামাতা হিসাবে সম্পর্ক করেছেন। আর আপনার প্রতিপালক বড় শক্তিমান' *(ফুরকান ৫৪)*।

অত্র আয়াতে বিয়েতে সমতার বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বংশ ও শ্বশুর-জামাতার সম্পর্ক এমন জিনিস যার সাথে সমতার বিষয়টি সম্পর্কিত। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}

'ব্যভিচারী পুরুষ একমাত্র ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিক মেয়েকে বিবাহ করবে, অনুরূপ ব্যভিচারিণী নারীকে একমাত্র ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক পুরুষ বিবাহ করবে' *(নূর ৩)*।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যিনাকার নারী-পুরুষ ভাল নারী-পুরুষের জন্য সামঞ্জস্যশীল নয়। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

{أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ}

'মু'মিন কি কখনও ফাসিকদের সমান হ'তে পারে? এরা সমান নয়' *(সিজদা ১৮)*।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মু'মিন আর ফাসিক এক নয়। এদের মধ্যে কোন রকমের সমতা ও সাদৃশ্য নেই । অতএব মু'মিন স্ত্রী বা পুরুষ কখনোই ফাসিক বা কাফির স্ত্রী বা পুরুষের জন্য সমঞ্জস্য নয়। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ}

'দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য, দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য। আর সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য' *(নূর ২৬)*।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চরিত্রহীনা নারী চরিত্রবান পুরুষদের জন্য বিবাহযোগ্যা হ'তে পারে না, তেমন চরিত্রবান পুরুষ চরিত্রহীনা নারীর জন্য বিবাহযোগ্য হ'তে পারে না। দ্বীনদারী ও চরিত্রের সমতার প্রতি লক্ষ্য করা যরূরী। আর দ্বীনদার নারী পুরুষ আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে পসন্দনীয় *(হুজুরাত ১৩, মুজাদালা ১১)*।

কনের যে সব গুণাবলী লক্ষ করা যরূরী

ইসলামের দৃষ্টিতে মেয়ের একটি বিশেষ গুণ যাচাই করা যরূরী। তা হচ্ছে মেয়ের দ্বীনদারী বা ধার্মিকতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ}

'তোমাদের মধ্যে তাক্বওয়াশীল, আল্লাহভীরু ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট তোমাদের সকলের অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত' *(হুজুরাত ১৩)*।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে সম্মানী ব্যক্তি হচ্ছে দ্বীনদার নারী-পুরুষ। কাজেই বিবাহের ব্যাপারে মেয়ের দ্বীনদারী যাচাই বাছাই করা একান্ত যরূরী। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{يَرْفَعُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات}

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মান-মর্যাদা অধিক উন্নত করে দিবেন' *(মুজাদালা ১১)*।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার শিক্ষিত নারী-পুরুষের সম্মান বৃদ্ধি করেন। অতএব বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের শিক্ষা ও ঈমানদারী যাচাই করা যরূরী।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ε قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'মেয়েদের চারটি গুণের প্রতি বিবেচনা করে বিয়ে করা হয়, (১) তার সম্পদের প্রতি, (২) তার বংশ মর্যাদার প্রতি, (৩) তার রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতি এবং তার দ্বীনদারীর প্রতি বিবেচনা করা হয়। কিন্তু তোমরা দ্বীনদার মেয়েকেই প্রাধান্য দাও। তোমার হাত ধূলায় ধূসরিত হোক' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮২)*।

অত্র হাদীছে বিয়ে করার ব্যাপারে পুরুষদের বিবেচনা করার বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে রাসূল ε শুধুমাত্র দ্বীনদারীর প্রতি বিবেচনা করতে বলেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ε قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ-

'আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'পৃথিবীর সবকিছুই ভোগ ও ব্যবহারের সামগ্রী। আর সবচেয়ে উত্তম ও উৎকৃষ্ট সামগ্রী হচ্ছে দ্বীনদার সচ্চরিত্রা স্ত্রী' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩, 'নিকাহ' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছে দ্বীনদার স্ত্রীকে পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম বস্তু বলা হয়েছে। কারণ দ্বীনদার স্ত্রী স্বামীকে পাপের কাজ থেকে বিরত রাখে এবং দুনিয়া ও দ্বীনের কাজে তাকে পূর্ণ সাহায্য করে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ε أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল ε কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, নারীদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কে? রাসূল ε বললেন, 'এমন স্ত্রী স্বামী যার দিকে তাকালে সে স্বামীকে আনন্দ দিতে পারে, স্বামীর আদেশ যথাযথভাবে পালন করে এবং নিজের ব্যাপারে ও স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছুই করে না' *(নাসাঈ, বায়হাকী, মিশকাত হা/৩২৭২, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ আলবানী)*।

অত্র হাদীছে তিনটি গুণ সম্পন্না স্ত্রীকে সবচেয়ে উত্তম বলা হয়েছে। (১) যারা কথা, কর্ম ও আচরণে স্বামীকে খুশী রাখতে পারে, (২) স্বামীর বৈধ আদেশ যথাযথভাবে পালন করে, (৩) নিজের ইচ্ছাকে স্বামীর ইচ্ছার সাথে একাকার করে দেয়, স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করে না এবং স্বামীর সম্পদ স্বেচ্ছায় ব্যয় করে না। এসব গুণের অধিকারিণী নারীরাই সবচেয়ে উত্তম। বিয়ের জন্য এসব গুণের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত।

عَنْ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ فَقَالَ لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ-

ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কোন সম্পদটি জমা করে রাখব? রাসূল ε বললেন, 'তোমাদের জন্য জমা করে রাখা আবশ্যক। (১) শুকরিয়া আদায়কারী অন্তর, (২) আল্লাহ্কে আহ্বানকারী জিহ্বা, (৩) আর এমন দ্বীনদার স্ত্রী যে তোমাদেরকে পরকালের কর্মের প্রতি সাহায্য করতে পারে' *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৬, হাদীছ ছহীহ, তাহকীক আলবানী)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জন্য তিনটি জিনিস অর্জন করা আবশ্যক। (১) মানুষের অন্তর এমন হওয়া উচিত যা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে। (২) মানুষের মুখ এমন হওয়া আবশ্যক যা আল্লাহ্র যিক্র করতে পারে। (৩) এমন মেয়েকে বিবাহ করা যরূরী, যে স্বামীকে পরকালের কর্মের প্রতি সহযোগিতা করতে পারে।

যে সব মেয়েদেরকে বিয়ে করা হারাম

যে সব মেয়েদেরকে বিবাহ করা হারাম তাদের বিবরণ কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

'তোমাদের প্রতি বিবাহ করা হারাম করে দেয়া হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, তোমাদের ভাইয়ের মেয়ে এবং তোমাদের বোনের মেয়ে। তোমাদের দুধ মা, তাদের এবং তোমাদের দুধ বোনদেরকে তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে। তোমাদের আপন ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীকেও তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে। তোমাদের স্ত্রীদের মাতাদেরকেও তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে। তোমাদের স্ত্রীদের, যাদের সাথে তোমাদের যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তাদের গর্ভজাত মেয়েদেরকে তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে। তবে বিয়ে করা স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত না হয়ে থাকলে তার কন্যাকে বিয়ে করায় কোন দোষ নেই এবং দু'জন সহোদর বোনকে একত্রে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে' *(নিসা ২৩)*।

আল্লাহ তা'আলা উপরের আয়াতে বলেন, 'তোমাদের পিতারা যাকে যাকে বিয়ে করেছে, তাকে তোমরা বিয়ে কর না' *(নিসা ২২)*।

সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়, (১) বংশের কারণে সাত শ্রেণীর মহিলাকে বিবাহ করা হারাম। তারা হচ্ছে মাতা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে এবং বোনের মেয়ে। (২) বৈবাহিক ও দুধপানের হারাম মহিলাগণ হচ্ছে, দুধ মাতা, দুধ বোন, স্ত্রীর মাতা, স্ত্রীর বোন, স্ত্রীর ফুফু, স্ত্রীর খালা, স্ত্রীর বোনের মেয়ে, স্ত্রীর ভাইয়ের মেয়ে, স্ত্রীর পূর্বপক্ষের মেয়ে, স্ত্রীর দুধ বোন, পিতা ও দাদার স্ত্রী এবং তাদের ফুফু ও ভাইয়ের মেয়ে ও বোনের মেয়েকে বিবাহ করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা পরের আয়াতে বলেন, 'স্বামীওয়ালী সুরক্ষিতা মহিলাদের বিয়ে করা হারাম' *(নিসা ২৪)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এসব মহিলা ব্যতীত অন্যান্য মহিলাদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে' *(নিসা ২৩)*। রক্তশূন্যতার কারণে কেউ কাউকে রক্ত প্রদান করলে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হবে না। কারণ বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হওয়ার মাত্র দু'টি কারণ– (১) বংশ সম্পর্ক ও (২) দুগ্ধ সম্পর্ক। আল্লাহ তা'আলা এই দু'ধরনের নারী উল্লেখ করার পর বলেন, 'এসব নারী ব্যতীত অন্যান্য নারী তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে' *(নিসা ২৪)*।

কাফির ও আহলে কিতাব মেয়ে

কাফির, মুশরিক ও আহলে কিতাব মেয়েরা যেমন মুসলমানদের জন্য জায়েয নয়, তেমনি এসব পুরুষের নিকট মুসলিম মেয়ে বিয়ে দেয়া জায়েয নয়। কারণ তারা মুশরিক। ইয়াহুদীরা বলে উযায়ের আল্লাহ্র পুত্র আর খৃষ্টানরা বলে ঈসা আল্লাহ্র পুত্র। অতএব স্পষ্টভাবে দ্বীনের পার্থক্য থাকার কারণে বিয়ে জায়েয নয়। তবে সতী-সাধ্বী আহলে কিতাব মেয়েকে বিবাহ করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা কাফির মেয়েকে বিয়ের বন্ধনে বেঁধে রেখ না' *(মুমতাহানা ১০)*।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুশরিক নারীকে বিবাহ করা হালাল নয়। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের পূর্বের আয়াতে বলেন,

{لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}

'মুসলিম মেয়েরা কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং মুসলিম পুরুষরাও কাফির মেয়েদের জন্যে হালাল নয়' *(মুমতাহানা ৯)*।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উভয় বিয়েকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। যেহেতু আহলে কিতাব ওযায়ের (আঃ) এবং ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্র সন্তান বলে দাবী করে এবং তাঁদেরকে প্রতিপালক মনে করে। কাজেই এরাই সবচেয়ে বড় মুশরিক, যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের কোন প্রশ্নই আসে না। তবে আহলে কিতাবদের কোন মেয়ে যদি মু'মিনা সতী-সাধ্বী হয়, তাহ'লে তাকে বিবাহ করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}

'আহলে কিতাবদের সতী-সাধ্বী নারীদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে' *(মায়িদাহ ৫)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}

'আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে কর না, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে' *(বাক্বারাহ ২২১)*।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আহলে কিতাবদের শুধুমাত্র ঈমানদার সতী-সাধবী নারীকে বিয়ে করা যায়।

বিয়ের প্রস্তাব

বর-কনে যে কোন পক্ষ থেকেই প্রস্তাব পেশ করা যায়। এতে কোন লজ্জা-শরম বা মান-অপমানের কারণ নেই। এমনকি ছেলে কিংবা মেয়ের পক্ষ স্বীয় মনোনীত বর বা কনের নিকট সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে। ইসলামী শরী'আতে এ ব্যাপারে কোন বাধা-নিষেধ নেই। সচ্চরিত্র পুরুষের নিকট নারী সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব পেশ করতে পারে।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ع تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ

আনাস (রাঃ) বলেন, একজন নারী রাসূল ε -এর নিকট এসে নিজেকে তাঁর সামনে পেশ করে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি আমাকে বিয়ে করার প্রয়োজন মনে করেন? *(বুখারী ২/৭৬৭ পৃষ্ঠা)*।

সাহ্ল (রাঃ) বলেন, একজন মহিলা রাসূল ε -এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য নিজেকে তাঁর সামনে পেশ করল। রাসূল ε তার দিকে লক্ষ্য করলেন এবং দৃষ্টি তার উপর উঠিয়ে তার শরীরের উপর চিন্তার দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন, অতঃপর

দৃষ্টি নিচু করে নিলেন। মেয়েটি ভাবল, তিনি তার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দিবেন না, তাই মেয়েটি বসে পড়ল। ছাহাবীগণের মধ্য হ'তে একজন ছাহাবী দাঁড়ালেন এবং বললেন, আপনি তাকে বিবাহ করার প্রয়োজন মনে না করলে আমার সাথে তার বিবাহ দিয়ে দেন। রাসূল ﷺ লোকটিকে বললেন, তোমার কাছে পয়সা-কড়ি কিছু আছে? লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! আমার কাছে কিছুই নেই। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি তোমার পরিবারের নিকট যাও এবং অন্বেষণ কর কিছু পাও কি না? লোকটি গেল, অতঃপর ফিরে এসে বলল, আল্লাহ্র কসম! কিছুই পেলাম না। রাসূল ﷺ বললেন, যাও একটি লোহার আংটি হ'লেও খুঁজে নিয়ে আস। লোকটি গেল এবং ফিরে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র কসম, একটি লোহার আংটিও পেলাম না। তবে আমার একটি লুঙ্গী আছে আমি তাকে অর্ধেক দিব। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি অর্ধেক লুঙ্গী দিয়ে কি করবে? তুমি পরলে তার হবে না, আর সে পরলে তোমার হবে না। শেষ পর্যন্ত লোকটি বসে পড়ল। দীর্ঘ সময় বসে থেকে চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। রাসূল ﷺ তাকে চলে যেতে দেখে ডেকে পাঠালেন। লোকটি তাঁর নিকট আসলে তাকে বললেন, তুমি কুরআনের কিছু জান? সে বলল, আমি ওমুক ওমুক সূরা জানি। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি যাও কুরআনের বিনিময়ে তোমার সাথে তার বিবাহ দিয়ে দিলাম, তুমি তাকে কুরআন শিখিয়ে দাও' *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৯৭৩)*।

অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলা নিজে সচ্চরিত্রবান পুরুষের নিকট প্রস্তাব পেশ করতে পারে। ওমর (রাঃ)-এর কন্যা হাফছা (রাঃ) বিধবা হ'লে তাঁর পুনর্বিবাহের জন্য তিনি ওছমান (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং হাফছাকে বিয়ে করার জন্য তাঁর নিকট সরাসরি প্রস্তাব পেশ করেন। তখন ওছমান (রাঃ) বললেন, এ সম্পর্কে আমার মতামত অচিরেই জানাব। কয়েকদিন পর তিনি বললেন, আমি বর্তমানে বিয়ে করা সম্পর্কে চিন্তা করছি না। ওমর (রাঃ) আবুবক্র (রাঃ)-এর নিকট এ প্রস্তাব পেশ করলেন কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে মতামত জানানো থেকে বিরত থাকলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর নবী ﷺ নিজেই বিয়ের জন্য ওমর (রাঃ)-এর নিকট প্রস্তাব পেশ করলেন *(বুখারী ২/৭৬৮ পৃষ্ঠা)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কনের পিতা পছন্দ মত ছেলের নিকট বিয়ের প্রস্তাব পেশ করতে পারে। এতে কোন দোষ নেই। আর ছেলেপক্ষ কিংবা ছেলে নিজেও বিয়ের প্রস্তাব প্রথমত কন্যাপক্ষের নিকট পেশ করতে পারে। এ ব্যাপারে শরী'আতে কোন আপত্তি নেই কিংবা কারো পক্ষেই লজ্জা-শরমেরও কোন কারণ নেই।

বিয়ের এক প্রস্তাবের উপর নতুন প্রস্তাব দেয়া যাবে না

কোন মেয়ে বা ছেলে সম্পর্কে যদি জানা যায় যে, কোথাও তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে বা কেউ বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেছে, তা'হলে সে প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় কোন প্রস্তাবই এক্ষেত্রে উত্থাপন করা যাবে না। কেননা এতে করে সমাজে অবাঞ্ছনীয় প্রতিযোগিতার মনোভাব এবং পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার ভাব সহজেই জেগে উঠতে পারে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'কেউ যেন তার ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়' *(বুখারী বঙ্গানুবাদ হা/২১৪০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা/২০০৭, আধুনিক প্রকাশনী হা/১৯৯২)*

অন্য বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেন,

لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ

'তোমাদের কেউ যেন অপর ভাইয়ের দেয়া প্রস্তাবের উপর নতুন প্রস্তাব পেশ না করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করে কিংবা অনুমতি প্রদান না করে' *(বুখারী, মুসলিম)*।

অন্য বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেন,

لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ

'কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর নতুন প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ না সে বিয়ে করে অথবা প্রত্যাখ্যান করে' *(বুখারী)*।

অন্য বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেন,

وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

'কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর নতুন প্রস্তাব না করে, তবে সে তাকে অনুমতি দিলে প্রস্তাব পেশ করতে পারে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫০)*।

উল্লেখিত বিবরণ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, এক প্রস্তাবের পর অপর নতুন প্রস্তাব পেশ করা নাজায়েয, হারাম। তবে নতুন প্রস্তাবকারী বিয়ে করলে বিয়ে হারাম

হবে না। প্রথম প্রস্তাব পেশকারী ফাসিক এবং দ্বিতীয় প্রস্তাব পেশকারী সৎ ও নেককার হ'লে প্রস্তাব পেশ করা জায়েয।

বিয়ের পূর্বে কনে দেখা

দাম্পত্য জীবনে মিলমিশ, প্রেম-ভালবাসা ও সতীত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধির জন্য বিয়ের পূর্বে কনেকে দেখে নেয়া উচিত। সভ্যতা ও শালীনতা সহকারে বিয়ের পূর্বে কনেকে দেখে নিলে স্ত্রী সম্পর্কে মনের খুঁত খুঁতে ভাব ও সন্দেহ দূর হয়ে যাবে, থাকবে না কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ। শুধু তাই নয়, এর ফলে স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ জাগবে এবং সেই স্ত্রীকে পেয়ে সে সুখী হ'তে পারবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নারীদের মধ্য হ'তে তোমরা তোমাদের পসন্দ মত বিয়ে কর' *(নিসা ৩)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিয়ের পূর্বে মেয়ে দেখার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কারণ দেখা ছাড়া পসন্দের কথা বিবেচনা করা যায় না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ع فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একজন লোক নবী ع -এর নিকট এসে বলল, সে আনছারীদের একটি মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছা করেছে। রাসূল ع বললেন, 'তাকে প্রথমে দেখে নাও। কেননা আনছারীদের কোন কোন লোকের চোখে দোষ থাকে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৯৮, বাংলা মিশকাত হা/২৯৬৪, 'বিয়ে' অধ্যায়, 'পাত্রী দেখা' অনুচ্ছেদ)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিয়ের পূর্বে পাত্রী দেখে নেয়া ভাল। আরো প্রতীয়মান হয় যে, পাত্রের মঙ্গলের খাতিরে পাত্রীর কোন দোষ বলা যায়।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ع إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল ع বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোন নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তখন যদি তার পক্ষে তার এমন কোন অঙ্গ দেখা সম্ভবপর হয় যা তাকে বিয়ের দিকে ডাকে, তখন সে যেন তা দেখে' *(আবু দাউদ, মিশকাত হা/৩১০৬, বাংলা মিশকাত হা/২৯৭২)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিয়ের আগে মেয়ে দেখা উচিত। বিয়ের পূর্বে মেয়ে দেখলে ছেলে বিয়ের প্রতি আগ্রহী হয়।

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ع أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا قُلْتُ لاَ قَالَ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) বলেন, আমি একটি মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিলাম। রাসূল ع আমাকে বললেন, 'তুমি কি তাকে দেখেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাকে দেখে নাও। কারণ এই দর্শন তোমাদের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা সঞ্চার করবে। *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৩১০৭, বাংলা মিশকাত হা/২৯৭৩)*

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিয়ের পূর্বে মেয়ে দেখলে উভয়ের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য যে, এ পর্যায়ের হাদীছসমূহ শুধু দেখার অনুমতি অকাট্য ও স্পষ্টভাবে দেয় বটে, কিন্তু তার কোন পরিমাণ, মাত্রা বা সীমা নির্দেশ করে না। তবে কনে সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা এবং বিয়ে করা না করা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় যতখানি এবং যেভাবে দেখলে, ততখানি এবং সেভাবে দেখা অবশ্যই জায়েয হবে। আর এর পরিমাণ হ'তে পারে, মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয় ও পায়ের পাতা, এর চেয়ে বেশী নয়। কারণ মুখমণ্ডল দেখলেই মেয়ের রূপ সৌন্দর্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ সম্ভব। আর হস্তদ্বয় দেখলেই শরীরের গঠন আকৃতি বুঝা সম্ভব এবং পায়ের পাতা চলার গতি বুঝিয়ে দেয়।

পরে প্রকাশিত দোষের কারণে বিয়ে প্রত্যাহার করা যায়

যথারীতি বিয়ের পর স্বামী যদি নিশ্চিতরূপে জানতে পারে কিংবা প্রত্যক্ষ করতে পারে যে, স্ত্রীর শারীরিক বা স্বাস্থ্যগত এমন দোষ রয়েছে সে কিছুতেই স্ত্রীকে খুশী মনে গ্রহণ করতে পারে না, এ অবস্থায় স্বামী তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। শরী'আতে তাকে এ অধিকার দেয়া হয়েছে। যায়দ ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ع تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً مِنْ بَنِيْ غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ اَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بِيَاضًا فَأَنْجَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ خُذِيْ عَلَيْكِ ثِيَابَكِ وَلَمْ يَأْخُذْ بِمَا أَتَاهَا شَيْئًا

রাসূল ε বনী গিফার বংশের একটি মেয়েকে বিয়ে করেন এবং শয্যা গ্রহণের সময় তার নিকট গিয়ে কাপড় উত্তোলন করে শয্যার উপর বসলেন, তখন তিনি স্ত্রী লোকটির পাঁজরে শ্বেতরোগ দেখতে পেলেন। তিনি তখনই শয্যা থেকে উঠে গেলেন এবং বললেন, তোমার কাপড় সামলাও। অতঃপর তিনি তার থেকে নিজের দেয়া কোন কিছুই গ্রহণ করলেন না' *(আহমাদ)*।

এ হাদীছের ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, শ্বেত, কুষ্ঠ, পাগল ও মতিছিন্ন হওয়া এমন সব প্রচ্ছন্ন রোগ, যা স্বামী-স্ত্রী কারোর পক্ষেই তার নিকট আসার পূর্বে জানা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। কাজেই বিয়ের পর এসব রোগ প্রকাশ হ'লে উভয়ের বিয়ে প্রত্যাহারের অধিকার রয়েছে।

নেককার স্ত্রী নির্বাচন করা উচিত

স্ত্রী নির্বাচনের সময় তার দ্বীনদারী ও পরহেযগারীতাকেই প্রাধান্য দেয়া উচিত। মেয়ের দ্বীনদারী গুণটিই ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। দ্বীনদারী ও চরিত্রবতী মেয়ে পাওয়া গেলে তাকেই বিয়ে করা উচিত। তাকে বাদ দিয়ে অপর কোন গুণ সম্পন্না মেয়েকে বিয়ে করতে আগ্রহী হওয়া উচিত নয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ع قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী ε বলেছেন, 'নারীকে চারটি কারণে বিয়ে করা হয়। তার অর্থ, তার বংশ মর্যাদা, তার সৌন্দর্য এবং দ্বীনদারীর কারণে। রাসূল ε বললেন, তুমি দ্বীনদার মেয়েকে অগ্রাধিকার দাও। তোমার হাত ধূলিমলিন হোক' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮২, বাংলা মিশকাত হা/২৯৪৬)*।

অত্র হাদীছে রাসূল ε বিয়ে করার ব্যাপারে চারটি বিষয়ে পুরুষদেরকে চিন্তা করার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে রাসূল ε পুরুষকে তিনটি বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে শুধুমাত্র দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দিতে বলেছেন। যারা বলেন, রাসূল ε মেয়েদের চারটি গুণ দেখতে বলেছেন, তারা ভুল বলেন। হাদীছের সারমর্ম চারটি গুণ নয় বরং একটি গুণ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ع إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'দুনিয়ার সব জিনিসই ভোগ ও ব্যবহারের সামগ্রী। আর ভোগ ও ব্যবহারের সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হচ্ছে সৎ চরিত্রবান স্ত্রী' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩, বাংলা মিশকাত হা/২৯৪৯, 'বিবাহ' অধ্যায়)*। অত্র হাদীছ দ্বারা সচ্চরিত্রবান ও নেক্কার স্ত্রী নির্বাচন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, অর্থশালী ও সুন্দরী মেয়েদেরকে বিবাহ করা যাবে না প্রমাণে হাদীছগুলি যঈফ *(যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৯)*।

ছেলে-মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে পিতা-মাতার দায়িত্ব

ছেলে-মেয়ের সুষ্ঠু লালন-পালনের দায়িত্ব যেমন পিতা-মাতার, তেমনি তাদের প্রয়োজন পূরণ করে তাদের নৈতিক স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্বও পিতা-মাতার। কাজেই বিয়ের বয়স হ'লেই তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এ দায়িত্ব প্রধানত পিতা-মাতার এবং তাদের অবর্তমানে অন্য অভিভাবকের।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ع مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اِسْمَهُ وَاَدَبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيْهِ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, যার কোন সন্তান জন্মলাভ করে সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে এবং তাকে উত্তম আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়। যখন সে বালেগ হয় তখন যেন তার বিবাহ দেয়। যদি সে বালেগ হয় এবং তার বিবাহ না দেয় তহ'লে সে কোন পাপ করলে, সে পাপ তার পিতার উপর বর্তাবে' *(বায়হাকী, মিশকাত হা/৩১৩৮, বাংলা মিশকাত হা/৩০০৩)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ع إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'যখন তোমাদের নিকট কোন বর বা কনের বিয়ের প্রস্তাব আসে, যার দ্বীনদারী ও চরিত্রকে তোমরা পছন্দ কর, তা'হলে তার সাথে বিয়ে সম্পন্ন কর। যদি তা না কর তাহলে যমীনে বড় বিপদ দেখা দেবে এবং সুদূরপ্রসারী বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩০৯০, হাদীছ ছহীহ, বাংলা মিশকাত হা/২৯৫৬, 'বিবাহ' অধ্যায়)*

বিয়ের ব্যাপারে বর বা কনের শুধু দ্বীনদারী ও চরিত্রই প্রধানত ও প্রথম লক্ষণীয় জিনিস। এদিক দিয়ে বর বা কনেকে পছন্দ হ'লে ও যোগ্য বিবেচিত হ'লে অন্য কোন দিকে বেশী দৃষ্টিপাত না করে তার সাথে বিয়ে সম্পন্ন করা উচিত। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এসব দিক দিয়ে যোগ্য বর বা কনে পাওয়া সত্ত্বেও যদি পিতা বা অভিভাবক বিয়ের ব্যবস্থা না করে, তা'হলে তার পরিণাম অত্যন্ত খারাপ ও ভয়াবহ হবে। এসব দিক দিয়ে যোগ্য বর বা কনে পাওয়ার পরেও দুনিয়াদার লোকের মত যদি কোন অভিভাবক ধন-মাল ও সম্মান-সম্ভ্রম সম্পন্ন কোন বর বা কনের সন্ধানে থাকে, তাহ'লে বহু সংখ্যক মেয়ে স্বামীহীনা এবং বহু সংখ্যক পুরুষ স্ত্রীহীন হয়ে থাকতে বাধ্য হবে। আর এরই ফলে যিনা-ব্যভিচারের ব্যাপক বিস্তার ঘটবে এবং সমাজে দেখা দেবে নানারূপ ফিতনা-ফাসাদ ও বিপদ-বিপর্যয়।

বিয়ের বয়স

এ দেশের সামাজিক আইনে দেখা যাচ্ছে যে, ছেলে ও মেয়ের বিয়ের জন্য একটি বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। যার কমে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেয়া যাবে না। কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা এবং নবী ε -এর কর্ম ও তাঁর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর ভিত্তিতে এই সামাজিক আইন অগ্রাহ্য এবং ভিত্তিহীন। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বিয়ে জায়েয নয় বলে আইন জারি করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত হ'তে পারে না।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ع تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী ε যখন তাকে বিয়ে করেন, তখন তার বয়স ছিল সাত বৎসর। আর যখন তাকে বাসর ঘরে পাঠানো হয়, তখন তার বয়স হয়েছিল নয় বৎসর। তখন তার সাথে তার খেলনা ছিল। আর যখন তাকে ছেড়ে নবী ε ইহলোক ত্যাগ করেন তখন তার বয়স ছিল আঠারো বৎসর *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৯, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'ওয়ালীমা' অনুচ্ছেদ; বাংলা মিশকাত হা/২৯৯৫)*।

অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, বিয়ের সময় আয়েশা (রাঃ)-এর বয়স ছিল ছয় বৎসর *(মুসলিম ১/৪৫১ পৃষ্ঠা)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী ε নিজে আয়েশা (রাঃ)-কে ছয় কিংবা নয় বছর বয়সে বিয়ে করেন। কাজেই স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ইসলামে ছেলে-মেয়ের বিয়ের জন্য কোন নিম্নতম বয়স নির্ধারণ করা হয়নি। যে কোন বয়সের ছেলে-মেয়েকে যে কোন সময় অনায়াসেই বিয়ে দেয়া যেতে পারে। অবশ্য ইসলামী শরী'আতে ছোট বয়সে ছেলে-মেয়েকে বিয়ে দিতে আদেশ করা হয়নি কিংবা সে জন্য উৎসাহও দেয়া হয়নি।

বিয়ের মতামত জ্ঞাপনের অধিকার

বিয়ের পূর্বে মেয়েকে দেখে নেয়ার যে ব্যবস্থা ইসলামে করা হয়েছে, এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বিয়ের ব্যাপারে শরী'আতের নির্দিষ্ট সীমার মধ্য থেকে পুরুষের পক্ষে স্ত্রী এবং মেয়ের পক্ষে স্বামীকে মনোনীত করার স্থায়ী অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের সম্বোধন করে বলেন,

{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}

'নারীদের মধ্য হ'তে তোমাদের পছন্দ মত তোমরা বিয়ে কর' *(নিসা ৩)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ বলেন, রূপ-সৌন্দর্য, জ্ঞান-বুদ্ধি ও পারিবারিক ব্যবস্থাপনা ও কল্যাণ ক্ষমতার দিক দিয়ে যে সব মেয়ে তোমাদের জন্য ভাল বিবেচিত, মনমত, প্রেমময়ী, কল্যাণময়ী, সবগুণে গুণান্বিতা হবে তোমরা তাদের বিয়ে কর। মেয়েরও অনুরূপ অধিকার রয়েছে স্বামী বাছাই করার। পিতা-মাতা বয়স্ক ছেলে-মেয়েকে কোথাও বিয়ে করাতে বাধ্য করতে পারে না। বয়স্ক ছেলে-মেয়ের বিয়ে তাদের স্পষ্ট মতামত ছাড়া সম্পন্ন হ'তেই পারে না।

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ع قَالَ لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ɛ বলেছেন, 'তালাকপ্রাপ্তা নারীর অথবা পূর্ণ যুবতী নারীর স্পষ্ট অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেয়া যাবে না। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তার অনুমতি কিভাবে বুঝা যাবে? রাসূল ɛ বললেন, (জিজ্ঞেসের সময়) 'তার চুপ থাকাই অনুমতি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৬, বাংলা মিশকাত হা/২৯৯২, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'ওয়ালী ও নারীর অনুমতি' অনুচ্ছেদ)*।

অন্য বর্ণনায় নবী ɛ বলেন, 'তালাকপ্রাপ্তা নারী তার বিয়ের ব্যাপারে তার ওয়ালী অপেক্ষা অধিক হকদার। যুবতী-কুমারী মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তার মত গ্রহণ করা আবশ্যক। আর তার মতামত প্রকাশ হচ্ছে তার চুপ থাকা'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'যুবতী-কুমারী মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তার পিতাকে তার অনুমতি নিতে হবে। আর তার অনুমতি হচ্ছে তার চুপ থাকা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৭, বাংলা মিশকাত হা/২৯৯৩)*।

তালাকপ্রাপ্তা নারীর বিয়ে তার অনুমতি ছাড়া সম্পন্ন হ'লে বাতিল করার অধিকার আছে

কোন অভিভাবক তালাকপ্রাপ্তা নারীর বিয়ে তার অনুমতি ছাড়া সম্পন্ন করলে, এই নারী তার বিয়ে বাতিল করতে পারে। খেযামের মেয়ে খানসা (রাঃ) বলেন, তালাকপ্রাপ্তা অবস্থায় তার পিতা তার বিয়ে দিয়েছিলেন। এই বিয়েকে সে অপসন্দ করে এবং রাসূল ɛ-এর নিকট অভিযোগ করে। রাসূল ɛ সে বিয়েকে ভেঙ্গে দেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৩১২৮, বাংলা মিশকাত হা/২৯৯৪)*।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মেয়েটি রাসূল ɛ-এর নিকট এসে অভিযোগ করলে রাসূল ɛ তার পিতার সম্পন্ন করা বিয়ে ভেঙ্গে দেন। পরে মেয়েটি আবু লুবাবা ইবনু মুনযিরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, হা/১৮৭৩)*।

পিতা নাবালিগা মেয়ের বিয়ে অনুমতি ছাড়াই দিতে পারে

পিতা বা অভিভাবক দ্বীনদার, পরহেযগার, ধর্মভীরু, উপযুক্ত বর পেলে অনুমতি ছাড়াই কম বয়সী মেয়ের বিয়ে দিতে পারে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী ɛ যখন তাকে বিয়ে করেন তখন তার বয়স ছিল ৭ বছর *(মুসলিম, মিশকাত বাংলা হা/২৯৯৫)*। অন্য বর্ণনায়, আছে ৬ বছর *(বুখারী, ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৬)*।

বিয়ের অনুষ্ঠান প্রচার করা উচিত

বিয়ে একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। একজন নারী ও একজন পুরুষ যারা সমাজেরই লোক বিবাহিত হয়ে পরস্পর মিলে দাম্পত্য জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, কাজেই তাদের সুষ্ঠু জীবন যাপনের জন্য সমাজের অনুমোদন একান্তই অপরিহার্য। এজন্য কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষের গোপন মিলনকে স্পষ্টভাবে নাকচ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের বলেন, 'বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্ত্রী গ্রহণ করবে যিনাকারী হিসাবে নয়' *(নিসা ২৪)*। আল্লাহ তা'আলা নারীদের বলেন, 'বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পুরুষদের সাথে মিলিত হবে, অতীব সংগোপনে বন্ধুত্বকারিণী হয়ে নয়' *(নিসা ২৫)*।

অত্র আয়াতদু'টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিয়ে গোপনীয় জিনিস নয়, বরং যিনা গোপনীয় জিনিস। বিয়ের ব্যাপারটা সমাজের লোককে জানাতে হবে, তার প্রতি তাদের সমর্থনও থাকতে হবে। এজন্য বিয়ে গোপনে অনুষ্ঠিত হ'লে চলবে না, বরং তা হ'তে হবে প্রকাশ্যে সকলকে জানিয়ে সমাজের সমর্থন নিয়ে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ع إِعْلِنُوْا هَذَا النِّكَاحَ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল ɛ বলেছেন, 'তোমরা এই বিয়ের অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচার কর' *(ইবনু হিব্বান, ত্বাবারানী, ইরওয়া হা/১৯৯৩; হাদীছ ছহীহ)*।

قَالَ رَسُولُ اللهِ ع فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

'বিবাহে হালাল ও হারামের পার্থক্য হচ্ছে যে, বিয়ে অনুষ্ঠানের শব্দ, দফ বাজানো এবং ধ্বনি প্রকাশ করা' *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৫৩, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'বিয়ে প্রচার' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ)*।

বিয়ের সময় বর-কনেকে সাজানো

বিয়ের সময় বর ও কনেকে নতুন চাকচিক্যময় পোশাক-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত করা এবং বর কনের গায়ে হলুদ মাখা ইসলামী শরী'আতে সম্পূর্ণরূপে জায়েয।

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ع رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী ع আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রাঃ)-এর গায়ে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখলেন এবং বললেন, এ কেমন রং? তিনি বললেন, আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করেছি *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২১০)*।

এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিয়ের সময় বর ও কনে উভয়কেই সাজানো এবং তাদের গায়ে হলুদ লাগান রাসূল ও ছাহাবীদের সমাজেও প্রচলিত ছিল। হলুদ, জাফরান ইত্যাদি যে কোন জিনিস দিয়েই বর-কনের শরীর রঙিন করা যেতে পারে।

মোহর আদায় করা যরূরী

বিয়েতে মোহরানা ধার্য করা এবং তা যথারীতি আদায় করার জন্য ইসলামে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান করা ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}

'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নিকট যে যৌন স্বাদ গ্রহণ কর, তার বিনিময়ে তাদের মোহরানা ফরয মনে করে আদায় কর' *(নিসা ২৪)*।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর নিকট থেকে যৌন স্বাদ গ্রহণ করার একমাত্র বিনিময় হচ্ছে মোহর। আরো প্রমাণিত হয় যে, মোহর আদায় করা ফরয। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

"অতঃপর নারীদের অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে তাদের বিয়ে কর এবং তাদের মোহর যথাযথভাবে আদায় করে দাও' *(নিসা ২৫)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে বিয়ে করতে বলেন এবং পুরোপুরি মোহর আদায় করতে বলেন। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم}

'মাহরাম মহিলা ছাড়া অন্য সকল মহিলাকে তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। এজন্য যে, তোমরা তাদের গ্রহণ করবে তোমাদের সম্পদের বিনিময়ে' *(নিসা ২৪)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُن}

'মুসলমান ও আহ্লে কিতাবের সতী ও পবিত্রতা মহিলারা তোমাদের জন্য হালাল, যখন তোমরা তাদের মোহরানা আদায় করে বিয়ে করবে' *(মায়িদাহ ৫)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُن}

'তোমরা যদি সেই মহিলাদের মোহরানা দিয়ে বিয়ে কর, তবে তোমাদের কোন গুনাহ নেই' *(মুমতাহানা ১০)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}

'স্ত্রীদের প্রাপ্য মোহরানা তাদের আদায় করে দাও, খুশী হয়ে ও তাদের অধিকার মনে করে' *(নিসা ৪)*।

অত্র আয়াত সমূহ প্রমাণ করে যে, মোহরানা ফরয যা আদায় করা অপরিহার্য।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ع إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল ع বলেছেন, 'অবশ্য পূরণীয় শর্ত হচ্ছে, যার বিনিময়ে তোমরা স্ত্রীর যৌনাঙ্গ নিজের জন্য হালাল মনে কর' *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৯৮৯, বিয়ে অধ্যায়)*।

অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'কিছু না কিছু দিতেই হবে এমনকি লোহার আংটি হ'লেও' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২০২, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'মোহর' অনুচ্ছেদ)*।

বিয়ের জন্য নারীর পিতা বা তার অবর্তমানে তার অভিভাবক যরূরী

বিয়ে বৈধ হওয়ার জন্য নারীর পিতা বা তার অভিভাবক আবশ্যক। অভিভাবক বিহীন বিয়ে হ'লে সে বিয়ে বাতিল হবে এবং তাদের মিলন অবৈধ হবে।

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ع لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, নবী ع বলেছেন, 'ওয়ালী ছাড়া বিয়ে হয় না' *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩১৩০, হাদীছ ছহীহ, বাংলা মিশকাত হা/২৯৯৬)*।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ع قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল ع বলেছেন, 'যদি কোন নারী তার ওয়ালীর অনুমতি ছাড়া বিয়ে করে, তবে তার বিয়ে বাতিল, বাতিল, বাতিল। এরূপ অবৈধ পন্থায় বিবাহিত নারীর সাথে স্বামী সহবাস করলে তাকে মোহর দিতে হবে। কারণ স্বামী মোহরের বিনিময়ে তার লজ্জাস্থানকে ব্যবহার করছে। যদি ওয়ালীগণ বিবাদ করেন, তবে যার ওয়ালী নেই তার ওয়ালী দেশের শাসক' *(আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান, হাকিম, মিশকাত হা/৩১৩১, বাংলা মিশকাত হা/২৯৯৭)*।

অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ওয়ালীবিহীন বিয়ে হ'লে বিয়ে বাতিল হবে। যদি ওয়ালীবিহীন কোন বিয়ে সম্পন্ন হয়, তাহ'লে তা বাতিল হবে এবং স্বামী তার সাথে সহবাস করলে তাকে মোহর প্রদান করতে হবে। পিতা বা অভিভাবক ছাড়া যে সব বিবাহ কোর্টে বা কাযী অফিসে হচ্ছে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। পুনরায় পিতা বা অভিভাবকের উপস্থিতিতে বিবাহ না পড়ানো পর্যন্ত তাদের সম্পর্ক অবৈধ থাকবে।

কোন নারী নিজে বিয়ে করতে পারে না এবং কোন নারী ওয়ালী হ'তে পারে না।

কোন নারী ওয়ালীবিহীন নিজে বিয়ে করলে তার বিয়ে বাতিল হবে এবং কোন নারী অন্য নারীর ওয়ালী হয়ে বিয়ে দিলে সে বিয়েও বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ নারী ওয়ালী হ'তে পারে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ع لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ع বলেছেন, 'কোন নারী কোন নারীর বিয়ে দিতে পারে না এবং কোন নারী নিজে বিয়ে করতে পারে না' *(ইবুন মাজাহ, বাংলা মিশকাত হা/৩০০২, হাদীছ ছহীহ, ইরওয়া হা/১৮৪১)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নারী নিজে বিয়ে করতেও পারে না, কারো বিয়ে দিতেও পারে না। বর্তমান সমাজে দেখা যায় অনেক মেয়ে বের হয়ে কাযীর নিকট গিয়ে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পিতা বা অভিভাবকের অবর্তমানে এ বিয়ে বাতিল হবে। পিতার বর্তমানে কোন নারী কিংবা খালা-খালু, মামা-মামী, নানা-নানী বিয়ে দিলে সে বিয়ে বাতিল হবে। এ বিষয়ে অভিভাবকদের সতর্ক ও সাবধান থাকা উচিত।

বিয়ের জন্য দু'জন সাক্ষী যরূরী

বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার সময় দু'জন সাক্ষী থাকা যরূরী। তারা মোহরের পরিমাণ এবং বরের স্বীকারোক্তি নিজ নিজ কানে শুনবে। অবশ্য দু'জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত না থাকলে একজন পুরুষ এবং দু'জন নারী হ'লেও চলবে *(বাকারাহ ২৮২)*।

عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ نَكَاحَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, সাক্ষী ছাড়া বিয়ে হয় *না (তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১৩২, বাংলা মিশকাত হা/২৯৯৮, যঈফ তিরমিযী ১২৭ পৃষ্ঠা)*। ছাহাবী এবং তাবিঈগণ বলতেন, সাক্ষীর উপস্থিতি ছাড়া বিয়ে হয় না *(যঈফ তিরমিযী ১২৭ পৃষ্ঠা)*। কুফার বিদ্বানগণ বলেন, দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতি ছাড়া বিয়ে সম্পন্ন করা জায়েয নয় *(যঈফ তিরমিযী ১২৮ পৃষ্ঠা)*।

عَـنْ عمـر ان الحـصين قَـالَ قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ε لاَ نِكَـاحَ إِلاَّ بِـوَلِـيٍ وَشَاهِدَيْنِ

এমরান ইবনু হুসায়েন (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'ওয়ালী এবং দু'জন সাক্ষী ছাড়া বিয়ে হয় না' *(আহমাদ, বুলূগুল মারাম- হা/৯৭৬, বিয়ে অধ্যায়)*।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেন, 'একজন ওয়ালী এবং দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ছাড়া বিয়ে হয় না' *(দারাকুতনী, ফিকহুস সুন্নাহ ১৪২ পৃষ্ঠা)*।

বিয়ে পড়ানোর পদ্ধতি

বিয়ে পড়ানোর কোন নির্ধারিত নিয়ম হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী ε খুৎবা পড়ার পর বিয়ে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় কিছু কথা বলতেন *(ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩১৪৯, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'বিয়ের খুৎবা, প্রচার ও শর্ত' অনুচ্ছেদ)*। কাজেই খুৎবা পড়ার পর মেয়ের পিতা বা অভিভাবক বা তাদের উপস্থিতিতে অন্য কেউ বরের সামনে দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বলবেন, আমার মেয়ে ওমুক এত নগদ এত বাকী মোহরের বিনিময়ে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে রাযী তুমি তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ কর। তখন সে মেয়ের ওয়ালী ও দু'জন সাক্ষীকে শুনিয়ে বলবে, আমি গ্রহণ করলাম। এরূপ তিনবার হওয়া ভাল। কারণ রাসূল ε গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনবার বলতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৩০৮, 'ইল্ম' অধ্যায়)*। উল্লেখ্য যে, কনের কাছে গিয়ে বিবাহ পড়াতে হবে না। আমাদের দেশের এ প্রথা মানুষ রচিত।

বিয়ের খুৎবা নিম্নরূপ ঃ

إِنَّ الْحَمْـدَ لِلَّـهِ نَحْمَـدُهُ وَنَـسْتَعِينُهُ وَنَـسْتَغْفِرُهُ وَنَعُـوذُ بِـاللهِ مِـنْ شُـرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِـنْ سَيِّآتِ أَعْمَالِنَـا مَـنْ يَهْدِهِ اللهُ فَـلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَـنْ يُضْلِلْ فَـلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

يَـا أَيُّهَـا النَّـاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَـا زَوْجَهَـا وَبَـثَّ مِنْهُمَـا رِجَـالاً كَثِيـراً وَنِـسَاءً وَاتَّقُـوا اللهَ الَّـذِي تَـسَاءَلُونَ بِـهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بِحَاجَتِهِ]

(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, নাসাঈ, আবুদাউদ, আলে -ইমরান ১০২, নিসা ১, আহযাব ৭০-৭১)।

বাসরঘর ও কনে সাজানো এবং তাদের জন্য দু'আ

নতুন বর ও কনের জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যেখানে কনেকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে সুসজ্জিত করে বরের নিকট পেশ করা হবে। যেসব মহিলারা কনেকে সাজাবে তারা তাদের জন্য কল্যাণ, বরকত ও সৌভাগ্যবান হওয়ার জন্য দু'আ করবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ε وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لاَ أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللهِ ε ضُحًى فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘রাসূল ε যখন আমাকে বিয়ে করেন তখন আমার বয়স ছয় বছর। তারপর আমরা মদীনায় আসলাম এবং বানী হারিছ ইবনু খাযরাজের এখানে অবস্থান করলাম। অতঃপর আমার জ্বর হ’ল এবং মাথার চুল পড়ে চুল ছোট হয়ে কাঁধ বরাবর হয়ে গেল। অতঃপর আমার মা উম্মু রুমানা আমার নিকট আসলেন। এ সময় আমি আমার বান্ধবীদের সাথে দোলনা খেলছিলাম। এমতাবস্থায় আমার মা আমাকে জোর কণ্ঠে ডাকলেন। আমি তার নিকট আসলাম। তবে আমি জানি না তিনি কেন আমাকে ডাকলেন। তিনি আমার হাত ধরে দরজায় বসালেন।দৌঁড়ানোর ফলে তখন আমার মোটা শ্বাস আসছিল। পরে আমার শ্বাস ধিরস্থির হয়। তারপর আমার মা কিছু পানি নিয়ে আমার মুখ ও মাথা হ’তে (খেলাধূলার) চিহ্নগুলি ধুয়ে দিলেন। তারপর তিনি আমাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেলেন। সেখানে আনছারদের কিছু মহিলা ছিল। তারা কল্যাণ, বরকত ও সৌভাগ্যের দু‘আ করলেন। তারা আমাকে সুন্দর করে সাজালেন। তাদের সাজানোর বিষয়টি আমি বুঝতে পারছিলাম না। তবে রাসূল ε-কে সেখানে উপস্থিত হওয়া দেখে বুঝতে পারলাম। তখন সময় ৯টা/সাড়ে ৯টা এরূপ। তারপর আমার মা আমাকে রাসূল ε -এর নিকট সমর্পণ করলেন। তখন আমার বয়স ৯ বছর’ *(বুখারী, ‘মানাকিব’ অধ্যায়, ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৬, ‘বিবাহ’ অধ্যায়, ‘নাবালিগা মেয়ের বিয়ে’অনুচ্ছেদ)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বর কনের জন্য ঘরের ব্যবস্থা করা এবং কনেকে সাজানো সুন্নাত। আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রাঃ) বলেন, ‘আমি রাসূল ε-এর জন্য আয়েশাকে সুসজ্জিত করেছিলাম’ *(আহমাদ, আদাবুয যিফাফ ১৯ পৃষ্ঠা)*।

বাসররাতে স্ত্রীর সাথে সদয়, স্নেহময়, কোমল, ভদ্র ও নম্র হওয়া উত্তম এবং মিষ্টান্নর ব্যবস্থা থাকা উচিত

বাসররাতে স্ত্রীর নিকট যাওয়ার সময় স্বামীকে কোমল হওয়া উচিত। সেখানে শরবত ও কিছু সুস্বাদু খাদ্য রাখা সুন্নাত, যা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই খাবে। যারা ব্যবস্থাপনায় থাকবে তারাও এ খাদ্যে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই ব্যবস্থাপনায় মাহরাম মহিলা ছাড়া অন্য মহিলা থাকতে পারে না।

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ قَالَتْ إِنِّي قَيَّنْتُ عَائِشَةَ لِرَسُولِ اللهِ ε ثُمَّ جِئْتُهُ فَدَعَوْتُهُ لِجَلْوَتِهَا فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهَا فَأُتِيَ بِعُسٍّ لَبَنٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا النَّبِيُّ ε فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَانْتَهَرْتُهَا وَقُلْتُ لَهَا خُذِي مِنْ يَدِ النَّبِيِّ ε قَالَتْ فَأَخَذَتْ فَشَرِبَتْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ε أَعْطِي تِرْبَكِ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بَلْ خُذْهُ فَاشْرَبْ مِنْهُ ثُمَّ نَاوِلْنِيهِ مِنْ يَدِكَ فَأَخَذَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَنِيهِ قَالَتْ فَجَلَسْتُ ثُمَّ وَضَعْتُهُ عَلَى رُكْبَتِي ثُمَّ طَفِقْتُ أُدِيرُهُ وَأَتْبَعُهُ بِشَفَتَيَّ لِأُصِيبَ مِنْهُ مَشْرَبَ النَّبِيِّ ε ثُمَّ قَالَ لِنِسْوَةٍ عِنْدِي نَاوِلِيهِنَّ فَقُلْنَ لاَ نَشْتَهِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ε لاَ تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا

আসমা বিনতে ইয়াযিদ ইবনু সাকান (রাঃ) বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূল ε-এর জন্য সুসজ্জিত করলাম। অতঃপর রাসূল ε-এর নিকট আসলাম এবং আয়েশা (রাঃ)-কে খোলা অবস্থায় দেখার জন্য রাসূল ε-কে ডাকলাম। তিনি আসলেন এবং তার পাশে বসলেন। তারপর দুধের একটি বড় পেয়ালা নিয়ে আসা হ’ল। তিনি পান করলেন এবং আয়েশার দিকে পেয়ালাটি বাড়িয়ে দিলেন। তখন আয়েশা মাথা নিচু করে লজ্জাবোধ করলেন। আসমা (রাঃ) বলেন, আমি আয়েশাকে ধমকালাম এবং বললাম, তুমি রাসূল ε-এর হাত থেকে নাও। আসমা বলেন, আয়েশা নিল এবং পান করল। অতঃপর নবী ε আয়েশাকে বললেন, তোমার বান্ধবীদের দাও। আসমা বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি পেয়ালা নেন এবং পান করেন। তারপর আপনি আপনার হাত হ’তে আমাকে দেন। নবী ε তার হাত হ’তে নিলেন এবং পান করে আমার হাতে পেয়ালাটি দিলেন। আসমা বলেন, আমি বসলাম। আমার রানের উপর রাখলাম এবং মুখে রেখে ঘুরাতে লাগলাম। তারপর আমার ঠোঁট দ্বারা নবী ε-এর পান করার ভিজা স্থানটি খুঁজছিলাম, অতঃপর নবী ε আমার সাথে উপস্থিত মহিলাদের বললেন, তাদেরকে তুমি দাও। তারা বলল, আমরা পান করতে ইচ্ছা করি না। নবী ε বললেন, তারা ক্ষুধা ও মিথ্যা জমা করে না’ *(আহমাদ, ত্বাবরানী আদাবুয যিফাফ ৯২)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামী বাসর রাতে স্ত্রীর সাথে নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করবে। সেখানে খাদ্যের ব্যবস্থা করা ভাল। মা, খালা বা মাহরাম মহিলারা বর-কনেকে সুখ ভোগ করানোর জন্য সহযোগিতা করতে পারে।

স্ত্রীর মাথায় হাত রেখে দু‘আ

স্বামীর জন্য কর্তব্য হচ্ছে বাসর রাতে অথবা প্রথম সাক্ষাতে স্ত্রীর মাথার অগ্রভাগের উপর হাত রেখে আল্লাহ তা‘আলার নাম নিয়ে বরকতের দু‘আ করা। আল্লাহ্র নিকট স্ত্রী হ’তে কল্যাণ কামনা করা। স্ত্রীর জন্মগত ও বৈশিষ্ট্যগত অনিষ্ট হ’তে আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ চাওয়া।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ε قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ

আমর ইবনু শু‘আইব (রাঃ) তার পিতার মধ্যস্থতায় তার দাদা হ’তে বর্ণনা করেন, নবী ε বলেন, ‘যখন তোমাদের কেউ কোন নারীকে বিয়ে করবে অথবা চাকর ক্রয় করবে সে যেন তার মাথার সম্মুখে হাত রেখে বরকতের দু‘আ করে এবং বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার কল্যাণ চাই এবং যে কল্যাণ দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছ তা চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার অনিষ্ট হ’তে আশ্রয় চাই। আর যে অনিষ্ট দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছ সে অনিষ্ট হ’তে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আর যখন উট ক্রয় করবে তখন তার চূড়া ধরে অনুরূপ বলবে’ *(বুখারী, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, হাকিম, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৪৪৬, বাংলা মিশকাত হা/২৩৩৩)*।

বাসররাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এক সঙ্গে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে

বাসররাতে স্ত্রীর মাথায় হাত রেখে দু‘আ পড়ার পর দু’জন এক সাথে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে এবং আল্লাহ্র নিকট কল্যাণ কামনা করবে। কারণ আল্লাহ তা‘আলা ভাল-মন্দের স্রষ্টা। অতঃপর তারা আল্লাহ্র নিকট কল্যাণ চাইবে এবং অনিষ্ট হ’তে আশ্রয় চাইবে।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ مَوْلَى أَبِيْ أُسَيْدٍ قَالَ تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوْكٌ فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ε فِيْهِمْ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَأَبُوْ ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ قَالَ وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةَ قَالَ فَذَهَبَ أَبُوْ ذَرٍّ لِيَتَقَدَّمُ فَقَالُوْا إِلَيْكَ قَالَ أَوْ كَذَالِكَ قَالُوْا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ بِهِمْ وَأَنَا عَبْدِ مَمْلُوْكٍ وَعَلَّمُوْنِيْ قَالُوْ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِ اللهَ مِنْ خَيْرِ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَتُعَوِّذْ بِهِ مِنْ شَرِّهِ ثُمَّ شَأْنَكَ وَشَأْنِ أَهْلِكَ

আবু উসায়দের মাওলা আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি গোলাম অবস্থায় বিয়ে করলাম। তারপর নবী ε-এর ছাহাবীগণের একটি ছোট দলকে দাওয়াত দিলাম যাদের মধ্যে ইবনু মাস‘উদ, আবু যার ও হুযাইফা (রাঃ) ছিলেন। আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, আবু যার (রাঃ) ইমামতের উদ্দেশ্যে সামনে যেতে শুরু করেন। তখন ছাহাবীগণ বলেন, আপনি (মুসাফির) সামনে যাবেন না। আবু যার (রাঃ) বললেন, মাসআলা কি তাই? ছাহাবীগণ বললেন, জি হ্যাঁ। আবু সাঈদ বলেন, আমি তাদের সামনে গেলাম, অথচ আমি একজন গোলাম। তারা আমাকে শিক্ষার জন্য বললেন, যখন তোমার স্ত্রী তোমার কাছে আসবে তখন তুমি দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে। তারপর তোমার নিকট যে (স্ত্রী) এসেছে তার জন্য আল্লাহ্র নিকট কল্যাণ চাইবে এবং তার অনিষ্ট হ’তে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাইবে। তারপর তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপার *(মুছান্নাফ আবী শায়বা, আদাবুয যিফাফ ৯৪ পৃষ্ঠা)*।

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ε قَالَ إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ فَتَقُوْمُ مِنْ خَلْفِهِ فَيُصَلِّيَان رَكْعَتَيْن وَيَقُوْلُ اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْ أَهْلِيْ وَبَارِكْ لأَهْلِيْ فِيَّ اَللَّهُمَّ ارْزُقْهُمْ مِنِّيْ وَارْزُقْنِيْ مِنْهُمْ اَللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ فِيْ خَيْرٍ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ فِيْ خَيْرٍ

আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, ‘যখন স্ত্রী তার স্বামীর নিকট যাবে তখন স্বামী দু’রাক‘আত ছালাতের জন্য দাঁড়াবে এবং স্ত্রী তার পিছনে দাঁড়াবে। অতঃপর দু’জন এক সাথে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে এবং স্বামী বলবে, হে আল্লাহ! আমার কল্যাণের জন্য আমার পরিবারে বরকত দাও এবং আমার পরিবারের কল্যাণের জন্য আমার মাঝে বরকত দাও। হে আল্লাহ! আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে এবং তাদের পক্ষ থেকে আমাকে রিযিক দাও। হে আল্লাহ! তুমি ইচ্ছামত

আমাদের মাঝে কল্যাণ জমা কর এবং তোমার ইচ্ছামত কল্যাণ পৃথক কর' *(ত্বাবারানী, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ৯৬ পৃষ্ঠা)*।

মিলনের সময় দু'আ

সহবাসের সময় দু'আ পড়া যরূরী। কারণ দু'আবিহীন কোন মিলনে সন্তান জন্ম নিলে তার মধ্যে শয়তানের মন্দ প্রতিক্রিয়া থাকবে। আর যদি দু'আর মাধ্যমে মিলন ঘটে এবং সে মিলনে কোন সন্তান জন্ম নেয় তা'হলে শয়তানের কোন মন্দ প্রতিক্রিয়া সন্তানের মধ্যে থাকবে না।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللهِ اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি স্ত্রীর নিকট যাবে তখন বলবে, আমি আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে রক্ষা কর, আর আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে তাকে শয়তান থেকে রক্ষা কর। নবী ε বলেন, আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের মাঝে কোন সন্তান দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাহ'লে শয়তান তাকে কখনো কোন ক্ষতি করতে পারবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৪১৬, 'দু'আ' অধ্যায়, 'বিভিন্ন সময়ে দু'আ' অনুচ্ছেদ)*।

সহবাসের পদ্ধতি

আল্লাহ তা'আলা স্বামীর জন্য স্ত্রীর লজ্জাস্থানকে বৈধ করেছেন এবং পিছনের রাস্তাকে হারাম করেছেন। সামনের দিক দিয়ে হোক, অথবা পিছনের দিক দিয়ে হোক, দাঁড়িয়ে হোক অথবা বসে হোক, অর্থাৎ স্বামী তার ইচ্ছামত স্ত্রীর লজ্জাস্থানকে ব্যবহার করবে। আল্লাহ তা'আলা স্বামীকে এব্যাপারে পূর্ণ অধিকার দিয়ে বলেন,

{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم}

'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা তোমাদের ইচ্ছামত তাদেরকে ব্যবহার কর' *(বাকারাহ ২২৩)*। অত্র আয়াতে কোন নিয়ম বলা হয়নি। বরং মানুষের ইচ্ছাই হচ্ছে নিয়ম।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ε مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً إِذَا كَانَ فِيْ الفَرْجِ

জাবির (রাঃ) বলেন, ইহুদীরা বলত, যদি স্বামী' স্ত্রীর পিছন দিক দিয়ে তার সম্মুখভাগে সহবাস করে তাহ'লে সন্তান টেরা চক্ষু বিশিষ্ট হবে। এর প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন, 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা তাদেরকে তোমাদের ইচ্ছামত ব্যবহার কর'। রাসূল ε বলেন, 'সম্মুখ ও পিছন উভয় দিক দিয়ে সহবাস করা যাবে যদি তা যৌনাঙ্গ হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৩, বাংলা মিশকাত হা/৩০৪৫, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'সহবাস' অনুচ্ছেদ)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُوْحِى إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল ε -এর নিকট অহী অবতীর্ণ হ'ল যে, 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা তাদেরকে তোমাদের ইচ্ছামত ব্যবহার কর'। সামনের দিক হ'তে সহবাস কর কিংবা পিছনের দিক হ'তে সহবাস কর। তবে গুহ্যদ্বার ব্যবহার করা হ'তে এবং ঋতু অবস্থায় ব্যবহার করা হ'তে সাবধান থাকবে' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৯১, বাংলা মিশকাত হা/৩০৫৩, হাদীছ ছহীহ)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আনছারী মূর্তিপূজকদের গোত্রটি ইহুদী আহ্লে কিতাবদের গোত্রের সাথে বসবাস করত। আনছারগণ জ্ঞানের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই ইহুদীদের অনুসরণ করত। আর ইহুদীদের একটি অভ্যাস ছিল, তারা তাদের স্ত্রীদের শুধুমাত্র একদিক দিয়ে সহবাস করত। এতে স্ত্রীরা সবচেয়ে বেশী আবৃত হ'ত। ফলে আনছারদের এই গোত্র ইহুদীদের এই কাজটি গ্রহণ করে। কুরাইশ গোত্র তাদের স্ত্রীদের সাথে খোলাখুলি সহবাস করত এবং তাদেরকে সম্মুখ দিক দিয়ে, পিছন হ'তে, উপুড় করে উপভোগ করত। অতঃপর মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন কুরাইশদের একব্যক্তি এক আনছারী মহিলাকে বিবাহ করল। তাদের নিয়ম অনুসারে সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করল। কিন্তু মহিলা তা খারাপ মনে করে বলল, আমাদেরকে শুধুমাত্র এক দিক দিয়েই সহবাস করা হয়। অতএব তুমি তাই কর, নইলে আমার সাথে সহবাস করা থেকে বিরত থাক। অবশেষে ব্যাপারটি বিরাট আকার ধারণ করল। এই

সংবাদ রাসূল ε-এর নিকট পৌঁছে গেল। তখন আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াত নাযিল করেন, ‘তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা তাদেরকে তোমাদের ইচ্ছামত ব্যবহার কর’ *(বাকারাহ ২২৩; আবুদাউদ হা/২১৬৪, ‘বিবাহ’ অধ্যায়, ‘সহবাস’ অনুচ্ছেদ)*।

এই বিবরণের সারমর্ম হচ্ছে, স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের ইচ্ছামত উপভোগ করবে। উপভোগের উদ্দেশ্য হবে সন্তান লাভ। তবে স্ত্রীর গুহ্যদ্বার ব্যবহার করা থেকে সাবধান ও সতর্ক থাকতে হবে।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ تَزَوَّجُوا مِنْ نِسَائِهِمْ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يُجَبُّونَ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ لاَ تُجَبِّي فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ امْرَأَتَهُ عَلَى ذَلِكَ فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ε قَالَتْ فَأَتَتْهُ فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَهُ فَسَأَلَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَالَ لاَ إِلاَّ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ

উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, মুহাজিরগণ মদীনায় আনছারগণের নিকট আসলেন এবং তাদের মহিলাদের বিবাহ করলেন। মুহাজিরদের অভ্যাস ছিল স্ত্রীদেরকে উপুড় করে পিছন দিক দিয়ে লজ্জাস্থানে সহবাস করা। কিন্তু আনছারদের এ অভ্যাস ছিল না। মুহাজিরদের একজন তাদের অভ্যাস অনুযায়ী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার ইচ্ছা করলে তার স্ত্রী নাকচ করে দিয়ে বলল, রাসূল ε-কে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত আমি এতে রাযী নই। মহিলাটি রাসূল ε-এর নিকট আসল। কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করল। উম্মু সালামা (রাঃ) বিষয়টি রাসূল ε-এর নিকট পেশ করলেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হ’ল, ‘তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা তাদেরকে তোমাদের ইচ্ছামত ব্যবহার কর’ *(বাকারাহ ২২৩)*। রাসূল ε বললেন, ‘এভাবে সহবাস করলে কোন দোষ নেই। তবে সহবাসের একটি মাত্র রাস্তা হচ্ছে লজ্জাস্থান’ *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আদাবুয যিফাফ ১০২ পৃষ্ঠা)*।

গুহ্যদ্বার ব্যবহার করা হারাম

আল্লাহ তা‘আলা স্ত্রীকে ইচ্ছামত ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করেছেন এবং তাকে শস্যক্ষেত্র বলে ঘোষণা করেছেন। এতে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর পিছন রাস্তা ব্যবহার করা হারাম। কারণ পিছন রাস্তা শস্যক্ষেত্র নয়। অর্থাৎ এতে সন্তান লাভ করা যায় না। রাসূল ε শুধুমাত্র লজ্জাস্থানকে সন্তান লাভের স্থান বলেছেন *(আবুদাউদ হা/২১৬৪, ‘বিবাহ’ অধ্যায়, ‘সহবাস’ অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ε فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ قَالَ حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ قَالَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ε شَيْئًا قَالَ فَأُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ε هَذِهِ الْآيَةُ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ يَقُولُ أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) রাসূল ε-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। রাসূল ε বললেন, তোমাকে কিসে ধ্বংস করল? ওমর (রাঃ) বললেন, আমি গতরাতে আমার স্ত্রীর পিছন দিক হ’তে লজ্জাস্থানে সহবাস করেছি। রাসূল ε তার এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। অতঃপর রাসূল ε-এর নিকট এই আয়াত অবতীর্ণ করা হ’ল, ‘তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা তাদেরকে তোমাদের ইচ্ছামত ব্যবহার কর’ *(বাকারাহ ২২৩)*। তখন রাসূল ε বললেন, ‘সামনের দিক থেকে সহবাস কর কিংবা পিছনের দিক থেকে সহবাস কর (কোন দোষ নেই)। তবে গুহ্যদ্বার ব্যবহার করা থেকে এবং ঋতু অবস্থায় সহবাস করা থেকে সাবধান থাক’ *(নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৯১, ‘বিবাহ’ অধ্যায়, ‘সহবাস’ অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১ম হাদীছ)*।

عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ

খুযাইমা ইবনু ছাবিত (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা হক্ক কথা বলার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করেন না। তোমরা মহিলাদের গুহ্যদ্বারে সহবাস করো না’ *(ইবনু মাজাহ, হা/১৯২৪, হাদীছ ছহীহ, ‘বিবাহ’ অধ্যায়, ‘স্ত্রীর গুহ্যদ্বার ব্যবহার নিষিদ্ধ’ অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ε قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন না, যে তার স্ত্রীর পশ্চাৎ দ্বারে সহবাস করে’ *(আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হা/১৯২৩, ‘বিবাহ’ অধ্যায়, ‘স্ত্রীর গুহ্যদ্বার ব্যবহার নিষিদ্ধ’ অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাৎদ্বারে সহবাস করে সে অভিশপ্ত' *(আবুদাউদ হা/২১৬২, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'সহবাস' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ عَنِ النَّبِيِّ ε قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ε

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে কিংবা স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করে অথবা গণকের কাছে আসে এবং তার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, তাহ'লে মুহাম্মাদ ε-এর উপর যে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে তাকে অস্বীকার করল' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৫৫১, হাদীছ ছহীহ)*।

অত্র হাদীছসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্বামীর জন্য স্ত্রী ইচ্ছাধীন ব্যবহারের বস্তু হ'লেও পশ্চাৎ দ্বারে সহবাস হারাম।

ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে সহবাস হারাম

আল্লাহ তা'আলা ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে সহবাস হারাম করেছেন। এর কারণ উল্লেখ করে বলেছেন, 'এটা হচ্ছে অপবিত্রতার সময়' *(বাকারাহ ২২২)*। অনেকেই মনে করেন এ সময় মিলনে মহিলাদের শারীরিক কষ্ট হয়। অনেকেই মনে করেন এটা দুর্গন্ধময় অবস্থা। চিকিৎসকগণ মনে করেন ঋতুর রক্তে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এতে জরায়ুতেও ব্যথা লাগতে পারে। রক্তপাত বেশী হ'তে পারে। মানসিক অরুচি হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}

'আর তারা আপনাকে ঋতু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এটা অশুচি ও কষ্ট। কাজেই তোমরা ঋতু অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হ'তে বিরত থাক। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে সহবাস করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পবিত্র না হয়। যখন তারা পবিত্র হয়ে যাবে তখন তোমরা আল্লাহ্র আদেশ অনুযায়ী তাদের সাথে সহবাস কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাওবাহ করে এবং অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকে' *(বাকারাহ ২২২)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ عَنِ النَّبِيِّ ε قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ε

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঋতু অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করল কিংবা তার গুহ্যদ্বারে সহবাস করল অথবা গণকের কাছে গেল, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ε-এর প্রতি যে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে তাকে অস্বীকার করল' *(তিরমিযী, ইবণু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৫৫১, বাংলা মিশকাত হা/৫০৬, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَوْحَى اللهُ إِلَى رَسُولِهِ هَذِهِ الْآيَةَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা রাসূল ε -এর নিকট অহী অবতীর্ণ করেছেন যে, 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা তাদেরকে তোমাদের ইচ্ছামত ব্যবহার কর' *(বাকারাহ ২২৩)*। রাসূল ε বলেন, 'স্ত্রীর সামনের দিক হ'তে সহবাস কর কিংবা পিছনের দিক হ'তে সহবাস কর কোন দোষ নেই। তবে গুহ্যদ্বারে এবং ঋতু অবস্থায় সহবাস করা হ'তে সাবধান থাক' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৯১, বাংলা মিশকাত হা/৩০৫৬, হাদীছ ছহীহ)*।

ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে সহবাস করার কাফ্ফারা

মানুষ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে ঋতু অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে তাকে এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার কাফ্ফারা দিতে হবে। সম্ভবত এক দিনার ও অর্ধ দিনার ছাদাকা নির্ধারণের ব্যাপারটি স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতার প্রতি ইঙ্গিত করে। আল্লাহ্ই বেশী সঠিক জানেন। তবে অনেকেই মনে করেন ঋতুর প্রথম অবস্থায় সহবাস করলে এক দীনার আর শেষের অবস্থায় সহবাস করলে অর্ধ দীনার কাফফারা দিতে হবে। আমাদের দেশে দীনার না থাকারয় আমাদেরকে দীনার সমান মূল্য দিতে হবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ τ عَنِ النَّبِيِّ ε قَالَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

ইবনে আব্বাস(রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঋতু অবস্থায় তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে সে যেন অর্ধ দীনার ছাদাকা করে। *(আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৫৫৩, বাংলা মিশকাত হা/৫০৮, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ عَبْدُ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ τ عَنِ النَّبِيِّ ε فِيْ الذي يأتي إمرأته وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঋতু অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করবে তাকে এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার ছাদাকা করতে হবে' *(আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, আদাবুয যিফাফ ১২২ পৃষ্ঠা)*।

ঋতু অবস্থায় স্বামীর জন্য যা করা জায়েয

ইসলামী শরী'আতে ঋতু অবস্থায় সহবাস ব্যতীত সবকিছুকে জায়েয রাখা হয়েছে। স্ত্রীর সমস্ত শরীর থেকে তৃপ্তি লাভ করা জায়েয। নির্দ্বিধায় তার সাথে শোয়া যায়। অকপটে তাকে চুমু খাওয়া যেতে পারে। এতে কোন বাধা-নিষেধ নেই। লজ্জাস্থান বস্ত্রাবৃত রেখে যে কোন জায়গা থেকে তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করা জায়েয।

عَنْ أَنَس بن مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε إِصْنَعُواْ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'সহবাস ব্যতীত তোমরা তাদের সাথে সবকিছুই করতে পার' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৫, বাংলা মিশকাত হা/৫০০, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'ঋতু' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ε مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلاَنَا جُنُبٌ وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি আর নবী ε একই পাত্র হ'তে গোসল করতাম, অথচ তখন আমরা উভয়ে নাপাক। আমি তাঁর আদেশক্রমে লজ্জাস্থানের উপর লুঙ্গী বা কাপড় বাঁধতাম, তারপর তিনি তাঁর শরীর আমার শরীরের সাথে লাগাতেন অথবা আমার সাথে শুইতেন। অথচ তখন আমি ঋতুবর্তী। তিনি ই'তেকাফ অবস্থায় আমার দিকে মাথা বের করে দিতেন। আমি মাথা ধুয়ে দিতাম, অথচ আমি ঋতুবর্তী' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৬, বাংলা মিশকাত হা/৫০১)*।

عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ε كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'নবী ε আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন পড়তেন, অথচ আমি ঋতুবতী' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮, বাংলা মিশকাত হা/৫০৩, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'ঋতু' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ε فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ε فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি ঋতু অবস্থায় পানি পান করতাম, অতঃপর রাসূল ε-কে দিতাম। তিনি আমার মুখ লাগানো স্থানে মুখ রেখে পানি পান করতেন। আর কখনও আমি ঋতু অবস্থায় হাড়ের গোশ্‌ত খেতাম। অতঃপর তা আমি তাকে দিতাম। তিনি আমার মুখ লাগানো স্থানে মুখ লাগিয়ে খেতেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭, বাংলা মিশকাত হা/৫০২)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ε نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী ε একদা আমাকে বললেন, 'মসজিদ হ'তে মাদুরটি দাও! আমি বললাম, আমি ঋতুবর্তী। রাসূল ε বললেন, তোমার ঋতু তোমার হাতে লেগে নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৯, বাংলা মিশকাত হা/৫০৪)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঋতুবতী মহিলা মসজিদে প্রবেশ করতে পারে।

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمٍ τ قَالَ إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ε فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِيْ اِمْرَأَتِيْ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ε تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنُكَ بِأَعْلاَهَا

যায়দ ইবনু আসলাম (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল ε-কে জিজ্ঞেস করল, আমার স্ত্রীর ঋতু অবস্থায় আমার জন্য কি কি করা জায়েয? রাসূল ε বললেন, 'সে তার লজ্জাস্থানে লুঙ্গী বা কাপড় বেঁধে নিবে, তারপর তার উপর হ'তে তোমার যা ইচ্ছা তা কর' *(দারেমী, মিশকাত হা/৫৫৫, বাংলা মিশকাত হা/৫১০)*।

অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, স্বামী তার স্ত্রীর ঋতু অবস্থায় লজ্জাস্থান ব্যতীত যে কোন অঙ্গ হ'তে তৃপ্তি ও আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

সহবাসের সময় উভয়ে বিবস্ত্র হ'তে পারে।

আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীকে শস্যক্ষেত্র ঘোষণা করে ইচ্ছামত উপভোগ করার অনুমতি প্রদান করেছেন *(বাকারাহ ২২৩)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 'আমি তোমাদের মধ্য হ'তে তোমাদের স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা সেখানে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করতে পার' *(রূম ২১)*।

অত্র আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য জীবনে যৌনতৃপ্তি লাভের উদ্দেশ্যে সহবাসের সময় বিভিন্ন কলা-কৌশল ও বিভিন্ন আসন গ্রহণ করতে পারে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় এসব কৌশল ও আসন গ্রহণ করতে পারে। স্ত্রী-স্বামীর সামনে পূর্ণ নগ্ন হ'তে যে দ্বিধা করে এটা তার ব্যক্তিগত স্বভাব। শরী'আতে এ ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একে অপরের লজ্জাস্থান দেখতে পারে ও স্পর্শ করতে পারে। এসব হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর যৌনতৃপ্তি উপভোগ করার মাধ্যম।

عَنْ بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ خَالِيًا قَالَ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَ مِنْهُ

বাহয ইবনু হাকীম তার পিতা হ'তে, তার পিতা তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, তার দাদা বলেন, নবী ε বলেছেন, 'তুমি তোমার স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত অন্যের সামনে নগ্ন হয়ো না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কোন লোক একা থাকলেও কি নগ্ন হ'তে পারে না? রাসূল ε বললেন, আল্লাহ্‌কে অধিক লজ্জা করা উচিত' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১১৭, বাংলা মিশকাত হা/২৯৮৩, হাদীছ ছহীহ)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীর নিকট বিবস্ত্র হওয়া যায়।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ε قَالَ إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لاَ يُفَارِقُكُمْ إِلاَّ عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'তোমরা কখনও নগ্ন হবে না। কারণ তোমাদের সাথে এমন কতগুলি ফেরেশতা থাকে যারা তোমাদের নিকট হ'তে পৃথক হয় না। তবে পেশাব-পায়খানার সময় ও স্ত্রী সহবাসের সময় নগ্ন হ'তে পার। কাজেই তোমরা ফেরেশতাদের লজ্জা কর এবং তাদের মর্যাদা দাও' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১১৫, বাংলা মিশকাত হা/২৯৮১)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ই বিবস্ত্র হ'তে পারে।

উল্লেখ্য যে, মিলনের সময় নগ্ন হওয়া যায় না এবং আয়েশা (রাঃ) কখনও রাসূল ε-এর লজ্জাস্থানের প্রতি লক্ষ্য করেননি মর্মে নিম্নবর্ণিত হাদীছ দু'টি নিতান্তই যঈফ।

قَالَ رَسُولُ اللهِ ε إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلاَ يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ

রাসূল ε বলেন, 'যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে তখন সে যেন পর্দা করে, একেবারে গাধার মত উলঙ্গ হয়ে না পড়ে' *(যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৪২১, ইরওয়াউল গালীল হা/২০০৯)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا نَظَرْتُ أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূল ε-এর লজ্জাস্থান কখনও দেখিনি' *(যঈফ ইবনু মাজাহ ৪২২)*।

অত্র হাদীছদ্বয় দলীলযোগ্য নয়। অতএব এ কথা বলা যাবে না, যে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সামনে উলঙ্গ হ'তে পারে না। এরূপ ধারণা করলে একটি বৈধ কাজকে হারাম মনে করা হবে।

দুই মিলনের মাঝে ওযূ

দুই মিলনের মাঝে ছালাতের ওযূর মত ওযূ করা সুন্নাত। এই ওযূ পরবর্তী মিলনের জন্য প্রফুল্ল, উদ্যমী ও উৎসাহী করে তুলে। এতে শরীরের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ع قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, অতঃপর পুনরায় করার ইচ্ছা করে তা'হলে সে যেন মধ্যখানে ওযূ করে (কারণ এই ওযূ পুনরায় মিলনের জন্য উৎফুল্ল ও উদ্যমী করে তুলে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৪, বাংলা মিশকাত হা/৪২৬, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'নাপাক ব্যক্তির সাথে মিলামিশা' অনুচ্ছেদ)*।

দুই মিলনের মাঝে গোসল উত্তম

দুই মিলনের মাঝে গোসল করলে খুব ভাল পবিত্রতা অর্জন করা যায়। বেশী বেশী আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করা যায়। এতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভ করা যায়।

عَنْ أَبِي رَافِعٍ τ أَنَّ النَّبِيَّ ع طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا قَالَ هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحُّ مِنْ هَذَا

আবু রাফে' (রাঃ) বলেন, এক রাতে রাসূল ε তার সকল স্ত্রীর সাথে সহবাস করলেন এবং সকলের নিকট গোসল করলেন। আবু রাফে' বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ε! সবশেষে একবার গোসল করলেন না কেন? রাসূল ε বললেন, 'সবার নিকট গোসল করা হচ্ছে অধিক পবিত্রতা, অধিক আনন্দদায়ক ও অধিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা' *(আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৭০, বাংলা মিশকাত হা/৪৪১, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'নাপাক ব্যক্তির সাথে মিলামিশা' অনুচ্ছেদ)*।

স্বামী-স্ত্রীর এক সঙ্গে গোসল

স্বামী-স্ত্রী ঘেরা গোসলখানায় একসাথে নগ্নাবস্থায় গোসল করতে পারে। এতে একে অপরকে দেখলে কোন দোষ নেই। এ ব্যাপারে অনেক হাদীছ রয়েছে।

عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِي دَعْ لِي قَالَتْ وَهُمَا جُنُبَانِ

মু'আয (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, 'আমি এবং আল্লাহ্র রাসূল ε আমার ও তাঁর মধ্যে রক্ষিত একটি মাত্র পাত্র হ'তে একসাথে গোসল করতাম। (আমাদের উভয়ের হাত পাত্রের মধ্যে টক্কর খেত) তিনি তাড়াতাড়ি করে আমার আগে পানি নিতেন। আর আমি বলতাম, আমার জন্য রাখুন, আমার জন্য রাখুন। এমতাবস্থায় তারা দু'জন অপবিত্র ছিলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/ ৪৪০, বাংলা মিশকাত হা/৪০৪, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'গোসল' অনুচ্ছেদ)*

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্বামী-স্ত্রী একসাথে গোসলখানায় নগ্ন অবস্থায় গোসল করতে পারে। একদা আয়েশা (রাঃ)-কে স্ত্রীর লজ্জাস্থান দেখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে আয়েশা (রাঃ) অত্র হাদীছটি পেশ করেন *(আদাবুয যিফাফ ১০৯ পৃষ্ঠা)*। অত্র বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আয়েশা (রাঃ) এবং রাসূল ε গোসলখানায় একসাথে নগ্ন অবস্থায় ফরয গোসল করতেন। স্ত্রীর লজ্জাস্থান দেখা যায় না প্রমাণে হাদীছ দু'টি যঈফ *(আদাবুয যিফাফ ১০৯ পৃষ্ঠা)*। যার আলোচনা দু'টি অধ্যায় পূর্বে হ'ল।

খাওয়া ও ঘুমের পূর্বে অপবিত্রতার ওযূ

মিলামিশার মাধ্যমে অপবিত্র হ'লে খাওয়া ও ঘুমানোর পূর্বে ওযূ করা ভাল। এতে শরীর উৎফুল্ল থাকে, মনে স্ফূর্তি থাকে, ঘুম ভাল হয়।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ ع أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ع تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একদা ওমর (রাঃ) রাসূল ε -এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, রাতে অপবিত্র হ'লে কি করতে হবে? রাসূল ε বললেন, 'তুমি ওযূ কর এবং তোমার লজ্জাস্থান ধৌত কর, অতঃপর ঘুমিয়ে পড়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫২, বাংলা মিশকাত হা/৫২৪, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'নাপাক ব্যক্তির সাথে মিলামিশা' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَن يَّأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضأ وَضُوُؤهُ لِلصَّلاَةِ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল ε যখন অপবিত্র হ'তেন এবং খাওয়ার অথবা ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন তখন ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৩, বাংলা মিশকাত হা/৪২৫, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'নাপাক ব্যক্তির সাথে মিলামিশা' অনুচ্ছেদ)*।

অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অপবিত্র অবস্থায় খাওয়া বা ঘুমানোর ইচ্ছা করলে ওযূ করা ভাল।

অপবিত্র অবস্থায় ওযূ ছাড়াই ঘুমানো যায়

অপবিত্র অবস্থায় ওযূবিহীন ঘুমানো যায়। রাসূল ε ওযূ ছাড়া ঘুমাতেন এবং ওযূ ছাড়া ঘুমানোর অনুমতিও দিয়েছেন।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسُّ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَصْبَحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ اِحْتِلاَمٍ فَيَغْسِلُ وَيَصُوْمُ

উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল ε রাতে তাঁর স্ত্রীর সাথে সহবাস করতেন। অতঃপর অপবিত্র অবস্থায় সকাল করতেন। তারপর গোসল করে ছিয়াম থাকতেন' *(আহমাদ, আলবানী, তাহক্বীকে মিশকাত ৪৮০ নং হাদীছের টীকা, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ عمر τ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ε أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهِيَ جُنُبٌ فقال نعم يَتَوَضَّأْ إِنْ شَاءَ

ওমর (রাঃ) একদা রাসূল ε-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাদের কেউ অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে পারে কি? রাসূল ε বললেন, 'হ্যাঁ। তবে ইচ্ছা করলে ওযূ করতে পারে' *(ইবনু হিব্বান, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ১১৫ পৃষ্ঠা)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أن يمس ماءً حَتَّى يَقُوْمَ بعد ذلك فيغتسل

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল ε পানি স্পর্শ না করে অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতেন। ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থেকে পরে উঠে গোসল করতেন' *(আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ইবনু আবী শায়বা, আদাবুয যিফাফ ১১৬ পৃষ্ঠা)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَبِيْتُ جُنُبًا فَيَأْتِيْهِ بِلاَلُ فَيُؤَذِّنُهُ بِالصَّلاَةِ فَيَقُوْمُ فَيَغْتَسِلُ فَأَنْظُرُ إِلَى تَحَدُّرِ الْمَاءِ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَأَسْمَعُ صَوْتَهُ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَظِلُّ صَائِمًا قَالَ مُطَرِّفٌ فَقُلْتُ لِعَامِرِ فِيْ رَمَضَانَ؟ قَالَ نَعَمْ سَوَاءٌ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرُهُ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল ε অপবিত্র অবস্থায় রাত্রি যাপন করতেন, তারপর বিলাল (রাঃ) তাঁর নিকট আসতেন এবং ফজরের ছালাতের সংবাদ দিতেন। অতঃপর রাসূল ε উঠতেন এবং গোসল করতেন, আমি তাঁর মাথা হ'তে গোসলের পানি ঝরে পড়া দেখতে পেতাম। তিনি ফজরের ছালাতের জন্য বের হয়ে আসতেন, আমি ফজরের ছালাতে তার কণ্ঠ শুনতে পেতাম। এ অবস্থায় তিনি ছিয়াম থাকতেন। রাবী মুত্বাররাফ বলেন, আমি বেলাল (রাঃ)-কে বললাম, রাসূল ε-এর এই অবস্থা কি রামাযান মাসে হ'ত? তিনি বললেন, সব মাসেই এরূপ অবস্থা হ'ত' *(ইবনু আবী শায়বা, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ১১৭ পৃষ্ঠা, হাদীছ ছহীহ)*।

অত্র হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ ওযূ না করে অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে পারে।

অপবিত্র অবস্থায় তায়াম্মুম করে ঘুমানো

ওযূ-গোসল না করে শুধুমাত্র তায়াম্মুম করে অপবিত্র অবস্থায় রাতে ঘুমাতে পারে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَن يَّنَامَ تَوَضَّأَ أَوْ تَيَمَّمَ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল ε অপবিত্র অবস্থায় ঘুমানোর ইচ্ছা করলে, ওযূ করে নিতেন অথবা তায়াম্মুম করে নিতেন' *(বায়হাকী, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ১১৮ পৃষ্ঠা, হাদীছ ছহীহ)*।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল ε অপবিত্র অবস্থায় রাতে ঘুমানোর ইচ্ছা করলে, ওযূ করে অথবা তায়াম্মুম করে ঘুমাতেন' *(ইবনু আবী শায়বা, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ১১৮ পৃষ্ঠা)*।

ঘুমানোর পূর্বে গোসল করা উত্তম

রাসূল ﷺ কখনো গোসল করে ঘুমাতেন। আবার কখনো গোসল না করেও ঘুমাতেন। তবে গোসল করে ঘুমানো উত্তম।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً

'আবদুল্লাহ ইবনু ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল ﷺ-এর রাতের অপবিত্রতার গোসল কেমন ছিল? তিনি ঘুমানোর পূর্বে গোসল করতেন, না গোসলের পূর্বে ঘুমাতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি উভয়টি করতেন। কখনো গোসল করতেন তারপর ঘুমাতেন। আবার কখনো ওযূ করতেন তারপর ঘুমাতেন। আমি বললাম, ঐ আল্লাহ্র প্রশংসা, যিনি (আমাদেরকে) এ ব্যাপারে প্রশস্ততা দান করেছেন *(মুসলিম ১/১১৪ পৃষ্ঠা, দেওবন্দ ছাপা)*।

عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ فِي آخِرِهِ قَالَتْ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ قُلْتُ اللهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً

গুযাইফ ইবনু হারিছ (রাঃ) বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আল্লাহ্র রাসূল ﷺ-কে অপবিত্রতার গোসল প্রথম রাতে করতে দেখেছেন, না শেষ রাতে করতে দেখেছেন? আয়েশা (রাঃ) বললেন, তিনি কখনো প্রথম রাতে গোসল করতেন, কখনো শেষ রাতে গোসল করতেন। আমি বললাম, 'আল্লাহু আকবার'। আল্লাহ্র প্রশংসা, যিনি শরী'আতের ব্যাপারকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৬৩, বাংলা মিশকাত হা/১১৯৪, 'ছালাত' অধ্যায়, 'বিতর' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ)*।

স্ত্রী ঋতু হ'তে পবিত্র হ'লেই সহবাস বৈধ

স্ত্রী ঋতু হ'তে পবিত্রতা অর্জন করলেই তার সাথে সহবাস বৈধ হবে। যখন ঋতুবর্তী পবিত্রতা লক্ষ্য করবে তখন সে তার লজ্জাস্থান ধৌত করবে এবং তার স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করবে। ঋতুবর্তী ওযূও করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}

'অতঃপর তারা যখন পবিত্রতা অর্জন করবে, তখন তোমরা তাদের নিকট আগমন কর, যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীদেরকে ও পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন' *(বাকারাহ ২২২)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঋতুবর্তীকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর পবিত্রতা অর্জনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে পানি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}

'যেখানে রয়েছে এমন লোক যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে, আর আল্লাহ তা'আলা পবিত্রলোককে ভালবাসেন' *(তাওবাহ ১০৮)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাদের পবিত্রতার ব্যাপারে প্রশংসা করেছেন তারা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করত *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৯, বাংলা মিশকাত হা/৩৪১, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'পায়খানা-প্রস্রাবের শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীকে মিশকাত ৩৬৯ নং হাদীছের ৪ নং টীকা)*।

ঋতুবর্তী মহিলারা তিনটি পদ্ধতিতে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে– (১) পানি দ্বারা শুধুমাত্র লজ্জাস্থান ধৌত করে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। (২) ওযূ করে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। (৩) সমস্ত শরীর ধৌত করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে *(আদাবুয যিফাফ ১২৫ পৃষ্ঠা)*।

এই তিনটি পদ্ধতির যে কোন একটি অবলম্বন করলে স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারে।

সহবাসের উদ্দেশ্য

সহবাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে উভয়ের আত্মাদ্বয়কে পবিত্র রাখা এবং হারাম কাজে নিপতিত হওয়া থেকে বাঁচার ইচ্ছা করা। কারণ উভয়ের মিলন হচ্ছে নেকীর মাধ্যম। এতে আরো উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান লাভ করা, গভীর প্রেমের প্রকাশ ও দৈহিক আনন্দ লাভ করা। কেননা সহবাসের সময় স্বামী-স্ত্রীর দু'টি মন, দু'টি প্রাণ, দু'টি দেহ নিবিড়ভাবে এক হয়ে পরস্পরকে জানতে পারে। আল্লাহ তা'আলা সহবাসের উদ্দেশ্য উল্লেখ করে বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ রচনার জন্য এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ কর' *(বাকারাহ ২২৩)*।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী সহবাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান লাভ করা। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ্র নিকট এমন সন্তান চাও, যা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন' *(বাকারাহ ১৭৮)*।

অত্র আয়াতের শেষাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের সন্তান নির্ধারণ করে রেখেছেন। অতএব সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে স্বামী-স্ত্রীর সহবাস হচ্ছে ইসলামের পারিবারিক জীবনের লক্ষ্য এবং যে মিলনে এ উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় তা হচ্ছে ইসলাম সম্মত মিলন। অবশ্য সহবাসের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী বড় ধরনের নেকীও অর্জন করে।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرًا

আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই প্রত্যেক বার 'সুবহানাল্লাহ' বলা একটি ছাদাকা, প্রত্যেক বার 'আল্লাহু আকবার' বলা একটি ছাদাকা, প্রত্যেক বার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা একটি ছাদাকা, প্রত্যেক বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা একটি ছাদাকা, ভাল প্রত্যেক কাজের উপদেশ দেয়াও একটি ছাদাকা এবং মন্দ কাজ হ'তে নিষেধ করাও একটি ছাদাকা। এমনকি স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি ছাদাকা। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কেউ তার কাম প্রবৃত্তিকে মিটাবে আর তাতেও তার নেকী হবে? রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা বল দেখি! যদি তোমাদের কেউ তা হারাম উপায়ে করত, তবে তার তাতে গুনাহ হ'ত কিনা? অতএব যে ব্যক্তি তা হালাল উপায়ে করবে তাতে তার জন্য নেকী হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৯৮, বাংলা মিশকাত হা/১৮০৪, 'যাকাত' অধ্যায়, 'দানের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

ফরয গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করা

ওযরবশতঃ গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় গোসল না করে শুধু তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করা যায়। গোসল করলে শারীরিক কোন ক্ষতি হওয়ার অথবা রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তায়াম্মুম করতে হবে। এটা হবে গোসলের স্থলাভিষিক্ত। আল্লাহ তা'আলা এ অবস্থায় তায়াম্মুমের অনুমতি দিয়েছেন *(মায়িদা ৬, নিসা ৪৩)*।

عَنْ عِمْرَانَ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ

ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) বলেন, আমরা এক সফরে নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি লোকদের ছালাত আদায় করালেন। ছালাত শেষে দেখলেন, এক ব্যক্তি এক ধারে সরে দাঁড়িয়ে আছে, লোকদের সাথে ছালাত আদায় করেনি। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, হে অমুক ব্যক্তি, লোকের সাথে ছালাত আদায় করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? সে বলল, আমি নাপাক হয়েছি, কিন্তু পবিত্রতা অর্জন করার পানি পাইনি। রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমার কর্তব্য মাটির মাধ্যমে তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করা। পবিত্র মাটি তোমার জন্য যথেষ্ট' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৭, বাংলা মিশকাত হা/৪৯২, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ)*।

আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি ওমর (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি নাপাক হয়েছি কিন্তু পানি পাইনি। এ সময় আম্মার ওমর (রাঃ)-কে এক ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার স্মরণ আছে কি, আমি আর আপনি এক সফরে ছিলাম। আমরা দু'জন নাপাক হয়েছিলাম। আপনি অপবিত্র অবস্থায় ছালাত আদায়

করেননি আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং ছালাত আদায় করলাম। আমরা এই ঘটনা রাসূল ε-এর নিকট পেশ করলাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য এতটুকু করাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে নবী ε হস্তদ্বয় যমীনের উপর মারলেন, অতঃপর হস্তদ্বয়ে ফুঁক দিয়ে তা দ্বারা নিজ মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করলেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫২৮, বাংলা মিশকাত হা/৪৯৩, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ)*।

সহবাস শুরু হওয়া মাত্রই গোসল ফরয হয়

সহবাস পুরোপুরি হ'লে গোসল ফরয হবে বিষয়টি এমন নয়। শুরু হওয়া মাত্রই গোসল ফরয হয়ে যায়। বীর্য নির্গত হোক বা না হোক।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ε قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'স্বামী যখন স্ত্রীর চার শাখার (দুই হাত দুই পায়ের) সম্মুখে বসে এবং মিলনের চেষ্টা করে, তখন তার উপর গোসল ফরয হয়ে যায়, যদিও বীর্যপাত না হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩০, বাংলা মিশকাত হা/৩৯৬, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'গোসল' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ε فَاغْتَسَلْنَا-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'যখন পুরুষের খতনার স্থান স্ত্রীর খতনার স্থানে প্রবেশ করবে তখন উভয়ের উপর গোসল ফরয হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি এবং রাসূল ε এরূপ সহবাস করেছি এবং উভয়ে ফরয গোসল করেছি' *(তিরমিযী হা/১০৮, মিশকাত হা/৪৪২, বাংলা মিশকাত হা/৪০৬, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'গোসল' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε إِذَا قَعَدَ بَيْنَ الشُّعَبِ الأَرْبَعِ ثُمَّ أَلْزَقَ الْخِتَانُ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'স্বামী-স্ত্রী যখন চার শাখা মিলিয়ে বসে এবং পুরুষের লিঙ্গ স্ত্রীর লিঙ্গের সাথে মিলিত হয় তখনই গোসল ফরয হয়ে যায়' *(মুসলিম ১)*।

গোসলের বিবরণ

প্রথমে লজ্জাস্থান ধৌত করতে হবে তারপর মাটি বা সাবান দ্বারা হাত মাজতে হবে। পা বাকী রেখে ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করতে হবে। তারপর মাথায় পানি ঢালতে হবে এবং সমস্ত শরীরের উপর পানি প্রবাহিত করতে হবে। পরে পা ধৌত করে গোসল শেষ করতে হবে। চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছলে চুলের বেনি খোলার কোন প্রয়োজন নেই।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ε إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يَدْخُلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُوْلَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرْفَاتٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ وفي رواية لمسلم يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ يَدْخُلُهُمَا ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল ε যখন ফরয গোসল আরম্ভ করতেন, তখন দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করতেন, অতঃপর ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করতেন। তারপর আঙ্গুলসমূহ পানিতে ডুবাতেন এবং চুলের গোড়া খিলাল করতেন। এরপর দুই হাত দ্বারা মাথার উপর তিন অঞ্জলি পানি ঢালতেন, তারপর সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করতেন' *(বুখারী, মুসলিম)*।

মুসলিম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'রাসূল ε ফরয গোসল আরম্ভ করতেন, পাত্রে হাত ডুবানোর পূর্বে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করতেন। তারপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর পবিত্র পানি ঢালতেন এবং বাম হাত দ্বারা লজ্জাস্থান ধৌত করতেন, অতঃপর ওযূ করতেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৫, বাংলা মিশকাত হা/৩৯৯, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'গোসল' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ε إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল ε যখন অপবিত্রতার গোসল করতেন, তখন প্রথমে হাত ধৌত করতেন। অতঃপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধৌত করতেন। তারপর ছালাতের ন্যায় ওযূ করতেন। তারপর হাতের আঙ্গুলে পানি নিয়ে চুলের গোড়ায় পৌঁছাতেন, অতঃপর তিন অঞ্জলি পানি মাথায় দিতেন। তারপর সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করতেন এবং শেষে দুই পা ধৌত করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১১৭, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'গোসল' অনুচ্ছেদ)।*

ঘেরাস্থানে গোসল

প্রত্যেক পরিবারের জন্য গোসলখানা থাকা যরূরী। রাসূল ε গোসলখানায় গোসল করতেন এবং তথায় গোসল করার আদেশ করতেন।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ε غُسْلاً فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, মায়মুনা (রাঃ) বলেছেন, 'আমি রাসূল ε-এর জন্য গোসলের পানির ব্যবস্থা করতাম। তারপর তার জন্য কাপড় দ্বারা পর্দার ব্যবস্থা করতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৬, বাংলা মিশকাত হা/৪০০, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'গোসল' অনুচ্ছেদ)।*

عَنْ يَعْلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ε رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ بِلاَ إِزَارٍ فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ε إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالتَّسَتُّرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ

ইয়ালা ইবনু মুররা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল ε খোলা স্থানে এক ব্যক্তিকে গোসল করতে দেখলেন। তিনি এই দৃশ্য দেখে মসজিদের মিম্বারে উঠে আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জাশীল ও পর্দাকারী। তিনি লজ্জা ও পর্দা করাকে ভালবাসেন। অতএব যখন তোমাদের কেউ গোসল করবে, তখন সে যেন পর্দা করে' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৪৭ হাদীছ ছহীহ)।*

অন্য বর্ণনায় রয়েছে রাসূল ε বলেন,

عَنْ أَبِيْ يَعْلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ سِتِّيرٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَ بِشَيْءٍ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বড় পর্দাকারী। অতএব যখন তোমাদের কেউ গোসল করার ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন পর্দা করে' *(আবু দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৭, বাংলা মিশকাত হা/৪১১, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'গোসল' অনুচ্ছেদ)।*

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ε عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ

আবু তালিবের মেয়ে উম্মু হানী (রাঃ) বলেন, 'আমি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূল ε-এর নিকট গিয়ে তাঁকে গোসলরত অবস্থায় দেখলাম। ফাতিমা (রাঃ) তাঁকে পর্দা করে রেখেছেন। রাসূল ε বললেন, ইনি কে? আমি বললাম, আমি উম্মু হানী' *(বুখারী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স হা/২৮০, আধুনিক প্রকাশনী হা/২৭১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা/২৭৬)।*

নগ্ন অবস্থায় গোসল

ঘেরা গোসলখানায় নগ্ন অবস্থায় গোসল করা জায়েয এবং আড় করে গোসল করা ভাল। রাসূল ε দু'জন নবীর নগ্ন অবস্থায় গোসল করার ঘটনা বর্ণনা করেছেন অথচ কোন মন্তব্য প্রকাশ করেননি। এতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, তিনি তা সমর্থন করেছেন, অসমর্থিত কিছু থাকলে তিনি তা প্রকাশ করতেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ε قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى ε يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي يَا حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى فَقَالُوا وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ وَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী ε বলেছেন, 'বনী ইসরাঈলের লোকেরা নগ্ন হয়ে একে অপরকে দেখা অবস্থায় গোসল করত। কিন্তু মূসা (আঃ) একাকী গোসল করতেন। এতে বনী ইসরাঈলের লোকেরা বলাবলি করছিল, আল্লাহ্র কসম! মূসা

(আঃ)-এর কোষবৃদ্ধি রোগের কারণেই আমাদের সাথে গোসল করেন না। একবার মূসা (আঃ) একটা পাথরের উপর কাপড় রেখে গোসল করছিলেন। পাথর তার কাপড় নিয়ে পালাতে লাগল। তখন পাথর আমার কাপড় দাও। পাথর আমার কাপড় দাও। বলে মূসা (আঃ) পাথরের পিছে পিছে ছুটলেন। এদিকে বনী ইসরাঈল মূসা (আঃ)-কে নগ্ন অবস্থায় দেখে নিল। তখন তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! মূসার কোন রোগ নেই। মূসা (আঃ) পাথর থেকে কাপড় নিয়ে পরলেন এবং পাথরটাকে পিটাতে লাগলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! পাথরটিতে ছয় কিংবা সাতটি পিটুনীর দাগ পড়ে গেল' *(বুখারী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স হা/২৭৮, আধুনিক প্রকাশনী হা/২৭০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা/২৭৫)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ε قَالَ بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ

আবু হুরাইরা(রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন ঃ এক সময় আইয়ূব (আ.) নগ্ন অবস্থায় গোসল করছিলেন। তখন তার উপর সোনার পঙ্গপাল বর্ষিত হচ্ছিল। আইয়ূব (আ.) তাঁর কাপড়ে সেগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন। তখন তাঁর প্রতিপালক তাকে বললেন ঃ হে আইয়ূব! আমি কি তোমাকে এগুলো হ'তে অমুখাপেক্ষী করিনি? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আপনার ইয্যতের কসম, অবশ্যই করেছেন। তবে আমি আপনার বরকত হ'তে অমুখাপেক্ষী নই। *(বুখারী তাওহীদ পাবলিকেশন্স হা/২৭৯, আ. প্র, ই. ফা. হা/২৭৫)*

আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, স্বামী-স্ত্রী উভয় একে অপরের লজ্জাস্থান দেখতে পারে কি? দেখতে পারে বলে আয়েশা (রাঃ) নিম্নের হাদীছটি পেশ করেন যাতে স্বামী-স্ত্রী একসাথে গোসলের প্রমাণ রয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ε مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ تَخْتَلِفُ أَيْدِنَا فِيْهِ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِي دَعْ لِي

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি এবং আল্লাহ্‌র রাসূল ε উভয়েই একই পাত্র হ'তে গোসল করতাম। আমাদের উভয়ের হাত পাত্রের মধ্যে টক্কর খেত। তিনি আমার পূর্বে তাড়াতাড়ি করতেন। আমি বলতাম, আমার জন্য রাখেন, আমার জন্য রাখেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪০)*।

عَنْ يَعْلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ε رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ بِلاَ إِزَارٍ فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ε إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالتَّسَتُّرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ وَفِيْ رِوايَةِ إِنَّ اللهَ سِتِّيرٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَ بِشَيْءٍ

ইয়ালা ইবনু মুর্‌রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε এক ব্যক্তিকে খোলাস্থানে নগ্ন অবস্থায় গোসল করতে দেখলেন এবং এটা অপসন্দ করে মিম্বারে উঠে দাঁড়ালেন। প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ তা'আলা বড় লজ্জাশীল এবং পর্দাকারী। তিনি লজ্জাশীলতা এবং পর্দা করা ভালবাসেন। অতএব যখন তোমাদের কেউ গোসল করবে, সে যেন পর্দা করে'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল ε বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বড় পর্দাকারী। অতএব যখন তোমাদের কেউ গোসল করতে ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন কিছু দ্বারা পর্দা করে' *(আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৬, বাংলা মিশকাত হা/৪১১)*।

অত্র হাদীছে ঘেরাস্থানে নগ্ন অবস্থায় গোসল করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে কাপড় পরে গোসল করা ভাল।

বাহায ইবনু হাকীম তার পিতার সূত্রে তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন যে, নবী ε বলেছেন, 'লজ্জা করার ব্যাপারে মানুষের চেয়ে আল্লাহ তা'আলাই অধিকতর হকদার' *(বুখারী ১/৪২ পৃষ্ঠা, 'গোসল' অধ্যায়, 'নির্জনে বিবস্ত্র হয়ে গোসল করা এবং আড়াল করে গোসল করা' অনুচ্ছেদ)*।

বাসররাতের পরবর্তী সকালে করণীয়

বাসররাতের পরবর্তী সকালে বাড়িতে উপস্থিত জনগণকে সালাম করতে হবে। তাদের জন্য দো'আ করতে হবে এবং তাদের কাছে দো'আ চাইতে হবে। বাড়িতে উপস্থিত আত্মীয়-স্বজন তাকে সালাম দিবে এবং তার জন্য দো'আ করবে।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ ε إِذَا بَنَى بِزَيْنَبَ فَأَشْبَعَ الْمُسْلِمِيْنَ خُبْزًا وَلَحْمًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ وَدَعَا لَهُنَّ وَسَلَّمْنَ عَلَيْهِ ودعون له فكان يفعل ذلك صَبِيحَةَ بِنَائِهِ

আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূল ε যেদিন যয়নাব (রাঃ)-এর সাথে বাসররাত উদযাপন করলেন, সেদিন ওয়ালীমার ব্যবস্থা করলেন এবং মুসলিমদেরকে তৃপ্তি সহকারে রুটি ও গোশত খাওয়ালেন। অতঃপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে গেলেন এবং তাদের প্রতি সালাম করে তাদের জন্য দো'আ করলেন। আর তারাও তাঁকে সালাম করলেন এবং তাঁর জন্য দো'আ করলেন। রাসূল ε তাঁর বাসররাতের সকালে এরূপ করতেন' *(বুখারী হা/৪৭৯৪, নাসাঈ, আদাবুয যিফাফ ১৩৮ পৃঃ)* ।

প্রত্যেক মুসলিম পরিবারে এরূপ হওয়া উচিত।

বিবাহ উপলক্ষে ওয়ালীমার ব্যবস্থা করা যরূরী

সহবাসের পর ওয়ালীমা করা এক গুরুত্বপুর্ণ সুন্নত। রাসূল ε নিজে ওয়ালীমা করেছেন এবং ছাহাবীদের করতে বলেছেন।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ε رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী ε আব্দুর রহমান ইবনু আওফের গায়ে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলেন এটা কি? তিনি বললেন, আমি খেজুর আটির সমপরিমাণ ওযনের স্বর্ণ দিয়ে একজন মহিলাকে বিবাহ করেছি। রাসূল ε বললেন, 'আল্লাহ তোমার বিবাহে বরকত দান করুক। একটি ছাগল দ্বারা হ'লেও তুমি ওয়ালীমা কর' *(বুখারী হা/৫১৫৫, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২১০, বাংলা মিশকাত হাঃ৩০৭২)* ।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ε عَلَى أحد مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, 'রাসূল ε যয়নাবের বিবাহে যতবড় ওয়ালীমা করেছিলেন ততবড় ওয়ালীমা তিনি তাঁর অপর কোন স্ত্রীর বিবাহে করেননি' *(বুখারী হা/৫১৬৮, মুসলিম হা/২৫৬৯, মিশকাত হা/৩২১১, বাংলা মিশকাত হা/৩০৭৩)* ।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ ε حِينَ بَنَى بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا

আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূল ε যখন যয়নাব বিনতে জাহ্শকে বিবাহ করলেন, তখন ওয়ালীমা করলেন এবং মানুষকে পেটপূর্ণ করে তৃপ্তি সহকারে রুটি গোশত খাওয়ালেন' *(বুখারী হা/৪৭৯৪, মিশকাত হা/৩২১১, বাংলা মিশকাত হা/৩০৭৪)*।

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ε أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসুল ε ছাফিয়্যা (রাঃ)-কে মুক্ত করে বিবাহ করলেন এবং তাঁর মোহর নির্ধারণ করলেন তার মুক্তিপণ। তিনি তাঁর বিবাহের ওয়ালীমা করেছিলেন (খেজুর, পনির ও ঘি দ্বারা তৈরি) 'হায়স' নামক খাদ্য দিয়ে' *(বুখারী হা/৫১৬৯, মুসলিম হা/২৫৬২, মিশকাত হা/৩২১৩, বাংলা মিশকাত হা/৩০৭৫)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ε يَبْنِي بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْأَقِطُ وَالسَّمْنُ

আনাস (রাঃ) বলেন, খায়বর থেকে ফিরে আসার সময় নবী ε খায়বর ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থলে তিন দিন অবস্থান করলেন এবং সেখানে ছাফিয়্যা (রাঃ)-কে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তিনি ওয়ালীমার ব্যবস্থা করলেন। আর আমি মুসলিমদেরকে তাঁর ওয়ালীমার জন্য দাওয়াত করলাম। এ ওয়ালীমায় রুটি-গোশত কিছুই হ'ল না। এই ওয়ালীমার জন্য রাসূল ε চামড়ার দস্তরখান বিছানোর আদেশ করলেন। অতঃপর এই দস্তরখানের উপর খেজুর, পনির ও ঘি ঢেলে দেয়া হ'ল' *(বুখারী হা/৫৩৮৭, মিশকাত হা/৩২১৪, বাংলা মিশকাত হা/৩০৭৬)*।

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ ε عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ

ছাফিয়্যা বিনতু শায়বা (রাঃ) বলেন, 'নবী ε তাঁর এক স্ত্রীর ওয়ালীমা করেছিলেন মাত্র দু'মুদ যব দ্বারা' *(বুখারী হা/৫১৭২, মিশকাত হা/৩২১৫, বাংলা মিশকাত হা/৩০৭৭)*।

অতএব বাসররাতের পর ওয়ালীমা করা কর্তব্য।

ওয়ালীমার জন্য সুন্নত

বাসররাতের পর তিন দিন পর্যন্ত ওয়ালীমা করা যায়। ধনী হোক গরীব হোক ওয়ালীমার জন্য সৎ ব্যক্তিদের দাওয়াত দেয়া উচিত। সামর্থ অনুযায়ী ওয়ালীমার ব্যাপকতা হওয়া ভাল।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ε بِصَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَجَعَلَ الْوَلِيْمَةَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী ε ছাফিয়্যাকে বিবাহ করলেন এবং তাঁর মুক্তিপণ তাঁর মোহর নির্ধারণ করলেন এবং তিন দিন যাবত ওয়ালীমা খাওয়ালেন *(আবু ইয়ালা, আলবাণী, আদাবুয যিফাফ ১৪৬ পৃঃ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নবী ε খায়বর এবং মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে তিনদিন অপেক্ষা করেন এবং ছাফিয়্যা (রাঃ)-এর সাথে বাসররাত যাপন করেন এবং ওয়ালীমার ব্যবস্থা করেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২১৪)*।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ε يَقُولُ لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূল ε কে বলতে শুনেছেন, 'তুমি একমাত্র মুমিন ব্যক্তির সাথী হবে আর একমাত্র তাকওয়াশীল ব্যক্তি তোমার খাদ্য খাবে' *(আবুদাউদ, তিরমিযী, দামেরী, মিশকাত হা/৫০১৮, বাংলা মিশকাত হা/ ৪৭৯৮ 'আদাব' অধ্যায়, 'আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা' অনুচ্ছেদ)*।

অত্র হাদীছে ধনী-গরীব পার্থক্য করা হয়নি বরং পরহেযগার ব্যক্তিকে খাস করা হয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী ε আব্দুর রহমান ইবনু আওফ (রাঃ)-এর গায়ে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখে বললেন, 'কি খবর তোমার গায়ে এ কি দেখছি? তিনি বললেন, আমি খেঁজুর আঁটি সমপরিমাণ সোনা দিয়ে এক মেয়েকে বিবাহ করেছি। নবী ε বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি বরকত দান করুন। ওয়ালীমা দাও একটি ছাগল হ'লেও' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২১০)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওয়ালীমা কম থেকে কম হ'লেও করতে হবে। তা বেশির কোন সীমা নেই। সামর্থ অনুযায়ী প্রত্যেকে যথাযথ ব্যবস্থা করবে।

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ε رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রাঃ) এর গায়ে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখলেন এবং বললেন কি খবর তোমার গায়ে এ কি দেখছি? তিনি বললেন, আমি খেজুর আঁটি সমপরিমাণ সোনা দিয়ে এক মেয়েকে বিবাহ করেছি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি বরকত দান করুন। ওয়ালীমা দাও একটি ছাগল হলেও *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/৩২১০)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওয়ালীমা কম থেকে কম হলেও করতে হবে। আর বেশীর কোন সীমা নেই। যার যা সম্ভব সে তা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ ▯ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ بِمَا أَوْلَمَ قَالَ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ-

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ) কে তাঁর স্ত্রী যায়নাবের বিবাহে যতো ওয়ালীমার ব্যবস্থা করতে দেখেছি ততো আর অন্য কোন স্ত্রীর বিবাহে করতে দেখিনি। তিনি একটি ছাগল যবেহ করলেন এবং তাদেরকে খাওয়ালেন, এখন তাঁরা খেতে না পেরে ছেড়ে দিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২১৫)*।

গোশত ছাড়াও ওয়ালীমা করা জায়েয

যে কোন সাধারণ খাদ্য দ্বারা ওয়ালীমা করা জায়েয। তাতে গোশতের কোন ব্যবস্থা না থাকলেও। রাসূল ε কখন কখন খুব সাধারণ খাদ্য দ্বারা ওয়ালীমার ব্যবস্থা করেছেন।

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ε أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল ε ছাফিয়্যা (রাঃ) কে মুক্ত করে বিবাহ করলেন এবং তার মুক্তিপণকে তার মোহর নির্ধারণ করলেন। তিনি তার ওয়ালীমার ব্যবস্থা করলেন

(খেজুর, পনির ও ঘি দ্বারা তৈরি) 'হায়স' নামক খাদ্য দিয়ে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২১৩, বাংলা মিশকাত হা/৩০৭৫)*।

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ ع عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ

ছাফিয়্যা বিনতু শায়বা (রাঃ) বলেন, নবী ε তাঁর এক স্ত্রীর ওয়ালীমা করেছিলেন মাত্র দুই মুদ যব দ্বারা *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২১৫, বাংলা মিশকাত হা/৩০৭৭)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, গোশত ছাড়াও ওয়ালীমা চলে। যে কোন খাদ্য দ্বারা ওয়ালীমা করা যাবে, যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়।

ধনীরা ওয়ালীমায় সহযোগিতা করতে পারে

ওয়ালীমার অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করার জন্য ধনী লোকেরা আর্থিক সহযোগিতা করে ওয়ালীমায় শরীক হ'তে পারে। রাসূল ε-এর এক ওয়ালীমায় ছাহাবীগণ নিজস্ব মাল দ্বারা শরীক হয়েছিলেন।

عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ زَوْاجِهِ صَفِّيَةَ قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنْ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ع عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ وَفِيْ رواية مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَضْلِ التَّمْرِ وَفَضْلِ السَّوِيقِ حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا حَيْسًا فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْحَيْسِ وَيَشْرَبُونَ مِنْ حِيَاضٍ إِلَى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ ع

আনাস (রাঃ) হ'তে নবী ε এর স্ত্রী ছাফিয়্যা (রাঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত আছে, যখন রাসূল ε (খায়বর ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে তিন দিন যাবত অপেক্ষা করছিলেন) তখন উম্মু সুলাইম (রাঃ) ছাফিয়্যা (রাঃ)-কে রাসূল ε-এর জন্য সাজালেন এবং তাকে রাতে তাঁর কাছে পাঠালেন। রাসুল ε বাসরঘরেই সকাল করলেন। এরপর তিনি বললেন, যার কাছে যে খাবার আছে, সে যেন তা নিয়ে আসে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যার কাছে যা অতিরিক্ত খাবার আছে, সে যেন তা আমাদের কাছে নিয়ে আসে। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী ε একটি চামড়ার দস্তরখানা বিছালেন। তখন কেউ খেজুর নিয়ে আসল, কেউ পনির নিয়ে আসল, আবার কেউ ঘী নিয়ে আসল। সব দিয়ে তারা 'হায়স' নামক এক খাদ্য তৈরি করল। তারা সে খাদ্য খেতে লাগল এবং তাদের পাশে এক হাউজ থেকে আকাশের বর্ষিত পানি পান করতে লাগল। আর এটাই ছিল রাসূল ε-এর ওয়ালীমা *(বুখারী, আদাবুয যিফাফ ১৫২ পৃঃ)*। বিবরণে স্পষ্ট হয় যে, মানুষ ওয়ালীমায় সহযোগিতা করতে পারে।

শুধু ধনীদেরকে ওয়ালীমায় দাওয়াত দেয়া হারাম

গরীব মানুষ বাদ দিয়ে শুধু ধনীদেরকে ওয়ালীমায় দাওয়াত দেওয়া নাজায়েয। শুধু ধনীদের জন্য তৈরি খাদ্য সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাদ্য।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট খাদ্য হচ্ছে ওয়ালীমার সেই খাদ্য যাতে ধনীদের দাওয়াত করা হয় আর গরীবদেরকে পরিহার করা হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াত ত্যাগ করে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২১৮, বাংলা মিশকাত হা/৩০৮০, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'ওয়ালীমা' অনুচ্ছেদ)*।

দাওয়াত কবুল করা যরূরী

যাকে দাওয়াত দেয়া হবে তার জন্য দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা যরূরী। দাওয়াত গ্রহণ না করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ε-এর নাফরমানী করা হয়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ع قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا متفق عليه و فِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ

আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল ε বলেছেন, 'যখন তোমাদের কাউকে বিবাহের ওয়ালীমায় দাওয়াত দেওয়া হয় তখন সে যেন তাতে যোগদান করে'

(বুখারী হা/৫১৭৩)। অন্য বর্ণনায় আছে, 'বিবাহের খাদ্য হৌক বা অন্য খাদ্য হোক সে যেন যোগদান করে' *(মিশকাত হা/৩২১৭, বাংলা মিশকাত হা/৩০৭৮ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ع إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'যখন তোমাদের কাউকে কোন খাদ্যের দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন সে যেন তাতে যোগদান করে। অতঃপর ইচ্ছা হ'লে খাবে আর ইচ্ছা না হয় না খাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩২১৭, বাংলা মিশকাত হা/৩০৭৯, 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله ع مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দাওয়াত পরিহার করল সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২১৮, বাংলা মিশকাত হা/৩০৮০)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ع إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'যখন তোমাদের কাউকে কোন খাদ্যের জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন সে যেন তা গ্রহণ করে। যদি ছিয়াম পালনকারী না হয়, তাহ'লে যেন খাদ্য খায়। আর যদি ছিয়াম পালনকারী হয় তাহ'লে যেন দো'আ করে' *(মুসলিম হা/২৫৮৩, মিশকাত হা/২০৭৮)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছিয়াম অবস্থায়ও দাওয়াত কবুল করা যরূরী।

যে দাওয়াতে পাপের কাজ হয় সেখানে যাওয়া যাবে না

যেসব দাওয়াতী অনুষ্ঠানে পাপের কাজ হয় সেসব অনুষ্ঠানে শরীক হওয়া জায়েয নয়। কারণ এতে পাপের সহযোগিতা করা হয়। তবে তা বন্ধ করার জন্য অথবা তার অস্বীকৃতির জন্য যাওয়া যায়। যদি তা বন্ধ করা সম্ভব হয়, তাহ'লে থাকতে হবে নইলে ফিরে আসতে হবে।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُوْلَ الله ع فَجَاءَ فَرَأَى فِي البيت تَصَاوِيرَ فَرَجَعَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ الله مَا اَرْجَعَكَ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ قَالَ إِنَّ فِي البيت سِتْرًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি খাদ্য তৈরি করলাম। অতঃপর রাসূল ε-কে দাওয়াত দিলাম। তিনি আসলেন এবং বাড়িতে ছবি দেখতে পেলেন। তখন তিনি ফিরে গেলেন। আলী (রাঃ) বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবাণ হোক, কোন জিনিস, আপনাকে ফিরিয়ে দিল? রাসূল ε বললেন, 'বাড়িতে একটি পর্দা রয়েছে যাতে ছবি আছে। নিশ্চয়ই ফেরেশতাগণ ঐ ঘরে প্রবেশ করে না যে ঘরে কোন ছবি থাকে' *(ইবনু মাজাহ, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ১৬১ পৃঃ)*।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ع قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ع مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ قَالَتْ فَقُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ع إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ.

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি একটি গদি ক্রয় করলেন। তাতে প্রাণীর অনেকগুলি ছবি ছিল। রাসূল বাহির হ'তে উহা দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, ঘরে প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারায় ঘৃণার ভাব দেখলাম। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল আমি (আমার গুণাহের জন্য) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ε এর কাছে তওবা করছি। বলুন তো, আমি কি অপরাধ করেছি? তখন রাসূল ε বললেন, এই গদিটি কেন? আমি বললাম, আপনার বসার এবং বিছানা হিসাবে ব্যবহার করার জন্য আমি ক্রয় করেছি। তখন রাসূল ε বললেন, 'এ সমস্ত ছবি যারা তৈরি করেছে ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, যা

তোমরা তৈরি করেছ তাতে জীবন দান কর। অতঃপর বললেন, ফেরেশতাগণ কখনো এমন ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯২, বাংলা মিশকাত হা/৪২৯১, ‘লেবাস’ অধ্যায়, ‘ছবি’ অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ε قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী ε বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন এমন খাদ্যের মজলিসে না বসে যেখানে মদ পরিবেশন করা হয়’ *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৭৭, বাংলা মিশকাত হা/৪২৭৮, ‘লেবাস’ অধ্যায়, ‘চুল আঁচড়ানো’ অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ)*।

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِيْنَ قَدِمَ الشَّامَ فَصَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى فَقَالَ لِعُمَرَ إِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ تَجِيْئَنِيْ وَتُكْرِمَنِيْ اَنْتَ وَأَصْحَابُكَ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الشَّامِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ اَجْلِ الصُّوَرِ الَّتِيْ فِيْهَا

ওমর (রাঃ) যখন সিরিয়াতে আসলেন, তাঁর জন্য এক খ্রিস্টান লোক খাদ্য তৈরি করল। সে ওমর (রাঃ) কে বলল আমি পসন্দ করি আপনি আমার বাড়িতে আসবেন এবং আপনি ও আপনার সাথীরা আমাকে সম্মানিত করবেন। এ লোক ছিল সিরিয়ার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের একজন ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, আমরা তোমাদের গীর্জায় ছবি থাকার কারণে প্রবেশ করি না *(বায়হাকী, আদাবুয যিফাফ ১৬৪ পৃঃ)*।

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً صَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَدَعَاهُ فَقَالَ أَفِي الْبَيْتِ صُوْرَةٌ؟ قَالَ نَعَمْ فَأَبَى أَنْ يَّدْخُلَ حَتَّى كَسَرَ الصُّوْرَةَ ثُمَّ دَخَلَ

আবু মাসউদ উকবাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক লোক তাঁর জন্য খাদ্য তৈরি করল। এরপর তাঁকে দাওয়াত দিল। অতঃপর তিনি বললেন, ঘরে কি ছবি আছে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি ঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলেন, শেষ পর্যন্ত ছবি ভেঙ্গে ফেলা হ’ল। অতঃপর তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন *(বায়হাকী, আদাবুয যিফাফ ১৬৫ পৃঃ)*।

قَالَ الإِمَامُ الأَوْزَاعِيُّ لاَ نَدْخُلُ وَلِيْمَةً فِيْهَا طَبْلٌ وَلاَ مِعْزَافٌ

ইমাম আওযাঈ (রহঃ) বলেন, ‘আমরা ঐ ওয়ালীমাতে যাই না, যাতে তবালা ও বাদ্য যন্ত্র থাকে *(আদাবুয যিফাফ ১৬৫ পৃঃ)*। উল্লেখিত বিবরণ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, এমন দাওয়াতের অনুষ্ঠানে যাওয়া যাবে না, যাতে অপসন্দনীয় কর্মকাণ্ড ও প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে। তবে উপস্থিতির কারণে তা পরিত্যাগ করলে অথবা বন্ধ রাখলে কিংবা সে নিষেধ করলে যেতে পারে।

যে ব্যক্তি দাওয়াতে উপস্থিত হবে তার জন্য যা করণীয়

যে ব্যক্তি দাওয়াতে যাবে তার জন্য দু’টি কাজ করা ভাল। এক. মেযবানের জন্য দো‘আ করা, যা রাসূল ε করতেন। দুই. মেযবান ও তার স্ত্রী-পরিবারের জন্য দো‘আ করা, যা রাসূল ε এর আদর্শ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ صَنَعَ لِلنَّبِيِّε طَعَامًا فَدَعَاهُ فَأَجَبَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ

আব্দুল্লাহ্ ইবনু বুসর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তার পিতা নবী ε এর জন্য খাদ্য তৈরি করে তাঁকে দাওয়াত দিলেন। তিনি দাওয়াত গ্রহণ করলেন। অতঃপর যখন খাওয়া শেষ করে বললেন, ‘হে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা কর, তাদের প্রতি রহমত কর। তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছ, তাতে বরকত দান কর’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২৭, ‘দো‘আ’ অধ্যায়, ‘বিভিন্ন সময়ে দো‘আ করা’ অনুচ্ছেদ)*।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসসূল ε বলেন,

اَللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاَسْقِ مَنْ سَقَانِيْ

‘হে আল্লাহ! তাকে তুমি খেতে দাও, যে আমাকে খেতে দিয়েছে। তাকে পান করাও যে আমাকে পান করিয়েছে’ *(মুসলিম ৬/১২৮-১২৯)*। আনাস (রাঃ) অথবা অপর কেউ হ’তে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ε সা’দ (রাঃ)-এর কাছে তার বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং বললেন, السَّلاَمُ عَلَيْكُم ورحمة الله সা’দ (রাঃ) বললেন, وعليكم السلام ورحمة الله তবে নবী ε এর তিনবার সালাম না দেওয়া পর্যন্ত সা’দ নবী ε

কে সালামের উত্তর শুনালেন না। আর নবী ε তিনবারের বেশি সালাম দিতেন না। (যদি তাকে অনুমতি দেওয়া হ'ত তাহ'লে প্রবেশ করতেন। অন্যথায় ফিরে যেতেন)। কাজেই নবী ε ফিরে আসছিলেন, সা'দ (রাঃ) তাঁর পিছে পিছে গেলেন। অতঃপর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ε! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। আপনি যে কয়বার সালাম দিয়েছেন তা আমার কাছে পৌঁছেছে এবং আমি তার উত্তরও দিয়েছি। কিন্তু আপনাকে শুনাইনি। আমি চেয়েছিলাম আপনার সালাম ও বরকতের আধিক্য। তারপর তারা বাড়িতে প্রবেশ করলেন এবং তার কাছে কিসমিস পেশ করা হ'ল। নবী ε তা খেলেন এবং খাওয়া শেষে বললেন,

أَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلاَئِكَةُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ

'সৎ লোকেরা তোমাদের খাদ্য খেয়েছেন, তোমাদের জন্য ফেরেশতাগণ ক্ষমা চেয়েছেন। আর তোমাদের কাছে ছিয়াম পালনকারীরা ইফতার করেছেন' *(আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪২৪৯, হাদীছ ছহীহ)*।

স্বামী-স্ত্রীর জন্য কল্যাণ ও বরকতের দো'আ

যারা ওয়ালীমায় অংশ গ্রহণ করবে অথবা বিবাহের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবে কিংবা বিবাহের সংবাদ শুনবে, তারা বর ও কনের জন্য দো'আ করবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ε تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ فَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْ قَالَ خَيْرًا.

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) বলন, আমার আব্বা ৭ জন বা ৯ জন কন্যা রেখে মৃত্যুবরণ করলেন। আমি একজন বিধবা মহিলাকে বিবাহ করলাম। আমাকে রাসূল ε বললেন, 'হে জাবির! তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারী না বিধবা? আমি বললাম, বিধবা। তিনি বললেন, যদি তুমি কুমারী বিবাহ করতে তাহ'লে শুধু তাকে নিয়ে খেলতে আর সেও তোমাকে নিয়ে খেলত। তুমি তাকে হাসাতে, সেও তোমাকে হাসাত (তবে কতই না ভাল হ'ত)। আমি তাকে বললাম, নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহ মারা গেছেন এবং নয় বা সাতজন মেয়ে রেখে গেছেন। আমি অপসন্দ করলাম তাদের মত কাউকে ঘরে আনতে। সেজন্য এমন একজন মেয়েকে বিবাহ করলাম যে তাদের দেখাশুনা করতে পারে। তখন রাসূল ε বললেন, بَارَكَ اللهُ لَكَ আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুক অথবা তিনি আমার জন্য কল্যাণের দো'আ করলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৮)*।

বুরাইদা (রাঃ) বলেন, আনছারদের একটি দল আলী (রাঃ)-কে বলল, তোমার সাথে ফাতিমা (রাঃ)-এর বিবাহ দেওয়া হবে। তখন আলী (রাঃ) রাসূল ε-এর নিকট আসলেন এবং সালাম দিলেন। রাসূল ε বললেন, আলী ইবনু আবু তালিব কি কাজে এখানে আসলে? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌ রাসূল! আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের মেয়ে ফাতিমাকে স্মরণ করেছি। রাসূল ε বললেন, মারহাবা স্বাগতম! এরচেয়ে বেশি কিছু বললেন না। এরপর আলী (রাঃ) ঐ অপেক্ষমান আনছারদের নিকটে গেলেন, তারা বললেন তোমার খবর কি? তিনি বললেন, আমি শুধুমাত্র একথাই শুনলাম যে, তিনি বললেন, মারহাবা স্বাগতম। তারা বললেন, দু'টির একটিই রাসূলের পক্ষ থেকে তোমার জন্য রাযী হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট। অথচ তোমাকে মারহাবা ও স্বাগতম উভয় দিয়েছেন। শেষে যখন রাসূল ε বিবাহ দিলেন, তখন তিনি বললেন, হে আলী বাসর করতে হ'লে ওয়ালীমার প্রয়োজন। সা'দ (রাঃ) বললেন, আমার কাছে মেষ আছে। আর আনছারদের একদল তার জন্য ভুট্টা সংগ্রহ করলেন। বাসররাতের দিন রাসূল ε বললেন, আমার সাথে সাক্ষাত না করে কিছু কর না। রাসূল ε পানি আনিয়ে নিয়ে ওযু করলেন। এরপর বাকী পানি আলী (রাঃ)-এর গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন,

اللهم بَارِكْ فِيْهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا فِيْ بِنَائِهِمَا

'হে আল্লাহ! তাদের উভয়ের মাঝে বরকত দাও এবং তাদের জন্য বাসরে বরকত দাও' *(ত্বাবারানী, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ১৭৪ পৃঃ)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ε فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী ε আমাকে বিবাহ করলেন। তারপর আমার মা আমার কাছে আসলেন এবং আমাকে ঘরে ঢুকালেন, তখন ঘরে আনছারীদের কিছু মহিলা ছিল। তারা বলল, عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَقُلْنَ ‘তোমার বিবাহ কল্যাণ ও বরকতময় এবং মঙ্গলময় ভাগ্য হোক’ *(বুখারী, মুসলিম, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ১৭৪ পৃঃ)।*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ε كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, কোন লোক বিবাহ করলে নবী ε তাকে স্বাগতম জানিয়ে তার জন্য দো‘আ করে বলতেন, بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ ‘আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুক, আল্লাহ তোমার প্রতি বরকত দান করুক। তোমাদের মাঝে উত্তম সম্পর্ক গড়ে উঠুক’ *(আহমদ, আবুদাউদ, বুলূগুল মারাম হা/৯৬৫, ‘বিবাহ’ অধ্যায়)।*

নববধূ অন্যান্য পুরুষের সেবা করতে পারে

নববধূ দাওয়াতে উপস্থিত জনগণের খিদমত করতে পারে। তবে তাকে যথাযথভাবে ইসলামী পোশাক পরিহিতা হ’তে হবে এবং পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে ফেতনামুক্ত হ’তে হবে। আমাদের দেশে যা দেখা যায়, তা চরম অশ্লীলতা, নগ্নতা ও নির্লজ্জতার বহিঃপ্রকাশ।

عَنْ سَهْلِ بن سعدٍ قَالَ لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ ε وَأَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلاَ قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلاَّ امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ بَلَّتْ وَفِيْ رواية انْقَعَتْ تَمَرَاتٍ فِيْ تور مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ مِنَ الطَّعَامِ اماثته له فَسَقَتْهُ تَتْحَفُهُ بِذَلِكَ فَكَانَتْ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعَرُوسُ

সাহল ইবনু সা’দ (রাঃ) বলেন, যখন আবু সাঈদ আস-সায়েদী বিবাহ করলেন, তখন তিনি নবী ε ও তাঁর ছাহাবীগণকে দাওয়াত দিলেন। তাঁদের জন্য কোন খাদ্য তৈরি করলে না এবং তাদের কাছে কোন খাদ্য পেশ করলেন না। তবে তাঁর স্ত্রী উম্মু উসাইদ কিছু ব্যবস্থা করলেন। নবী ε-এর জন্য তিনি রাতে পাথরের এক পাত্রে খেজুর ভিজিয়ে রেখেছিলেন। নবী ε খাওয়া শেষ করলেন। অনুষ্ঠানে তিনি তাঁকে নিজ হাতে খাদ্য পরিবেশন করেন এবং পানি পান করান। সেই দিন তাঁর স্ত্রী তাঁদের জন্য সেবিকা ছিলেন এবং তিনি ছিলেন নববধূ *(বুখারী ২/৭৭৮পৃঃ)।*

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নববধূ স্বামী ও দাওয়াতে আগত লোকদের খিদমত করতে পারে। তবে একথাও ধ্রুব সত্য যে, ঐ স্থানটি ছিল ফিতনা মুক্ত। অবশ্যই নববধূকে এ অবস্থায় পর্দার প্রতি যত্নবান হ’তে হবে। যেমন (১) মুখমণ্ডল ও কব্জিদ্বয় ব্যতীত সমস্ত শরীর অবশ্যই ঢাকতে হবে। (২) কোন সাজসজ্জা অলংকার পরা যাবে না। (৩) পরিহিত কাপড় পুরু হ’তে হবে, স্বচ্ছ, পাতলা হওয়া চলবে্না। (৪) সংকীর্ণতার কারণে তার দেহের কোন বর্ণনা দেওয়া যাবে না। (৫) সুগন্ধি লাগানো যাবে না। (৬) পুরুষদের পোষাকের সাদৃশ্য পোষাক পরিধান করা যাবে না। (৭) কাফির মহিলাদের পোশাকের ন্যায় পোষাক পরা যাবে না (৮) প্রসিদ্ধ কোন পোশাক পরে খিদমত করা যাবে না।

বাড়ির মধ্যে গোসলখানা তৈরি করা যরূরী

প্রত্যেক বাড়িতে গোসলখানা থাকা আবশ্যক। নারীদের জন্য বাজারের গোসলখানা এবং অপর বাড়ির গোসল খানা ব্যবহার করা জায়েয নয়। যেসব মহিলা অন্যের বাড়িতে পোশাক খুলে সে আল্লাহ এবং তার মাঝের পর্দাকে ছিন্ন করে ফেলে।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ε قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَدْخُلْ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার স্ত্রীকে লুঙ্গি ব্যতীত গোসলখানায় প্রবেশ না করায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন তার স্ত্রীকে অন্যের গোসসলখানায় গোসল না করায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন এমন দস্ত রখানায় না বসে যেখানে নেশাদার দ্রব্য পরিবেশন করা হয়’ *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৭৭, ‘পোশাক’ অধ্যায়, ‘চুল আঁচড়ানো’ অনুচ্ছেদ)।*

عَنْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ε فَقَالَ مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلاَّ وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ.

উম্মু দারদা (রাঃ) বলেন, আমি গোসলখানা থেকে বের হ'লাম। অতঃপর রাসূল ε আমার সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি বললেন, 'হে উম্মে দারদা! কোথা থেকে এসেছ? তিনি বললেন, গোসলখানা থেকে। নবী ε বললেন, 'সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার জীবন। কোন মহিলা অন্যের বাড়িতে তার পোশাক খুলতে পারে না, যদি খুলে তাহ'লে সে আল্লাহ ও তার মাঝের সমস্ত পর্দাকে ছিন্ন করে দিল' *(আহমাদ, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ১৪০ পৃ)।*

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ مِمَّنْ أَنْتُنَّ قُلْنَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالَتْ لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ قُلْنَ نَعَمْ قَالَتْ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ε يَقُولُ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلاَّ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى

আবু মালীহ (রাঃ) বলেন, শামবাসীদের কতিপয় মহিলা আয়েশা (রাঃ) এর নিকট আসল। আয়েশা (রাঃ) তাদের বললেন, তোমরা কোথা থেকে এসেছ? তারা বলল, শাম থেকে। আয়েশা (রাঃ) বললেন, সম্ভবত তোমরা আল-কুরাহ শহরের, যাদের মহিলারা গোসল খানায় প্রবেশ করে? তারা বলল হ্যাঁ। কিন্তু আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, 'যে মহিলা অন্যের বাড়িতে তার পোশাক খুলে সে আল্লাহ্ ও তার মাঝে যা আছে তাকে ছিড়ে ফেলে' *(আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ১৪১)।*

স্ত্রী মিলনের গোপন কথা ফাঁস করা হারাম

সহবাস সম্পর্কিত সমস্ত গোপন বিষয়গুলি প্রকাশ করা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য হারাম। এরা আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ। এই কাজ এমন পুরুষ শয়তানের ন্যায়, যে মহিলা শয়তানের সাথে রাস্তায় সাক্ষাত করে এবং তার সাথে সহবাস করে, তখন মানুষ তা দর্শন করে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'আল্লাহ্র কাছে ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হচ্ছে, যে স্বামী-স্ত্রী মেলামেশা করে অতঃপর মানুষের সামনে তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে' *(মুসলিম মিশকাত হা/৩১৯০, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'মুবাশারাহ' অনুচ্ছেদ)।*

عَنْ أَسْمَاءُ بِنْتِ يَزِيدٍ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ε وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَعَلَّ رَجُلاً يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقُلْتُ إِي وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূল ε এর কাছে ছিলেন এবং পুরুষ ও মহিলারা বসা অবস্থায় ছিল। নবী ε বললেন, সম্ভবত স্বামী স্ত্রীর সাথে যা করে, তা অন্য পুরুষকে বলে দেয়। এবং স্ত্রী স্বামীর সাথে যা করে তা অন্য মহিলাকে বলে দেয়। তখন সবাই উত্তর না দিয়ে চুপ থাকল। আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্র কসম, নিশ্চয়ই মহিলা ও পুরুষরা তা করে। তিনি বললেন, 'তোমরা এরূপ কখনোই কর না। কেননা নিশ্চয়ই এই কাজ ঐ পুরুষ শয়তানের ন্যায় যে, মহিলা শয়তানের সাথে রাস্তায় সাক্ষাত করে এবং তার সাথে সহবাস করে এমতাবস্থায় যে, মানুষেরা তা দেখতে থাকে'। *(আহমাদ, আবুদাউদ, আদাবুয যিফাফ ১৪৪ পৃঃ)।*

বিবাহ অনুষ্ঠানে গান বলা ও দফ বাজানো

ঘন্টার শব্দবিহীন এবং বাদ্যযন্ত্র বিহীন দফ বাজিয়ে বিবাহের ঘোষণা করার জন্য ছোট মেয়েদেরকে অনুমতি দেওয়া যায় এবং ঐ সমস্ত গান বলা যায় যাতে সৌন্দর্যের বিবরণ ও নির্লজ্জকর কোন কথা নেই।

عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ جَاءَ النَّبِيُّ ε فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ.

রুবাই বিনতু মুআওবিয (রাঃ) বলেন, 'আমার জন্য যখন বাসর তৈরি করা হ'ল, তখন নবী ε আমার কাছে এসে আমার বিছানায় বসলেন, তুমি যেভাবে আমার কাছে বসেছ। (এখানে তুমি বলে তার পরের বর্ণনাকারীকে বুঝানো হয়েছে।) আমাদের বাচ্চারা দফ বাজাতে লাগল। আমাদের পিতামহ যারা উহূদে মারা গেছেন, তাদের শোকগাথা গাইতে লাগল। ইতিমধ্যে তাদের একজন বলল, আমাদের মাঝে এমন নবী আছেন যিনি আগামীকাল কি হবে তা জানেন। তখন রাসূল ε বললেন, একথা ছেড়ে আগে যা বলছিলে তা বল' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩১৪০, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'বিবাহ প্রচার' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ε يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আনছারী এক পুরুষের কাছে এক মহিলাকে বাসরঘরে পাঠানো হ'ল। তখন নবী ε বলেছিলেন, 'আয়েশা! তোমাদের আনন্দ করার মত কিছু নেই? কারণ আনন্দ, আমোদ-প্রমোদ আনছারীদের ভাল লাগে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩১৪১, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'বিবাহ প্রচার' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ فَقُلْتُ أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللهِ ε وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ فَقَالَ اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ.

আমের ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, আমি কারাযাহ ইবনু কা'আব ও আবু মাসউদের কাছে এক বিয়েতে গেলাম। দেখি সেখানে কিছু মেয়ে দফ বাজিয়ে গান বলছে। আমি বললাম, 'হে রাসূল ε-এর দুই সাথী এবং বদরী ছাহাবী! আপনাদের সামনে এরূপ করা হচ্ছে। তারা দুইজন বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের সাথে বসে শুনতে পারেন, ইচ্ছা করলে যেতেও পারেন। নিশ্চয়ই বিবাহের সময় আমাদেরকে আনন্দ, আমোদ-প্রমোদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৩১৫৯)*।

বিবাহ সম্পর্কিত হারাম কাজ সমূহ

বিভিন্ন এলাকাতে বিভিন্নভাবে বিবাহের আনুসংগিক কাজ বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় পাপ হয়ে থাকে। মেয়ে দেখার নামে দলবদ্ধভাবে মেয়ের পিতার বাড়ি যাওয়া হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়ে দেখা হয়। বিবাহের পূর্বে কোন কোন এলাকায় মিষ্টান্নর ব্যবস্থা করা হয় এবং মিষ্টান্ন কনের সামনে রেখে গ্রামের লোকেরা পর্যায় ক্রমে তার সামনে বসে। আর তার মুখে মিষ্টান্ন তুলে দেয়। গ্রামের যুবতী মেয়েরা দলবদ্ধভাবে গীত গায়। বর ও কনের বাড়িতে হলুদ মাখতে যায়। সেখানে যুবতী মেয়েরা হলুদ মাখায় এবং গীত গায়। এভাবে সেখানে নানা ধরনের পাপ হয়ে থাকে। বিবাহের অনুষ্ঠানে বিভিন্নভাবে রং মাখানো হয়। বাদ্যযন্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়। বিবাহের পর বর-কনের দাম্পত্য জীবন সুখী হবে কিনা এর জন্য পানিতে ফুল ভাসানো হয়। বিয়ের পর মেয়ের পিতাকে বিভিন্ন ধরনের খরচ বহন করতে হয়। নানাভাবে মেয়ের পিতাকে অর্থদণ্ড দেওয়া লাগে যা হারাম। এর মধ্যে যৌতুক সবচেয়ে বড় অর্থদণ্ড।

ছবি টাঙ্গানো ও চিত্র অংকন

বর-কনের বিভিন্ন অবস্থাকে ভিডিও করা হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নেতা ও বক্তাদের ছবি তোলা ও ভিডিও করা হয়। আবার এদের ছবিগুলি বড় বড় ফ্রেমের মধ্যে অত্যন্ত যত্ন সহকারে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়, যা হারাম।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَت دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ε وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَفِيْ رِوَايَةٍ فِيْهِ اَلْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ فَلَمَّا رَاهُ هَتَكَهُ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَشَدُّ النَّاس عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلَّذِيْنَ يَضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ وَيُقَالَ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ الصُّوَرُ

لاَ تَدْخُلُوْهُ الْمَلاَئِكَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَطَعْنَاهُ مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ فَقَدْ رَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلَى إِحْدَهُمَا وَفِيْهَا صُوْرَةٌ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε আমার কাছে আসলেন, এমতাবস্থায় আমি আমার অঙ্গিনার সম্মুখভাগে একটি পাতলা কাপড় দ্বারা পর্দা করেছিলাম, যাতে অনেক ছবি ছিল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এতে পাখা বিশিষ্ট ঘোড়ার ছবি ছিল। রাসূল ε যখন এটা দেখলেন, তখন সেটা ছিড়ে ফেললেন এবং তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, 'আয়েশা! ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে ঐ লোকদের যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সাদৃশ্য তৈরি করে'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'নিশ্চয়ই ছবির মালিকদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তা জীবিত কর। যে বাড়িতে ছবি টাঙ্গানো থাকে সে বাড়িতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি ঐ ছবিওয়ালা কাপড়টিকে কেটে একটি বা দু'টি বালিশ তৈরি করলাম। আমি তার একটির উপর রাসুল εকে হেলান দিয়ে থাকতে দেখেছি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৮৯, ৪৪৯২, ৪৪৯৩)।*

عَنْ ابن عباس قَالَ سمعتُ رَسُوْلَ اللهِ ε يقول مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفِخَ فِيهِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল ε কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি ছবি তৈরি করবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাতে আত্মা দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে আত্মা দিতে সক্ষম হবে না' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৪৯৮)।*

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ الرِّجَالِ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُصَيَّرْ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ يُوطَآنِ وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجْ فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ ε

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'জিবরীল (আঃ) আমার কাছে এসে বললেন, আমি গত রাতে আপনার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু আমি ঘরে প্রবেশ করিনি। কারণ গৃহদ্বারে অনেকগুলি ছবি ছিল এবং ঘরের দরজায় এক খানা পর্দা টাঙ্গানো ছিল যাতে অনেকগুলি প্রাণীর ছবি ছিল। আর ঘরের অভ্যন্তরে ছিল একটি কুকুর। বস্তুত যে ঘরে এ সমস্ত জিনিস থাকে, আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না। সুতরাং ঐ সমস্ত ছবিগুলির মাথা কেটে ফেলার আদেশ দিন, যা ঘরের দরজায় রয়েছে। উহা কাটা হ'লে গাছের আকৃতি হয়ে যাবে এবং পর্দাটি সম্পর্কে আদেশ দিন তাকে কেটে দু'টি গদি তৈরি করা হবে, যা বিছানা এবং পায়ের নিচে থাকবে। আর কুকুরটি সম্পর্কে আদেশ দিন যেন তাকে ঘর থেকে বের করা হয়। সুতরাং রাসূল ε তাই করলেন' *(তিরমিযী হা/২৮০৬, মিশকাত হা/৪৫০২)।*

অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছবি টাঙ্গানো যাবে না। কারণ এতে রহমতের ফেরেশতা আসে না। উল্লেখ্য যে, সব ধরনের ছবি হারাম। শরীর বিশিষ্ট হোক বা শরীর ছাড়া হোক, ছায়া বিশিষ্ট হোক বা ছায়া ছাড়া হোক, সব প্রকার ছবি নিষিদ্ধ। কেননা রাসূল ε বলেছেন, 'যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না'। এতে তিনি সব ছবিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নির্দিষ্টভাবে কোন প্রকার উল্লেখ করেননি। সেজন্য তিনি পর্দা ছিড়ে ফেলেছেন এবং ছবি সরানোর জন্য আদেশ দিয়েছেন। এটা সুস্পষ্ট দলীল যে, ছবির আসল আকৃতি পরিবর্তন করে দিলে তা ব্যবহার করা বৈধ হয়ে যায়। কারণ ছবির চিহ্ন পরিবর্তনের ফলে অন্য আকৃতি তৈরি হয়। তবে যে ছবিতে প্রকৃত উপকারিতা আছে আমরা সে ছবি তৈরি করা জায়েয মনে করি। আর এ উপকারিতাসমূহ প্রতাখ্যান করা সহজ নয়, যার পদ্ধতি মূলত বৈধ। যেমন চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় এবং ভূগোলবিদদের ও শিকার সংগ্রহকারীদের প্রয়োজন হয়। এমনকি কোন কোন সময় তা ওয়াজিব হয়ে যায়।

কার্পেট দ্বারা দেওয়াল ঢাকা যাবে না

কার্পেট বা অন্য কিছু দিয়ে দেওয়াল ঢাকা যাবে না। কারণ এটা অপচয়! এই সৌন্দর্যকে শরী'আত সমর্থন করে না।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ε خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ وَقَالَ إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার নবী ε এক যুদ্ধে জান। আমি তার অবর্তমানে একটি কাপড় নিয়ে পর্দাস্বরূপ ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। তিনি সফর শেষে ফিরে আসলেন এবং পর্দাটি দেখে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ইট-পাথর ও মাটিকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখার আদেশ করেননি'। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অহেতুক ঘরকে সাজানো অপব্যয় ও অপচয় যা পরিহার করা যরূরী। ঘর সাজানো ইট-পাথর ও মাটিকে পোশাক পরিধান করানোরই নামান্তর।

قَالَ سَالِمْ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَعْرَسْتُ فِيْ عَهْدِ أَبِيْ فَأَذَنَّ أَبِي النَّاسَ وَكَانَ أَبُوْ أَيُّوْبَ فيمن آذنا وقد ستروا بيتي بنجاد أخضر فاقبل أبو أيوب فَدَخَلَ فَرَأَنِيْ قَائِمًا وَأَطَّلَعَ فَرَأَى الْبَيْتَ مُسْتَتِرًا بِنِجَادِ أَخْضَرُ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ أَتَسْتَرُوْنَ الْجُدُرَ قَالَ أَبِيْ وَأَسْتَحْيِ غَلَبَنَا النِّسَاءَ أَبَا أَيُّوْبَ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ أَنْ تَغْلِبْنَهُ النِّسَاءَ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ أَنْ تَغْلِبْنَكَ ثُمَّ قَالَ لاَ أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا وَلاَ أَدْخُلُ لَكُمْ بَيْتًا ثُمَّ خَرَجَ رَحِمَهُ اللهُ

সালিম ইবনূ আব্দুল্লাহ্ বলেন, আমি আমার পিতা বেঁচে থাকা অবস্থায় বিবাহ করলাম। আমার পিতা লোকজনকে দাওয়াত দিলেন। দাওয়াত প্রাপ্তদের একজন আমার ঘরটি সবুজ রংয়ের বিভিন্ন কাপড়, বিছানা ও বালিশ দ্বারা সাজিয়েছিলেন। আবু আইয়ুব এসে ঘরে ঢুকলেন এবং তিনি আমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলেন। তিনি অনুসন্ধান করে দেখলেন, সবুজ কাপড় দ্বারা বাড়ি-ঘর পর্দা করা হয়েছে। তিনি বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তোমরা কি দেওয়ালে পর্দা লাগাও? আমার পিতা লজ্জিত হয়ে বললেন, হে আবু আইয়ুব! মহিলারা এ কাজে আমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। তখন আবু আইয়ুব বললেন, যাদের উপর মহিলারা প্রাধান্য বিস্তার করবে বলে মনে করতাম, আপনাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতাম না। এরপর তিনি বললেন, আমি তোমাদের খাদ্য খাব না। তোমাদের ঘরেও প্রবেশ করব না। অতঃপর তিনি বের হয়ে গেলেন *(ত্বাবারানী, আদাবুয যিফাফ ২০১ পৃঃ)*।

ভুরু (প্লার্ক) তুলে ফেলা যাবে না

নারীরা নিজেদেরকে সুন্দরী করে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে ভুরুর লোম তুলে ফেলে এবং ধনুক বা চাঁদের মত করে ভুরুপেন ব্যবহার করে। এতে সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটে যা রাসূল ε হারাম করেছেন এবং যে এরূপ করে তার প্রতি অভিশাপ করেছেন।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ε قَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী ε বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা সেই নারীর উপর অভিশাপ করেছেন, যে অন্য নারীর মাথায় নকল চুল মিশ্রিত করে দেয় কিংবা নিজ মাথায় নকল চুল মিশ্রিত করে এবং যে নারীর অন্যের দেহের কোন স্থানে সুচালো জিনিস দ্বারা খোদাই করে অথবা নিজের গায়ে খোদাই করায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩০, বাংলা মিশকাত হা/৪২৩৩)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ.

ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা অভিশাপ করেছেন, এমন সব নারীর উপর যারা অপরের দেহের কোন স্থানে উলকি অংকন করে এবং নিজের অঙ্গেও করায়, যারা ভুরুর চুল তুলে ফেলে এবং যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত চেঁছে সরু করে ও তার ফাঁক বড় করে, যারা আল্লাহ্র সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩১, 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। জাহেলী যুগের লোকেরা দেহের কোন স্থানে সুচালো জিনিস দ্বারা ঘা করে নাম বা কোন চিত্র খোদাই করে উৎকীর্ণ করত। এটা বড় গুনাহের কাজ। নারী-

পুরুষ নির্বিশেষে এই কাজ অন্যের দেহে করা বা নিজ দেহে করানো সমান এবং হারাম।

নেলপালিশ লাগানো ও নখ লম্বা করা যাবে না

নখে নেলপালিশ মাখা ও নখ লম্বা করা নিকৃষ্টতম অভ্যাস, যা ইউরোপীয় চরিত্রহীনা ব্যাভিচারিণীদের অভ্যাস। এটা আজকাল অনেক মুসলিম নারীদের মাঝেও দেখা যাচ্ছে। তারা খ্রিস্টানী, ব্যাভিচারিণী নারীদের মত নখ লম্বা করে নখে বিভিন্ন রঙের নেলপালিশ ব্যবহার করে চরম নগ্নতা প্রকাশ করে সমাজে বিচরণ করে মানুষের ঈমান আমল হরণ করছে। অনেক যুবকের হাতেও লম্বা নখ দেখা যায়। এতে আল্লাহ্র সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটে। কাফিরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়, যা হারাম।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ع مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুকরণ (সাদৃশ্য) করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭, 'পোশাক' অধ্যায়, হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছে কঠোরভাবে বিজাতিদের অনুকরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। নখে নেলপালিশ ব্যবহার করা, নখ বড় রাখা, কাফিরদের সাদৃশ্য ও বিধর্মী ব্যভিচারীণীদের অনুকরণ। নখ বড় রাখলে নবীগণের আদর্শকে অমান্য করা হয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ع يَقُولُ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল ع কে বলতে শুনেছি, 'ইসলামের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব রয়েছে। (১) খাৎনা করা (২) নাভীর নিচের লোম পরিস্কার করা (৩) গোঁফ কাটা (৪) নখ কাটা ও (৫) বগলের লোম তুলে ফেলা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২০, 'লেবাস' অধ্যায়, 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ع عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ قَالَ الرَّاوِيْ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী ع বলেছেন, '(নবীদের) স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য দশটি। গোঁফ কাটা, দাড়ি লম্বা করা, মেসওয়াক করা, পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধোয়া, বগলের লোম তুলে ফেলা, নাভীর নিচের লোম পরিস্কার করা, ইস্তেঞ্জা করা। রাবী বলেন, দশমটা আমি ভুলে গেছি। সম্ভবত কুলি করা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৯ বাংলা মিশকাত হা/৩৫০, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'মিসওয়াক' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমাদের জন্য গোঁফ খাট করা, নখ কাটা, বগলের লোম তুলে ফেলা, নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করার সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। ৪০ রাতের অধিক ছেড়ে রাখা যাবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২২)*।

অত্র হাদীছে চারটি জিনিসকে খাছ করা হয়েছে এবং চল্লিশ দিনের বেশি ছেড়ে রাখা যাবে না বলে কঠোরভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। **প্রথম** হচ্ছে গোঁফ ছোট করা। গোঁফ ছোট করা নবীদের বৈশিষ্ট্য। চেঁছে ফেলা ঠিক নয়। কারণ হাদীছে চাঁছার কথা আসেনি বরং কেটে ফেলার কথা এসেছে। যে ব্যক্তি চল্লিশ দিনের বেশি গোঁফ না কেটে রেখে দেবে সে গুনাহগার হবে এবং নবীগণের বৈশিষ্ট্যকে অমান্যকারীদের মধ্যে শামীল হবে। **দ্বিতীয়তঃ** নখ কেটে ফেলা। নখ না কেটে বড় রাখা কাফির-মুশরিক ও ইহুদী-খ্রিস্টানদের স্বভাব। যারা নখ বড় রাখে তারা তাদের অনুকরণ করে। আর যারা তাদের অনুকরণ করবে তাদের পরকাল তাদের সাথে হবে। **তৃতীয়তঃ** বগলের লোম তুলে ফেলা। বগলের লোম তুলে ফেলাই সুন্নত। কেটে ফেলার কথা নেই। **চতুর্থতঃ** নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা। যে কোন মাধ্যমে পরিস্কার করা যায়। উল্লেখিত বিষয়গুলি পালনের ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয় সমান। চল্লিশ দিনের মধ্যে পালন না করলে নারী-পুরষ উভয়কেই গুনাহগার হ'তে হবে।

দাড়ি কামানো যাবে না

দাড়ি কামানো মুসলমানদের জন্য নিকৃষ্ট কাজ। সুস্থ রুচিবোধ সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে এর চাইতে অধিক নিকৃষ্ট কাজ আর নেই। অনেক পুরুষই সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে দাড়ি কামায়। বিশেষ করে নতুন বর তার নবধুর কাছে দাড়ি না কামিয়ে প্রবেশ করা লজ্জাজনক এবং অসম্মানজনক মনে করে। এক শ্রেণীর মানুষ বয়সপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে দাড়ি রাখা লজ্জাজনক মনে করে। এক শ্রেণীর যুবকও বিয়ের পূর্বে দাড়ি রাখা লজ্জাজনক মনে করে। অথচ এটা নবীদের বৈশিষ্ট্য। দাড়ি কামালে চারটি অবৈধ কাজ করা হয়।

প্রথমতঃ সৃষ্টির পরিবর্তন। দাড়ি হচ্ছে পুরুষদের জন্য বিশেষ পরিচিতি। নারী থেকে পুরুষকে পৃথক করার জন্য দাড়ি আল্লাহ্‌র এক বিশেষ অনুগ্রহ। এটা কামিয়ে ফেললে সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটানো হয়। যা আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন *(নেসা ১১৯)*। যারা সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটায় রাসূল ε তাদের প্রতি অভিশাপ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩১, 'পোশাক' অধ্যায়, 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*।

দ্বিতীয়তঃ রাসূল ε-এর আদেশের বিরোধিতা করা হয়। একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ε দাড়ি রাখার আদেশ করেছেন। যেমন-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ε قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللُّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

ইবুন ওমর (রাঃ) বলেন, নবী ε বলেছেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর এবং দাড়ি ছাড় ও গোঁফ একেবারে খাট কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২১)*।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى.

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'গোঁফ একেবারে ছোট কর এবং দাড়ি ছেড়ে দাও' *(বুখারী, মুসলিম, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ২০৯ পৃঃ)*।

তৃতীয়তঃ কাফিরদের সাদৃশ্য বা অনুকরণ করা হয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللُّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'গোঁফ খাট কর, দাড়ি লম্বা কর, অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা কর' *(মুসলিম, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ২১০ পৃঃ)*। অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা দাড়ি কামায় তারা আগুন পূজারীদের অনুকরণ করে।

চতুর্থতঃ দাড়ি কামালে মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়। পুরুষদের জন্য দাড়ি থাকা যেমন সৌন্দর্যের বিষয়, মহিলাদের দাড়ি না থাকা তেমন সৌন্দর্য বৃদ্ধির কারণ। যারা দাড়ি কামিয়ে মহিলাদের মত হ'তে চায় আল্লাহ তাদের প্রতি অভিশাপ করেছেন।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ε الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল ε 'মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষের বেশধারী মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৯, 'পোশাক' অধ্যায়, 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*।

পুরুষ সোনার আংটি পরতে পারে না

অনেক পুরুষ সোনার আংটি পরিধান করে। বিশেষ করে বিবাহের বরকে সোনার আংটি দেয়া হয়। এটাও কাফেরদের অনুকরণ। কারণ এটা খ্রিস্টানদের মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে প্রবেশ করেছে। সোনার আংটি পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম। অবশ্য নারীও এর অন্তর্ভুক্ত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ε أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'নবী ε সোনার আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন' *(বুখারী, আদাবুয যিফাফ ২১৪)*।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ε عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

আলী (রাঃ) বলেন, 'রাসূল ε আমাকে সোনার আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৫৬, 'পোশাক' অধ্যায়)*।

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ε نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَأَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল ε রেশম, হলুদ রঙের কাপড় পরিধান করতে ও সোনার আংটি ব্যবহার করতে এবং রুকুর মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৮৪, বাংলা মিশকাত হা/৪১৮৯, 'পোশাক' অধ্যায়, 'আংটি পরিধান' অনুচ্ছেদ)।*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ε قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার প্রিয়জনকে আগুনের কড়া বা আংটি পরানো পসন্দ করে, সে যেন তাকে সোনার কড়া বা আংটি পরায়' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪০১, বাংলা মিশকাত হা/৪২০৫)।*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ε رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল ε এক লোকের হাতে সোনার একটি আংটি দেখলেন। তিনি তা খুলে নিয়ে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি আগুনের টুকরা হাতে রাখতে চাইলে এই আংটি হাতে রাখতে পারে' *(মুসলিম, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ২১৫ পৃঃ)।*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ε رَأَى عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَذَا شَرٌّ هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ فَأَلْقَاهُ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَسَكَتَ عَنْهُ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী ε তাঁর জনৈক ছাহাবীর হাতে সোনার আংটি দেখে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন তিনি আংটি খুলে নিক্ষেপ করলেন এবং একটি লোহার আংটি বানালেন। তখন রাসূল ε বললেন, 'এটা হচ্ছে নিকৃষ্ট, এটা জাহান্নামীদের অলংকার'। তিনি তা খুলে নিক্ষেপ করলেন এবং একটি রূপার আংটি বানালেন। রাসূল ε তাকে আর কিছু বললেন না *(আহমাদ, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ২১৭ পৃঃ)।*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ε أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'আমার উম্মতের যে ব্যক্তি সোনা পরিধান করবে, আল্লাহ্ তার প্রতি জান্নাতের সোনা হারাম করে দিবেন' *(আহমাদ, আদাবুয যিফাফ ২২২ পৃঃ)।*

নারীরা স্বর্ণালংকার ব্যবহার করতে পারে কি?

নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, স্বর্ণালংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারীরাও পুরুষদের মধ্যে শামিল। যে সমস্ত হাদীছে নারী-পুরুষ উল্লেখ না করে স্বতন্ত্রভাবে স্বর্ণালংকার হারাম হওয়ার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, নারীগণ অবশ্যই তার অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে স্বর্ণের হার এবং স্বর্ণের আংটি নারীদেরও পরিহার করা উচিত। তবে ব্যবহৃত স্বর্ণালংকারের যাকাত দিলে ব্যবহার করতে পারে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ε قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী ε বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার প্রিয়জনকে জাহান্নামের অগ্নির আংটি পরিধান করাতে চায় সে যেন তাকে স্বর্ণের আংটি পরিধান করায়। যে ব্যক্তি তার প্রিয়জনের গলায় জাহান্নামের আগুনের হার পরাতে চায় সে যেন তাকে স্বর্ণের হার পরায়। আর যে ব্যক্তি তার প্রিয়জনকে জাহান্নামের আগুনের বালা পরাতে চায় সে যেন তাকে স্বর্ণের বালা পরায়। তবে তোমরা রূপা ব্যবহার করতে পার। রূপার অলংকার নিয়ে আনন্দ উৎসব কর, তাতে কোন দোষ নেই' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪০১, বাংলা মিশকাত হা/৪২০৫, হাদীছ ছহীহ)।* অত্র হাদীছে নারী-পুরুষের কোন পার্থক্য করা হয়নি।

عَنْ ثَوْبَانَ جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ اللهِ ε وَفِي يَدِهَا فَتْخٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ النبي اللهِ ε يَضْرِبُ يَدَهَا بِعُصَيَّةٍ مَعَهُ يَقُوْلُ لَهَا اَيُسُرُّكِ اَن يَّجْعَلَ اللهُ فِيْ يَدِكِ خَوَاتِيْمَ مِنْ نَارٍ فَأَتَتْ فَاطِمَةَ تَشْكُو إِلَيْهَا قَالَ ثَوْبَانُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ε عَلَى فَاطِمَةَ وَأَنَا مَعَهُ وَقَدْ أَخَذَتْ مِنْ عُنُقِهَا سِلْسِلَةً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ هَذَا اَهْدَى لِيْ اَبُوْ حَسَنٍ تَعْنِيْ زَوْجِهَا (عَلِيًّا) وَفِيْ يَدِهَا السِّلْسِلَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ε يَا فَطِمَةُ اَيُسُرُّكِ اَنْ يَّقُوْلَ النَّاسُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ فِيْ يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ ثُمَّ عَذَّمَهَا عِذَمًا شَدِيْدًا فَخَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ فَعَمَدَتْ فَاطِمَةُ إِلَى السِّلْسِلَةِ فَبَاعَتْهَا فَاشْتَرَتْ بِهَا نَسَمَةً فَاعْتَقَتْهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ε فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَجَّى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ

ছাওবান (রাঃ) বললেন, একদা হুবায়রাহ (রাঃ)-এর মেয়ে সোনার একটি বড় আংটি পরিধান করে নবী ε-এর কাছে আসল। নবী ε-এর হাতে একটি ছোট লাঠি ছিল। তা দিয়ে তিনি তার হাতে প্রহার করছিলেন এবং বলছিলেন, ‘আল্লাহ জাহান্নামের আগুন দ্বারা বানানো আংটি পরালে তা তোমার ভাল লাগবে কি’? তারপর হুবায়রাহ (রাঃ)-এর কন্যা ফাতিমা (রাঃ)-এর নিকট গেলেন এবং তার কাছে অভিযোগ করলেন। ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূল ε যখন ফাতেমার কাছে গেলেন, তখন আমি তাঁর কাছে ছিলাম। এমতাবস্থায় ফাতিমা (রাঃ) তাঁর গলার সোনার হারটি হাতে নিলেন এবং বলতে লাগলেন এটা আমাকে হাসানের আব্বা অর্থাৎ তার স্বামী আলী (রাঃ) উপঢৌকন দিয়েছেন। রাসূল ε ফাতিমা (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘ফাতিমা তুমি কি খুশী হবে যদি মানুষ তোমাকে বলে যে, মুহম্মদের কন্যা ফাতিমার হাতে জাহান্নামের আগুনের হার রয়েছে? তারপর নবী ε ফাতিমকে খুব তিরস্কার করলেন এবং ক্ষুব্ধ হয়ে বের হয়ে চলে গেলেন একটুও বসলেন না। ফাতিমা (রাঃ) হারটি বিক্রি করার ইচ্ছা করলেন। শেষ পর্যন্ত বিক্রি করেই ফেললেন এবং এর বিক্রিত মূল্য দ্বারা একটি দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দিলেন। এ সংবাদ রাসূল ε এর নিকট পৌঁছলে নবী ε খুশী হয়ে বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র যিনি ফাতিমা (রাঃ)-কে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করলেন’ *(নাসাঈ ২/২৪১, আদাবুয যিফাফ ২৩১ পৃঃ,)*।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ε رَأَى فِيْ يَدِ عَائِشَةَ قُلْبَيْنِ مُلَوِيَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَلْقِيْهِمَا عَنْكِ وَاجْعَلِيْ قُلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ وَصَفِّرِيْهِمَا بِزَعْفَرَانٍ

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী ε কোন এক সময় আয়েশা (রাঃ) এর হাতে স্বর্ণের তৈরি দু’টি চুড়ি দেখে বললেন, ‘তুমি এই চুড়ি দু’টি ছুঁড়ে ফেল এবং এর পরিবর্তে রূপার দু’টি চুড়ি তৈরি করে নাও এবং যাফরান দ্বারা হলুদ রং করে নাও’ *(নাসাঈ, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ২৩৩ পৃঃ)*।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ε قَالَتْ جَعَلْتُ شَعَائِرَ مِنْ ذَهَبٍ فِيْ رَقَبَتِهَا فَدَخَلَ النَّبِيُّ ε فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَقُلْتُ أَلاَ تَنْظُرُ إِلَى زِيْنَتِهَا فَقَالَ عَنْ زِيْنَتِكِ أُعْرِضُ قَالَتْ فَقَطَّعْتُهَا فَأَقْبَلَ عَلَيَّ بِوَجْهِهِ قَالَ زَعَمُوا أَنَّهُ قَالَ مَا ضَرَّ إِحْدَاكُنَّ لَوْ جَعَلَتْ خُرْصًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ جَعَلَتْهُ بِزَعْفَرَانٍ

উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, যবের সাদৃশ্যপূর্ণ একটি সোনার তৈরি হার পরিধান অবস্থায় ছিলাম। এ অবস্থায় রাসূল ε আমার কাছে আসলেন এবং সাথে সাথে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি বললাম, আপনি এই সুন্দর দৃশ্যপূর্ণ হারখানের দিকে কেন দেখছেন না? রাসূল ε বললেন, ‘আমি তো তোমার এই সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করছি। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, আমি হারটি ছিড়ে ফেললাম। তখন রাসূল ε আমার সামনে আসলেন। অত্র হাদীছের একজন বর্ণনাকারী আতা ইবনু আবু রাবাহ বলেন, কোন কোন মুহাদ্দিছ মনে করেন যে, রাসূল ε বললেন, তোমাদের কোন ক্ষতি হ’ত না যদি তোমরা রূপার দ্বারা কানের ছোট দুল বানিয়ে হলুদ রং করে নিতে’ *(আহমাদ, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ২৩৩ পৃঃ)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ε كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ وَيَقُولُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلاَ تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا

ওকবা ইবনু আমির (রাঃ) বলেন, 'রাসূল ε তাঁর পরিবারকে রেশমী কাপড় ও সোনার গয়না পরিধান করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন যদি তোমরা জান্নাতে সোনার অলংকার ও রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে চাও তাহ'লে দুনিয়াতে এগুলি পরিধান কর না' *(নাসাঈ২/২৪০ পৃঃ হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ε رَأَى عَلَيْهَا مَسَكَتَيْ ذَهَبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ε أَلاَ أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا لَوْ نَزَعْتِ هَذَا وَجَعَلْتِ مَسَكَتَيْنِ مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ صَفَّرْتِهِمَا بِزَعْفَرَانٍ كَانَتَا حَسَنَتَيْنِ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী ε আয়েশার কাছে দু'টি সোনার চুড়ি দেখলেন এবং বললেন, 'তোমাদের এর চেয়ে একটি সুন্দর ব্যবস্থার কথা বলব? যদি তুমি রূপার দু'টি চুড়ি বানাতে এবং যাফরান দ্বারা হলুদ রং করে নিতে তাহ'লে সে দু'টি খুব সুন্দর হ'ত' *(নাসাঈ ২/২৪১ পৃঃ হাদীছ ছহীহ)*।

অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলারা সোনা দ্বারা বানানো হার এবং আংটি ব্যবহার করতে পারবে না। তবে অন্যান্য অলংকার পরিধান করতে পারে এবং রূপা দ্বারা তৈরি সবধরনের গয়না পরিধান করতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, নারীদের স্বর্ণের গয়না পরিধানের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়।

عَنْ زَيْدِ بْنِ أرقم مرفوعًا الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ حَلاَلٌ لِإِنَاثِ أُمَّتِيْ حَرَمٌ عَلَى ذُكُوْرِهَا

যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'স্বর্ণ ও রেশমী বস্ত্র আমার উম্মতের নারীদের জন্য বৈধ এবং পুরুষদের জন্য হারাম' *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৮৬৫/৩০৩০)*। হাদীছে রাসূল ε নারীদের জন্য স্বর্ণের গয়না হালাল বলেছেন।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ε وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لاَ قَالَ أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَتَا فَأَدِّيَا زَكَوتَهُ

আম্র ইবনু শো'আইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হ'তে বর্ণনা করেন যে, দু'জন স্ত্রী লোক রাসূল ε-এর নিকট আসল। তখন তাদের হাতে দু'টি স্বর্ণের বালা ছিল। রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি যাকাত আদায় কর? তারা বলল, 'জি'-না। রাসূল ε বললেন, 'তোমরা কি ভালবাস যে আল্লাহ তাআলা ক্বিয়ামতের দিন তোমাদেরকে দু'টি আগুনের বালা পরাবেন? তারা বলল, কখনও না। রাসূল ε বললেন, তাহ'লে তোমরা এর যাকাত আদায় কর' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৮০৯, বাংলা মিশকাত হা/১৭১৭)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারীদের জন্য স্বর্ণের গয়না হালাল। তবে নিছাব পরিমাণ হ'লে যাকাত দিতে হবে।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, আমি স্বর্ণের গয়না পরতাম। একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা কি সেই কান্যের অন্তর্ভুক্ত, যার শাস্তির কথা কুরআনে আছে? রাসূল ε বললেন,, 'যাতে যাকাত দানের পরিমাণ হয় এবং তাতে যাকাত দেয়া হয় তখন তা কান্য হয় না' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৮১০, বাংলা মিশকাত হা/১৭১৮)*। আবুল আছ (রাঃ)-এর মেয়ে উমামা (রাঃ)-কে রাসূল ε একটি স্বর্ণের গয়না প্রদান করে বললেন, উমামা তুমি এই গয়না পরিধান কর *(আবুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, হাইয়াতু কেবারিল ওলামা)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ}

'তারা কি এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্র জন্য (কন্যা সন্তান হিসাবে) গণ্য করে, যে নারী অলঙ্কারে লালিত-পালিত হয় এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম' *(যুখরুফ ১৮)*। এখানে বলা হয়েছে, অলঙ্কার পরিধান করা নারীদের বৈশিষ্ট্য এবং সোনা-রূপার কোন পার্থক্য করা

হয়নি। কাজেই নারীরা সোনা-রূপার যে কোন গয়না পরিধান করতে পারে। এটা আমাদের হিসাব। পাঠক বিবেচনা করুন।

স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্টতা রেখে অনুগ্রহ প্রকাশকরা যরূরী

আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীকে স্বামীর সুখ শান্তির কেন্দ্রস্থল করেছেন। কোন স্বামী যদি প্রকৃত পক্ষে স্ত্রীর কাছে সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশ পেতে চায় তাহ'লে স্ত্রীর মতের সাথে একাত্মতা পোষণ করা স্বামীর জন্য যরূরী। বিশেষ করে স্ত্রী অল্প বয়সী তরুণী হ'লে তাকে উপদেশ দেয়া এবং তার সাথে নরম ব্যবহার করা আবশ্যক।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'তোমরা নারীদের সাথে ভাল ও উত্তম আচরণ কর। কারণ তাদেরকে পাঁজরের হাড় হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাঁকা হাড় হ'ল উপরের হাড় (সে হাড় দ্বারা নারীদের সৃষ্টি)। অতএব তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও, তবে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি ছেড়ে দাও, তাহ'লে সবসময় বাকাই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৩৮, বাংলা মিশকাত হা/৩১০০, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'নারীদের সাথে ব্যবহার' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'নারীকে পাঁজরের বাঁকা হাড় হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে কখনো তোমার জন্য সোজা হবে না। যদি তুমি তার দ্বারা কাজ নিতে চাও, তবে এই বাঁকা অবস্থায় কাজ নিতে থাক। যদি সোজা করতে চাও, তাহ'লে ভেঙ্গে ফেলবে। আর ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে তাকে তালাক দেয়া' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৩৯, বাংলা মিশকাত হা/৩১০১, 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'কোন মুমিন পুরুষ যেন কোন মুমিনা নারীকে শত্রু না ভাবে। কারণ নারীর কোন আচরণ অপসন্দ হ'লে কোন আচরণ পসন্দ হবেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪০, বাংলা মিশকাত হা/৩১০২, 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ε قَالَ لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

আব্দুল্লাহ ইবনু যামআ (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'কেউ যেন নিজের স্ত্রীকে দাসী-বাঁদীর ন্যায় না পিটায়। আবার দিন শেষে তার সাথে শয্যা গ্রহণ করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪২, বাংলা মিশকাত হা/৩১০৪, 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ ε وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ε إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল ε এর সামনে কাপড়ের বানানো পুতুল নিয়ে খেলতাম। আমার কতক সাথী ছিল যারা আমার সাথে খেলত। যখন রাসূল ε প্রবেশ করতেন, তখন তারা আত্মগোপন করত। কিন্তু তিনি তাদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। অতঃপর তারা আমার সাথে খেলত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪৩, বাংলা মিশকাত হা/৩১০৫, 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছে রাসূল ε তাঁর স্ত্রীর সাথে কিরূপ আচরণ করতেন তা বুঝা যায়। আরো প্রতীয়মান হয় যে, জায়েয পন্থায় স্ত্রীদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা যায়। উল্লেখ্য যে, আয়েশা (রাঃ)-এর এই পুতুল ছিল কাপড় দ্বারা বানানো, যা আমাদের ছোট মেয়েরা খেলার জন্য বানায়। এ থেকে বর্তমান যুগের তৈরি পুতুল মূর্তি জায়েয বলার কোন সুযোগ নেই।

عَنْ عَائِشَةُ وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ع يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ع يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ حَرِيصَةً عَلَى اللَّهْوِ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! নবী ε কে এরূপ করতে দেখেছি যে, তিনি আমার ঘরের দরজায় দাঁড়াতেন আর হাবশীরা মসজিদের মধ্যে বর্শা নিয়ে খেলত। রাসূল ε আমাকে তাঁর চাদর দিয়ে ঢেকে নিতেন যেন আমি তাঁর কান ও কাঁধের মধ্য দিয়ে তাদের খেলা দেখতে পারি। এ সময় তিনি আমার জন্য ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যতক্ষণ আমি খেলা দেখা বন্ধ না করতাম। এখন তোমরা অনুমান কর অল্প বয়স্কা খেলার লোভী বালিকার খেলা দেখার সময়ের পরিমাণ কত হ'তে পারে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪৪, বাংলা মিশকাত হা/৩১০৬, 'বিবাহ' অধ্যায়)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বৈধ পন্থায় স্ত্রীর মনোভাবকে সমর্থন করে তাকে খুশী করার পন্থা অবলম্বন করা যায়।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ع إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لاَ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَهْجُرُ إِلاَّ اسْمَكَ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল ε আমাকে বললেন, 'আয়েশা তুমি কখন আমার উপর খুশী থাক আর কখন নাখোশ থাক, আমিতা বুঝতে পারি। আমি বললাম, আপনি কিভাবে তা বুঝতে পারেন। রাসূল ε বললেন, যখন তুমি আমার প্রতি খুশী থাক তখন বল, না- মুহাম্মদের আল্লাহ্‌র কসম। আর যখন আমার উপর নাখোশ থাক তখন বল, না- ইবরাহীমের আল্লাহ্‌র কসম। আয়েশা বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ তাই। আল্লাহ্‌র কসম তখন আমি আপনার নাম ছাড়া কিছুকে পরিত্যাগ করি না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪৫, বাংলা মিশকাত হা/৩১০৭, 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্বামী যদি স্ত্রীর রাগ বুঝতে পারে তাহ'লে তাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কোন প্রকার প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করা ঠিক হবে না। কারণ রাসূল ε তাঁর স্ত্রীর রাগ বুঝতে পারতেন কিন্তু কিছু বলতেন না।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ ع فِي سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি রাসূল ε এর সাথে সফরে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তার সাথে দৌড়ের এক প্রতিযোগিতা করলাম এবং জয়ী হ'লাম। অতঃপর যখন আমি মোটা হয়ে গেলাম আবার প্রতিযোগিতা করলাম। কিন্তু এবার তিনি জয়লাভ করলেন এবং বললেন ঐ জয়ের পরিবর্তে এই জয় *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩২৫১, বাংলা মিশকাত হা/৩১১৩ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী ε স্বীয় স্ত্রীদেরকে নিয়ে কিভাবে হাসি-খুশী জীবন যাপন করতেন। এ ধরনের খোশ মেজাযী কাজ অতি বড়দের জন্য তো অশোভনীয় নয় বরং নবীগণের জন্যও নয়।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ع خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী ε বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে নিজের পরিবারের কাছে ভাল, সেই ভাল। আর আমি হচ্ছি আমার পরিবারের কাছে ভাল' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩২৫২, বাংলা মিশকাত হা/৩১১৪)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি কথা-কর্মে স্ত্রীর কাছে ভাল হ'তে পারে সেই সবচেয়ে ভাল পুরুষ। কাজেই এমন কথা ও কর্ম থেকে স্বামীকে বেঁচে থাকা উচিত যা স্ত্রীর কাছে অপসন্দনীয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ع أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'মুমিনদের মধ্যে পূর্ণ মুমিন সে ব্যক্তি যার ব্যবহার ভাল। আর তোমাদের মধ্যে ভাল সে ব্যক্তি যে তার পরিবারের কাছে ভাল *(আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩২৬৪, বাংলা মিশকাত হা/৩১২৫)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ε فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ε فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ

আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'আমি ঋতু অবস্থায় পানি পান করতাম তারপর পাত্রটি রাসূল ε এর হাতে দিতাম, তিনি আমার পান করার স্থানে মুখ রেখে পানি পান করতেন। অনুরূপভাবে আমি গোশত খেতাম, তারপর তার কিছু অংশ তাঁর হাতে দিতাম, তিনি আমার মুখ লাগিয়ে খাওয়া স্থানে মুখ রেখে খেতেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। অত্র হাদীছে স্ত্রীকে ভালবাসার এক চূড়ান্ত ভাব প্রকাশ করা হয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ε يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'নবী ε আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতেন এমতাবস্থায় আমি ঋতুবর্তী' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/ ৫৪৮ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ

মায়মুনা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল ε এমন এক চাদর পরিধান করে ছালাত আদায় করতেন যার কিছু অংশ আমার উপর থাকত এবং কিছু অংশ তাঁর গায়ের উপর থাকত এমতাবস্থায় আমি ঋতুবতী' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'ঋতু' অনুচ্ছেদ)*।

এ হাদীছ দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, রাসূল (ছাঃ) এর পারিবারিক জীবন ছিল এক গভীর ভালবাসার।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার নিকট পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হচ্ছে স্ত্রী ও খুশবু। আর ছলাতকে চক্ষু শীতলের মাধ্যম করা হয়েছে' *(নাসাঈ ২/৭৭ পৃঃ, মিশকাত হা/৫২৬১ 'রিকাক' অধ্যায়, 'গরীবদের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ وَجَابِرِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ اللهِ فَهُوَ لَغْوٌ وَسَهْوٌ وَلَعْبٌ إِلاَّ أَرْبَعُ خِصَالٍ مُلاَعَبَةُ الرَّجُلِ إِمْرَأَتَهُ وَتَأْدِيْبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمَشْيُهُ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ وَتَعْلِيْمُ الرَّجُلِ السِّبَاحَةُ

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ও জাবির ইবনু ওমায়ের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যেসব কাজে আল্লাহর যিকির হয় না, তা অনর্থক, অহেতুক খেলমাত্র। তবে চারটি কাজ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। (১) স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর সাথে খেলাধূলা করা (২) মানুষ কর্তৃক স্বীয় ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া (৩) দুই লক্ষবস্তুর মধ্য দিয়ে ঘোড়া পার করে দেয়া (৪) কোন ব্যক্তিকে সাতার শিক্ষা দেয়া' *(নাসাঈ, আদাবুয যিফাফ ২৭৭ পৃঃ)*।

স্বামীর অনুগত হওয়া স্ত্রীর জন্য আবশ্যক

স্ত্রীর জন্য স্বামীর আনুগত্য করা যরূরী। স্ত্রীর ন্যায় সঙ্গতভাবে স্বামীর খিদমত করবে। রান্না বান্না থেকে শুরু করে বাড়ির যাবতীয় কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করবে। যদি স্ত্রী স্বামীর খিদমত না করে তাহ'লে স্বামী তার স্ত্রীকে খিদমতে বাধ্য করবে। আর এটাই হ'ল তার কর্তৃত্ব।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে । আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়' *(বাকারা ২২৮)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি অধিকার রাখে। যা পরস্পরকে আদায় করা কর্তব্য। তবে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً}

'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এজন্য যে, আল্লাহ্ একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সেমতে সৎস্ত্রীগণ হয় আনুগত্যশীল এবং আল্লাহ্ তা'আলা যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন তা হেফাযত করেন। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা রয়েছে তাদের সদুপদেশ দাও। তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায় তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবার শ্রেষ্ঠ' *(নিসা ৩৪)*।

অত্র আয়াত দু'টিতে স্বামী-স্ত্রীর পার্থক্য এবং তাদের পারস্পরিক অধিকার যথাযথভাবে উল্লেখ হয়েছে। তাদের কর্তব্য এবং সেগুলির স্তর নির্ণয় সম্পর্কে একটি শারঈ মূলনীতি হিসাবে গণ্য। নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা একান্ত যরূরী, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা যরূরী। তবে পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় বেশি। দু'টি ন্যায়সঙ্গত ও তাৎপর্যের প্রেক্ষিতেই পুরুষদেরকে নারীদের উপর পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে। **প্রথমতঃ** পুরুষকে তার জ্ঞানৈশ্বর্য ও পরিপূর্ণ কর্মক্ষমতার কারণে নারী জাতির উপরে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। যা অর্জন করা নারী জাতির পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। **দ্বিতীয়তঃ** নারীর যাবতীয় প্রয়োজন পুরুষেরা নিজের উপার্জন কিংবা স্বীয় সম্পদের দ্বারা মিটিয়ে থাকে। প্রথম কারণটি আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ও মানুষের নিজস্ব ক্ষমতা বহির্ভূত। আর দ্বিতীয় কারণটি নিজের উপার্জিত ও ক্ষমতাভিত্তিক।

পারিবারিক জীবনে যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে নাফরমানী সংঘটিত হয় কিংবা এমন আশংকা দেখা দেয়, তাহ'লে প্রথম পর্যায়ে তাদের সংশোধনের জন্য নরমভাবে তাদের বুঝাবে। যদি তাতে বিরত না হয়, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের শয্যা পৃথক করে দিবে। যাতে এই বিচ্ছিন্নতার দরুন সে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়। বিচ্ছিন্নতা শুধু শয্যাতেই হবে, বাড়ি ও থাকার ঘর পৃথক করতে হবে না। কারণ তাতে তার অনুতাপ বেশি হবে। এতে সংশোধন না হ'লে প্রহারের কথা আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ε قَالَ لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর ছিয়াম পালন করা জায়েয নয় এবং স্বামীর বাড়িতে তার অনুমতি ব্যতীত কাউকে প্রবেশ করতে দেয়াও জায়েয নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩১ 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'কাযা ছিয়াম পালন করা' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, ফরয ছিয়াম পালন করার জন্য স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন হয় না। স্বামী যথাযথভাবে স্ত্রীর খিদমত উপভোগ করবে। নফল ইবাদত এই খিদমত বন্ধ করতে পারে না। কাজেই স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল ইবাদত করা যাবে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ وفي رواية وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে, আর সে বিছানায় যেতে অস্বীকার করে এবং স্বামী অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, তখন ফেরেশতাগণ তার প্রতি সকাল পর্যন্ত অভিশাপ করতে থাকেন'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল ε আল্লাহ্র কসম করে বললেন, 'কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকলে এবং তার স্ত্রী তা অস্বীকার করলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার উপর ততক্ষণ পর্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট থাকে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪৬, বাংলা মিশকাত হা/৩১০৮ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ-

আবদুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল ε বলেছেন, 'যখন কোন স্ত্রীলোক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করবে, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করবে এবং নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে ও স্বামীর আনুগত্য করবে, তখন তাকে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে বলা হবে' *(আহমাদ, আবূ নু'আইম, মিশকাত হা/৩২৫৪, বাংলা মিশকাত হা/৩১১৫, হাদীছ ছহীহ)।* অত্র হাদীছে নারীদের ইচ্ছামতো জান্নাতে যাওয়ার পাঁচটি মাধ্যম উল্লেখ করা হয়েছে। তার একটি হচ্ছে স্বামীর অনুগত হওয়া। স্ত্রীদের জন্য স্বামীর সেবাই হচ্ছে প্রধান কাজ। স্বামীর সেবার বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। স্ত্রীলোকের জন্য সাংসারিক দায়িত্ব খুবই কম।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ε قَالَ لَوْ كُنْتُ آمُرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'যদি আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীকে সেজদা করার নির্দেশ দিতাম' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩২৫৫, বাংলা মিশকাত হা/৩১১৬, হাদীছ ছহীহ্)।* অত্র হাদীছে স্ত্রীর উপর স্বামীর হক্ব কতটুকু তা স্পষ্ট হয়েছে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ε قَالَ لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لاَ تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, নবী ε বলেছেন, 'যখন কোন নারী তার স্বামীকে দুনিয়াতে কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতের হূরদের মধ্যে যে তার স্ত্রী হবে সে বলে, হে (অভাগিনী)! তুমি তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তিনি তোমার কাছে পরবাসী। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩২৫৮, বাংলা মিশকাত হা/৩১১৯, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ২৮৪ পৃঃ)।*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ نفسها

'আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'স্ত্রী ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র হক্ব আদায় করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার স্বামীর হক্ব আদায় না করবে। যদি স্বামী উটের গদির উপর থাকা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবুও স্ত্রীকে সম্মতি প্রকাশ করতে হবে' *(ইবনু মাজাহ, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ২৮৪ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)।*

عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ ε فِي حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ε أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ أَنْتِ لَهُ قَالَتْ مَا آلُوهُ إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ

হুছাইন ইবনু মিহছান বলেন, আমার ফুফু আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যে, কোন প্রয়োজনে আমি রাসূল ε এর কাছে আসলাম। অতঃপর নবী ε বললেন, 'হে ওমুক মহিলা! তোমার স্বামী আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, তুমি তার জন্য কেমন? সে বলল, আমি তার অনুগত্য ও খিদমতে কমতি করি না। তবে আমি তার পক্ষ থেকে কমতি পাই। রাসূল ε বললেন, তুমি অপেক্ষা কর, তুমি তার মাধ্যমে কোথায় যাবে? কেননা সে তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম' *(আহমাদ, আবী শায়বাহ, আলবানী, আদাবুয যিফাফ ২৮৫ পৃঃ)।* হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীদের জন্য কর্তব্য হচ্ছে স্বামীদের সেবায় নিয়োজিত থাকা। কেননা স্বামী হচ্ছে তার জান্নাত ও জাহান্নামের কারণ।

স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর

বাসস্থান ও অন্ন-বস্ত্রের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সীমা নেই। তবে অবশ্যই তা স্বামীর সামর্থ্যের মধ্যে হ'তে হবে।

পরস্পরের ইচ্ছানুযায়ী পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা উভয়ের জন্য আবশ্যক। এজন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করে দেয়া স্বামীর কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}

'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এজন্য যে, আল্লাহ্ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে' *(নেসা ৩৪)*।

আল্লাহ্ তা'আলা অনত্র বলেন,

{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا}

'বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযিক প্রাপ্ত, সে আল্লাহ যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করবে আল্লাহ্ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশি ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ্ প্রত্যেকের উপর তার সামর্থ অনুসারেই দায়িত্ব অর্পন করে থাকেন' *(ত্বালাক ৭)*। আয়াত দু'টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর। স্ত্রীর ব্যয়ভারের কোন পরিমাণ শরী'আতে নির্দিষ্ট নেই। বরং তা বিচার-বিবেচনার উপরই রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অবস্থা বিবেচ্য।

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ع إِنَّ لِزَوْزِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রীর তোমার উপর অধিকার রয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৫৪ 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلاَ تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ

হাকীম ইবনু মু'আবীয়া কুশাইরী (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তার পিতা বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ε! আমাদের স্ত্রীদের স্বামীর প্রতি কি কর্তব্য রয়েছে? রাসূল ε বললেন, 'তুমি যখন খাবে তাকেও খাওয়াবে এবং তুমি যখন কাপড় পরিধান করবে, তাকেও পরিধান করাবে। তার মুখে মারবে না, তাকে কটুকথা বলবে না, আর তাকে তোমার বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও থাকতে সুযোগ দিবে না' *(আহমাদ, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩২৫৯, বাংলা মিশকাত হা/৩১২০)*।

এখানে কয়েকটি বিষয়ে স্বামীকে সতর্ক করা হয়েছে। যার প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রাখা স্বামীর জন্য অপরিহার্য। (১) স্বামী যা খায় স্ত্রীকে তা খাওয়াবে। (২) স্বামী যে মানের কাপড় পরে সে মানের কাপড় পরাবে। (৩) কখনো সতর্ক করা জন্য মারলে তার মুখের উপর মারবে না। (৪) স্ত্রীকে কোন কটু কথা বলবে না। (৫) নিজের বাড়ী ছাড়া অন্য বাড়ীতে অবস্থানের সুযোগ দেওয়া যাবে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ع إِبْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'তুমি তোমার পরিবারের প্রতি ব্যয় কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯২৯)*।

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ع قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

আবু মাস'উদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেন, 'যখন কোন মুসলিম স্বীয় পরিবারের প্রতি ব্যয় করে এবং নেকীর আশা রাখে তা তার জন্য দান স্বরূপ হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩০, 'যাকাত' অধ্যায়, 'উত্তম দান' অনুচ্ছেদ)*। অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী-পরিবারের ব্যয় ভার স্বামীর উপর।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ε فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لاَ يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ε خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, উৎবার মেয়ে হিন্দা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী, রাসূল ε-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল ε! আবু সুফিয়ান কৃপণ মানুষ। সে আমার এবং আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খরচ দেয় না। এমতাবস্থায় তাকে না জানিয়ে তার অর্থ হ'তে কিছু নিলে গুনাহ হবে কি? নবী ε বললেন, ন্যায্যভাবে তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খরচ নিয়ে যাও' *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১১৬৮)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামীকে না বলে স্বামীর অর্থ হ'তে স্ত্রী পরিমাণমত অর্থ খরচ করতে পারবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'নারীদের খাদ্য ও পোশাকের ব্যয়ভার ন্যায্যভাবে বহন করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য' *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১১৭২)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'মানুষের গুনাগার হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, পরিবারের ব্যয় ভার বহন না করে তাদের নষ্ট করে' *(নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/১১৪২)*। অত্র হাদীছে বলা হয়েছে যে, পরিবারের ব্যয়ভার বহন করে না, সে তার পরিবারকে ধ্বংস করে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ

আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'মানুষের গুনাগার হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার পরিবারের খরচ বন্ধ করে দেয়' *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১১৭৩)*।

عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءَ الأَجْنَادِ فِيْ رِجَالٍ غَابُوْا عَنْ نِسَائِهِمْ أَنْ يَأْخُذُوْاهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوْا أَوْ يُطَلِّقُوْا فَإِنْ طَلَّقُوْا بَعَثُوْا بِنَفَقَةٍ مَا حَبَسُوْا

ওমর (রাঃ) সৈন্য বাহিনীর পরিচালকবৃন্দের কাছে লিখেছিলেন, 'যেসব পুরুষ তাদের স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকছে, তারা তাদের স্ত্রীদের খরচ বহন করবে, আর না হয়, তাদের তালাক প্রদান করবে। যদি তালাক দেয় তাহ'লে এতদিন যে, খরচ না দিয়ে স্ত্রী হিসাবে আবদ্ধ রেখেছে, তার খরচ প্রদান করুক' *(বায়হাকী, বুলূগুল মারাম হা/১১৭৭, হাদীছ হাসান)*।

আযল করা যায়

স্বামীর জন্য জায়েয আছে যে, সে তার বীর্যকে স্ত্রী হ'তে দূরে ফেলতে পারে। এ বিষয়ে অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। তবে তা স্ত্রীর অনুমতিক্রমে হ'তে হবে।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ ε فَلَمْ يَنْهَنَا

জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা আযল করতাম, তখন কুরআন নাযিল হচ্ছিল *(বুখারী, মুসলিম)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমাদের আযল করার সংবাদ রাসুল ε এর কাছে পৌঁছল কিন্তু তিনি আমাদের নিষেধ করলেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৪, বাংলা মিশকাত হা/৩০৪৬ 'বিবাহ' অধ্যায়, 'সহবাস ও আযল' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ع فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

জাবির (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল ε এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার একটি দাসী আছে, সে আমাদের খিদমত করে। আমি তাকে উপভোগ করি। অথচ তার গর্ভধারণ করাকে আমি পসন্দ করি না। রাসূল ε বললেন, 'তুমি ইচ্ছা করলে আযল করতে পার। তবে তার যা ভাগ্যে নির্ধারিত আছে তা হবেই'। হাদীছ বর্ণনাকারী বলেন, কিছুদিন অপেক্ষার পর সে ব্যক্তি পুনরায় রাসূল ε এর কাছে এসে বলল হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দাসীটি গর্ভধারণ করেছে। রাসূল ε বললেন, 'তোমাকে পূর্বেই বলেছি, তার যা হওয়ার তা হবেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৫, বাংলা মিশকাত হা/৩০৪৭ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ع فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ع فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল ε-এর সাথে বনী মুস্তালিকের যুদ্ধে বের হ'লাম। সেখানে বহু আরব নারী বন্দিনীরূপে আমাদের হাতে আসল। এ সময় আমাদের নারী সঙ্গমের আকাঙ্ক্ষা জাগল এবং নারী বিহীন আমাদের থাকা কষ্টকর হয়ে পড়ল। আমরা যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে আযল করাকেই পসন্দ করলাম। আমরা আযল করার দৃঢ় ইচ্ছা করলাম। কিন্তু আমরা বললাম, আমরা কি রাসূল ε কে না বলেই আযল করব অথচ তিনি আমাদের মাঝেই আছেন? সুতরাং আমরা তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'তোমরা আযল না করলেও কোন ক্ষতি নেই। কারণ ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা হওয়ার তা হবেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৬, বাংলা মিশকাত হা/৩০৪৮)*।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعَهُ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একবার রাসূল ε-কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল। তিনি বললেন, 'প্রত্যেক বীর্য দ্বারা সন্তান সৃষ্টি হয় না। আর আল্লাহ্ যখন কোন জিনিস সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন কোন কিছুই তাকে রোধ করতে পারে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৭ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ع أَنْ يُعْزَلَ عَنْ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا

ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'স্বাধীন স্ত্রীর সাথে আযল' করলে তার অনুমতি নিতে হবে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩১৯৭, বাংলা মিশকাত হা/৩০৫১ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ তার স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে আযল করতে পারে।

আযল পরিত্যাগ করা উত্তম

বিভিন্ন কারণে আযল ছেড়ে দেয়া উত্তম। বিভিন্ন কারণে আযল করা হারাম। যেমন- বেশি সন্তানের কারণে দরিদ্র হওয়ার ভয়, বাচ্চাদের লালন-পালনের কষ্টের ভয়। এটা মানুষের কর্ম ও ইচ্ছার ভিত্তিতে জীবন্ত হত্যার মত হবে। যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

{وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيراً}

'দরিদ্র হওয়ার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানকে হত্যা কর না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই খাদ্য প্রদান করে থাকি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ' *(ইসরা ৩১)*। নিশ্চয়ই আযলে বিবাহের উদ্দেশ্য খর্ব হয়। আর তা হচ্ছে বংশধর বৃদ্ধিকরণ, যা আমাদের নবীর গর্বের বিষয় হবে।

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ع تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

মা'কাল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) বলেন, রাসূল ع বলেছেন, 'তোমরা বিবাহ কর প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান প্রসবকারিণী নারীকে' *(আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩০৯১, বাংলা মিশকাত হা/২৯৫৭ 'বিবাহ' অধ্যায়)।*

عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ع فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلاَدَهُمْ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ع ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ {وَهِيَ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ}

জুদামা বিনতু ওয়াহাব (রাঃ) বলেন, একদা আমি কতক লোক সহকারে রাসূলুল্লাহ ع-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি বলছিলেন, 'আমি স্তন্যদানকালে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে নিষেধ করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু আমি রোমান ও ইরানীদের দেখলাম যে, তারা স্তন্যদানকালে স্ত্রী সহবাস করে, অথচ এটা তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি করে না। অতঃপর লোকেরা তাঁকে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তখন রাসূল ع বললেন, 'এটা হ'ল জীবন্ত সন্তান গোপনভাবে পুঁতে ফেলা। এটা আল্লাহ্‌র বাণীর অন্তর্ভুক্ত। 'যখন জীবন্ত পুতে দেয়া সন্তানকে জিজ্ঞেস করা হবে কোন অপরাধে হত্যা করা হয়েছে' *(তাকভীর ৮; মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৯, বাংলা মিশকাত হা/৩০৫১)।*

উপরের বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আযল হচ্ছে গোপন জীবন্ত হত্যা। তবে গর্ভধারণের কারণে রোগ বেশী হবে মনে করলে অস্থায়ীভাবে প্রতিরোধক গ্রহণ করতে পারে। মৃত্যুর ভয় হ'লে প্রতিরোধক গ্রহণ করা যরূরী। আল্লাহ্ বেশি জানেন।

একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা যায়

পারিবারিক জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে নর-নারীর নৈতিক পবিত্রতা ও সতীত্ব সংরক্ষণ। আর এজন্যই বিয়ে করার আদেশ করা হয়েছে। পুরুষদের জন্য এ অনুমতিও দেয়া হয়েছে যে, চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। চারজন গ্রহণ করা ওয়াজিব কিংবা ফরয নয়। বরং তা অনুমতি মাত্র। মোটকথা, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ বর্তমান সভ্যতায় যতই দূষণীয় ও কলংকের কাজ হোক না কেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ও রাসূলের দৃষ্টিতে এ কাজ অপসন্দনীয় ছিল না। বিশেষ করে যেসব পুরুষ একজন স্ত্রী দ্বারা নিজেদের চরিত্রকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখতে পারে না। যৌন শক্তির কারণে পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হ'তে ও অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করতে যাদের বাধ্য করে, তার পক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা যে কর্তব্য তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ চরিত্রের পবিত্রতা হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বরং চরিত্রকে রক্ষা করার জন্য একাধিক বিবাহ করা অপরিহার্য।

এখানে ইসলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত আরোপ করেছে। আর তা হচ্ছে সুবিচার, সমমান ও সমঅধিকার প্রদান করা। পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, বাস সামগ্রী, খাদ্য, সঙ্গদান, মিলামিশা, হাসি-খুশী ব্যবহার, কথাবার্তা বলা ইত্যাদি বিষয়েও সবার ক্ষেত্রেই সমতা রক্ষা করে সব স্ত্রীর অধিকার প্রদান করা স্বামীর কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا}

'আর তোমরা যদি ইয়াতীমদের প্রতি অবিচার করার ব্যাপারে ভয় কর। তবে যেসব নারী তোমাদের পসন্দ হয়, তাদের মধ্য থেকে দুই দুই, তিন তিন, চার চার জনকে বিবাহ কর। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে ইনছাফ করতে পারবে না। তাহ'লে একজন স্ত্রী গ্রহণ কর অথবা তোমাদের দাসীদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ কর। অবিচার হ'তে বাঁচার জন্য এটাই অধিক সঠিক কাজ' *(নিসা ৩)।*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ع أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, গায়লান ইবনু সালামা ছাকাফী মুসলমান হ'ল। জাহেলী যুগে তার ১০ জন স্ত্রী ছিল। তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করল। নবী ε তাকে বললেন, 'চার জন স্ত্রী রেখে সবাইকে পৃথক করে দাও' *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৭৬, বাংলা মিশকাত হা/৩০৩৯ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ع فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

কায়েস ইবনু হারেছ (রাঃ) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম, তখন আমার কাছে আট জন স্ত্রী ছিল। আমি নবী ε এর কাছে এসে বিবরণ পেশ করলাম। তিনি বললেন, 'তাদের মধ্য থেকে চার জন বাছাই করে নাও' *(ইবনু মাজাহ হা/১৯৫২ হাদীছ ছহীহ)*। অত্র বিবরণ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণ হয় যে, পুরুষ এক সাথে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। এমনকি ঈমানের দৃঢ়তার জন্য প্রয়োজনে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা উত্তম।

স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা অপরিহার্য

ভরণ-পোষণ ও রাত্রি যাপন করার ব্যাপারে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা স্বামীর জন্য ফরয। সবার প্রতি সমান ব্যবহার ও ন্যায়বিচারকে শরী'আতে ফরয করে দেয়া হয়েছে। যদিও মনের টান সবার প্রতি সমান রাখা সম্ভব নয়। কারণ মনের টান বিষয়টি মানুষের ইচ্ছা বহির্ভূত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}

'তোমরা নারীদের মধ্যে মনের টানসহ সব ব্যাপারে কখনো সমতা রক্ষা করতে পারবে না, যদিও তোমরা সমতা রক্ষা করার আশা-আকাঙ্ক্ষা রাখ। তবে কারো প্রতি পূর্ণ ঝুঁকে পড়ে অপরকে ঝুলন্ত রেখ না' *(নিসা ১২৯)*। যদি কারো পক্ষে এসব ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে তার জন্য একজন স্ত্রী গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}

'যদি তোমরা সমতা রক্ষা না করার আশংকা কর, তবে এক স্ত্রী গ্রহণ কর' *(নিসা ৩)*।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ع قُبِضَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ وَكَانَ يَقْسِمُ مِنْهُنَّ لِثَمَانٍ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ ε নয়জন স্ত্রী রেখে ইন্তেকাল করেন। তখন তিনি সওদা ব্যতীত আটজন স্ত্রীর মধ্যে পালা বণ্টন করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২২৯, বাংলা মিশকাত হা/৩৯০১)*। কারণ সওদা তার পালা আয়েশাকে দান করেছিলেন।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كَبُرَتْ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ع يُقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলের ε স্ত্রী সওদা (রাঃ) যখন বেশী বৃদ্ধা হয়ে গেলেন, তখন বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার কাছে আমার প্রাপ্য পালা আমি আয়েশাকে দিলাম। অতঃপর রাসূল ε আয়েশার জন্য দুই পালা নির্ধারণ করতেন, তার নিজের পালা এবং স্ত্রী সওদার পালা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৩০, বাংলা মিশকাত হা/৩০৯২)*। হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেউ স্বেচ্ছায় নিজের পালা অন্যকে দিতে পারে।

عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ

তাবেঈ আবু কেলাবা আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন সুন্নত হচ্ছে, যখন কোন ব্যক্তি বিবাহিতা নারীর পরে কুমারী নারী বিবাহ করবে, তার কাছে সাত রাত্রি অবস্থান করবে। অতঃপর পালা বণ্টন করবে। আর যখন বিবাহিতা নারী বিবাহ করবে, তার কাছে তিন রাত্রি অবস্থান করবে। অতঃপর পালা বণ্টন করবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৩৩, বাংলা মিশকাত হা/৩০৯৫)*।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ع كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী ع বলেন, তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে পালা বণ্টন করতেন এবং ন্যায়বিচার করতেন, আর বলতেন, হে আল্লাহ্! আমি আমার শক্তি অনুসারে পালা বণ্টন করলাম। সুতরাং যাতে শুধু তোমার শক্তি রয়েছে আমার শক্তি নেই, তাতে তুমি ভর্ৎসনা কর না *(তিরমিযী হা/১১৪০, নাসাঈ হা/৩৮৮২, আবূদাউদ হা/১৮১২, ইবনু মাজাহ হা/১৯৭১, আহমাদ হা/২৩৯৫৯, দারেমী হা/২১১০, বাংলা মিশকাত হা/৩২৩৫, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ع قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী ع বলেছেন, 'যদি কোন ব্যক্তির কাছে দুইজন স্ত্রী থাকে আর সে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার না করে, তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন সে এক অঙ্গহীন অবস্থায় উঠবে' *(আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩২৩৬, বাংলা মিশকাত হা/৩০৯৮, হাদীছ ছহীহ)*।

পারিবারিক জীবনের বৃহত্তর লক্ষ হচ্ছে সন্তান

পারিবারিক জীবন যাপনের লক্ষ্য নারী-পুরুষের যৌন জীবনে পরম শান্তি, পারস্পরিক অকৃত্রিম নির্ভরতা, উভয়ের মনের স্থায়ী শান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ। তবে এটাই চূড়ান্ত নয়। বরং বংশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সদ্যজাত শিশু-সন্তানদের আশ্রয় দান, তাদের যথাযথ লালন-পালন দাম্পত্য জীবনের চরম ও বৃহত্তম লক্ষ্য। পারিবারিক জীবন ছাড়াও সন্তান হ'তে পারে। কিন্তু তার পবিত্রতা বিধান, সুষ্ঠু লালন-পালন এবং ভবিষ্যৎ সমাজের উপযুক্ত মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা পারিবারিক জীবন ব্যতীত আদৌ সম্ভব নয়। কুরআনের একাধিক আয়াতের স্পষ্ট বিবরণে বুঝা যায় স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান জন্মদান। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً}

'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী' *(সূরা নিসা ১)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বৈবাহিক জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান-সন্ততি জন্ম দেওয়া। যারা নিজ বিদ্যা-বুদ্ধির ভিত্তিতে আল্লাহ্র উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবে তারাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ}

'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত, তোমরা তোমাদের ইচ্ছামত তাদেরকে ব্যবহার কর এবং তোমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ রচনার জন্য সন্তান গ্রহণ কর' *(বাকারা ২২৩)*।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীকে কৃষকের শস্য ক্ষেতের সাথে তুলনা করেছেন। কৃষক যেমন শুধুমাত্র আনন্দ-স্ফুর্তির উদ্দেশ্যে যমীনে গমন করে না বরং যমীনে যাওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য শস্য লাভ করা। মানুষ তেমনি যৌন মিলনে আনন্দ-স্ফুর্তি লাভের উদ্দেশ্যে কেবল স্ত্রীর কাছে গমন করবে তা নয়। বরং মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান লাভ করা ও বংশ বৃদ্ধি করা। অত্র আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের নিজের ভবিষ্যৎ রচনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ কর'। অর্থাৎ সন্তান গ্রহণ করে স্ত্রী সহবাসের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কর। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ}

'এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং কামনা কর এমন (সন্তান) যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্যে নির্ধারণ করে রেখেছেন' *(নিসা ১৮৭)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামী-স্ত্রী তাদের যৌন ক্রিয়ার দ্বারা বিবাহের বৃহত্তর উদ্দেশ্য লাভের চেষ্টা করবে। আর তা হচ্ছে সন্তান লাভ ও ভবিষ্যৎ

বংশধর বৃদ্ধি। উদ্দেশ্য এরূপ না হ'লে তা হবে নিছক যৌন স্পৃহা পূরণ করা, যা নিম্নস্তরের পশুর কাজ। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَأُكُمْ فِيهِ}

'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং জন্তু জানোয়ারের জন্যও তাদের জুড়ি সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করেন' *(শূরা ১১)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীকে বংশ বৃদ্ধির মাধ্যম করেছেন। আর এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান হত্যা করার পথ ও পন্থা বন্ধ করতে বলেছেন। রাসূল ﷺ বেশি সন্তান প্রদানকারিণী নারীকে বিবাহ করতে বলেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

{وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ}

'এবং তোমরা দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা কর না। আমিই তোমাদের ও তাদের খাদ্য প্রদান করে থাকি' *(আনআম ১৫১)*।

যারা নিজেদেরকে অভাবগ্রস্ত মনে করে এবং সন্তানদের ব্যয়ভার যথাযথ বহন করতে পারবে না মনে করে সন্তান হত্যা করে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা রিযিকদান করার স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً}

'তোমরা দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা কর না। তাদের এবং তোমাদের রিযিক আমিই দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা মহাপাপ' *(বানী ইসরাঈল ৩১)*।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِرَاءً عَلَى اللهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ}

'যারা অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাবশত নিজেরা নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে এবং আল্লাহ্র দেওয়া রিযিককে নিজেদের জন্য হারাম করে নেয়, তারা আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ মিথ্যা আরোপ করে। তারা সবাই ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা নিশ্চিতই পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং কখনো সঠিক পথে আসবে না' *(আনআম ১৪০)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জন্ম নিরোধের যে কোন আধুনিক পদ্ধতিকে নির্বুদ্ধিতা ও জ্ঞানহীনের পরিচয় বলে ঘোষণা করেছেন। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তানকে রিযিক বলেছেন। নবী ﷺও সন্তানকে উপার্জিত সম্পদ বলেছেন, যা মানুষ গ্রহণ না করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রতিরোধ করে নিজেদের উপর হারাম করে নেয়। অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যারা মনে করে সন্তান বেশি হ'লে যথাযথভাবে লালন-পালন করা যাবে না, তারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। কারণ এতে আল্লাহ্কে অক্ষম মনে করা হয়, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বেশি সন্তানকেও উপযুক্তভাবে লালন-পালন করতে সক্ষম। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُم}

'এমনভাবে অনেক মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের উপাস্যরা সন্তান হত্যাকে সুশোভিত করে দিয়েছে, যেন তারা তাদেরকে বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের ধর্মমতকে তাদের কাছে বিভ্রান্ত করে দেয়' *(আনআম ১৩৭)*।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সন্তান হত্যা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জন্মনিরোধ একটা মন ভুলানো ও চাকচিক্যময় কাজ। এ কাজের অনিবার্য ফল হচ্ছে একটা জাতিকে নৈতিকতার দিক দিয়ে ধ্বংস করা। বংশের দিক দিয়ে নির্বংশ করা। যুবশক্তির চরম অভাব ঘটিয়ে সর্বনিম্নে পৌঁছে দেয়া।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً}

'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন। আর তোমাদের স্ত্রীদের থেকেই তোমাদের জন্য সন্তান-সন্ততি ও পৌত্র-পৌত্রি সৃষ্টি করেছেন' *(নাহল ৭২)*।

এ আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ আমাদের জন্য আমাদের নিজস্ব প্রজাতি থেকেই আমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা আন্তরিক গভীর সম্পর্কের ভিত্তিতে মিলিত

হ’তে পারি। আর এই আকর্ষণের কারণেই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন সম্পর্ক স্থাপিত হয়, যার ফলে বংশ বৃদ্ধি হয়। আর এটাই হচ্ছে বিয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ স্বামী-স্ত্রীর আবেগ উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেম-ভালবাসা পরিপূর্ণ লাভ করে সন্তানের মাধ্যমে। সন্তান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘আলা আরো বলেন,

{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}

‘অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য ও সুখ-শান্তির উপাদান ও বাহন’ *(কাহ্‌ফ ৪৬)*।

অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর মাধ্যম। আর সন্তান-সন্ততি হচ্ছে বংশ তথা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যম।

সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্তব্য

সন্তান জন্মের সাথে সাথেই তাদের প্রতি পিতামাতার কতক কর্তব্য আরোপিত হয়, যেগুলি পালন করা পিতামাতার জন্য যরূরী। তন্মধ্যে প্রথম কর্তব্য হচ্ছে কানে আযান দেওয়া। নারী-পুরুষ যে কেউ আযান দিতে পারে। তবে হাদীছে পুরুষের কথা রয়েছে। নবী ع তাঁর নাতি হাসানের কানে আযান দিয়েছিলেন। ছালাতের জন্য যেভাবে আযান দেওয়া হয় সেভাবে দিতে হবে। কোন শব্দ বাদ দেয়া যাবে না। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে কিংবা জোরে আযান দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

عَنْ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ع أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاَةِ

আবু রাফে‘ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ফাতিমা (রাঃ) যখন হাসান ইবনু আলী (রাঃ)কে প্রসাব করলেন, তখন আমি রাসূল ع কে তার কানে ছালাতের আযানের মত আযান দিতে দেখলাম *(তিরমিযী হা/১৫১৪, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৫৭, বাংলা মিশকাত হা/৩৯৭৮, ইরওয়া হা/১১৭৩)*।

প্রকাশ থাকে যে, শিশুর ডান কানে আযানের শব্দ এবং বাম কানে ইকামতের শব্দ বলতে হবে না। কারণ এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(ইরওয়া ৪র্থ খণ্ড হা/১১৭৪)*।

জাল হাদীছটি হচ্ছে,

رَوَى ابْنُ السُّنِّيْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَرْفُوْعًا مَنْ وَلَدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَذَّنَ فِيْ أُذْنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِيْ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرُّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ

ইবনু সুন্নি হাসান ইবনু আলী (রাঃ) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন, ‘যে ব্যক্তি কোন সন্তান জন্ম দিবে, অতঃপর সে তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইক্বামত দিবে। তাহ’লে সে শিশুর এমন অসুখ হবে না, যা তাকে অজ্ঞান করে দেয়’ *(ইরওয়া হা/১১৭৪)*।

নবজাত শিশুর জন্য তাহনীক করা

তাহনীক হচ্ছে কোন আলেম বা তাকওয়াশীল ব্যক্তি কর্তৃক খেজুর চিবিয়ে কিংবা মধু বা মিষ্টি জাতীয় কোন বস্তুতে স্বীয় লালা মিশ্রিত করে নবজাত শিশুর মুখে দেয়াকে তাহনীক বলে। কোন জ্ঞানী ও তাকওয়াশীল ব্যক্তির কাছ থেকে তাহনীক করে নিয়ে আসা যায়। তিনি তাহনীকের পর শিশুর জন্য কল্যাণের দো‘আ করবেন।

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ع أَنَّ رَسُولَ اللهِ ع كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ع এর কাছে নবজাত শিশুকে নিয়ে আসা হ’ত, তিনি তাদের কল্যাণ ও বরকতের জন্য দো‘আ করতেন এবং তাদেরকে তাহনীক করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৫০, বাংলা মিশকাত হা/৩৯৭১)*।

عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ع فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ ع ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلاَمِ

আবুবকর (রাঃ)-এর মেয়ে আসমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি মক্কাতেই আব্দুল্লাহ্ ইবনু যুবায়েরকে গর্ভে ধারণ করেন। তিনি আরও বলেন, কুবা নামক স্থানে অবস্থানকালেই আব্দুল্লাহ্ জন্মলাভ করে। অতঃপর আমি তাকে নিয়ে রাসূল ε-এর খিদমতে আসলাম এবং শিশুটি তার কোলে তুলে দিলাম। তিনি একটি খেজুর নিয়ে চিবিয়ে শিশুর মুখে রাখলেন এবং তালুতে পৌঁছে দিলেন। [ফলে রাসূল ε এর লালা মিশ্রিত খাদ্য সর্বপ্রথম তার পেটে প্রবেশ করল]। অতঃপর নবী ε তার জন্য কল্যাণ ও বরকতের দো'আ করলেন। মদীনায় মুহাজিরদের পক্ষ থেকে এটাই ছিল প্রথম শিশু *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৫১, বাংলা মিশকাত হা/৩৯৭২)।* হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শিশুর জন্য দো'আ ও কল্যাণের আশায় তাকওয়াশীল জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাওয়া যায়। যিনি তাহনীক করবেন এবং শিশুর জন্য দো'আ করবেন।

বিসমিল্লাহ্ বলে শিশুকে দুধ পান করাতে হবে

শিশুকে দুধপান করানোর সময় এবং ছেলে-মেয়েদেরকে খাদ্য পদ্রান করার সময় বিসমিল্লাহ বলে দেওয়া পিতামাতার জন্য যরূরী কর্তব্য। কারণ যে খাদ্যে বিসমিল্লাহ বলা হয় না, সে খাদ্য শয়তান খায়।

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'শয়তান সেই খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল করে নেয় যে খাদ্যে বিসমিল্লাহ বলা হয় না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬০, বাংলা মিশকাত হা/৩৯৮১ 'খাদ্য' অধ্যায়)।*

সন্ধ্যার সময় শিশুকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে না

যথাযথভাবে শিশু লালন-পালনের একটি বড় দিক হচ্ছে সন্ধ্যার সময় শিশুকে বাড়ির বাইরে বা ছাদের উপর যেতে না দেয়া। কারণ এ সময় শয়তান, বিষাক্ত পোকা-মাকড় আহার করার জন্য বের হয়ে পড়ে। শিশুদের পেলে তারা ক্ষতি করবে।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحَلُّوهُمْ فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ

জাবির (রাঃ) বলেন, নবী ε বলেছেন, 'যখন সন্ধ্যা হয়, তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে বাড়ির বাইরে যেতে দিও না, কারণ সেই সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু অংশ পার হ'লে তাদের ছেড়ে দাও এবং বিসমিল্লাহ বলে ঘরের দরজা বন্ধ কর। কারণ শয়তান বদ্ধ দ্বার খুলতে পারে না। আর বিসমিল্লাহ বলে তোমাদের খাদ্য দ্রব্যাদির পাত্রের মুখগুলি বন্ধ কর এবং বিসমিল্লাহ বলে পাত্রের মুখ ঢেকে রাখ। বন্ধ করার কিছু না থাকলে কোন বস্তু (বিসমিল্লাহ বলে) রাখ। আর শোয়ার সময় বাতিগুলি নিভিয়ে দাও' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৯৪, বাংলা মিশকাত হা/৪১০৯ 'বাসন ঢেকে রাখা' অনুচ্ছেদ)।*

অত্র হাদীছে অনেক শারঈ বিধান রয়েছে যা মানুষের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। (১) সন্ধ্যায় শিশুদের কাছে রাখা। (২) বিসমিল্লাহ বলে সব কিছু ঢেকে রাখা। (৩) ঢাকার কিছু না থাকলে বিসমিল্লাহ বলে কোন বস্তু রেখে দেয়া। (৪) বাতি নিভিয়ে দেয়া।

অন্য বর্ণনায় আছে,

وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً

'আর সন্ধ্যার সময় তোমাদের শিশুদেরকে ঘরের ভিতরে আবদ্ধ রাখ। কেননা এ সময় জিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং (শিশুদের) ছিনিয়ে নেয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৯৫, বাংলা মিশকাত হাঃ৪১০৯)।*

হাদীছদ্বয় দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সন্ধ্যার সময় শিশুদের নিয়ে বাড়ির বাইরে যাওয়া যাবে না। কারণ শয়তান শিশুর ক্ষতি করতে পারে। আছাড় দিয়ে মেরে ফেলতে পারে। শয়তানের কারণে শিশু রাতে কান্নাকাটি করতে পারে।

শিশুর নাম রাখতে হবে

শিশু যেদিন জন্মগ্রহণ করে, তার পরের দিন সকালে নাম রাখা যায়। অবশ্য আক্বীকার দিনও নাম রাখা যায়।

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ع فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ

আবু মূসা (রাঃ) বলেন, 'আমার একটি সন্তান জন্ম নিল। আমি তাকে নবী ε এর কাছে নিয়ে আসলাম। রাসূল ε তার নাম রাখলেন ইব্‌রাহীম এবং খেজুর দ্বারা তাহনীক করলেন। অতঃপর তার জন্য কল্যাণ ও বরকতের দো'আ করলেন এবং আমাকে শিশুটি ফেরত দিলেন' *(বুখারী হা/৮২১)*। আবু ত্বালহা (রাঃ)-এর সন্তান যেদিন ভূমিষ্ট হ'ল, সেদিন সকালে রাসূল ε এর নিকট নিয়ে আসলেন। তিনি তাকে তাহনীক করলেন এবং তার নাম আব্দুল্লাহ রাখলেন' *(বুখারী ২/৮২২ পৃঃ)*। হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরের দিন সকালে তার নাম রাখা যায়।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ع كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

হাসান বাছারী (রাঃ) সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'শিশু আক্বীকার সাথে আবদ্ধ থাকে। জন্মের সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করা হবে, তার মাথা কামানো হবে এবং তার নাম রাখা হবে' *(আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪১৫৩, বাংলা মিশকাত হা/৩৯৭৪)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আক্বীকার দিন নাম রাখা যায়।

নাম রাখার সময় ভাল-মন্দ নাম বিবেচনা করে রাখা পিতামাতার জন্য কর্তব্য। কারণ নবী ε বহু নামের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। অনেক সময় এমন নাম রাখা হয়, যার দ্বারা নিজেকে পাপ মুক্ত বুঝায়। যেমন কারো নাম পুণ্যবান কিংবা পুণ্যবতী অথবা পৃথিবীর বাদশাহ। এরূপ নাম পরিবর্তনযোগ্য। রাসূল ε ভাল নাম পসন্দ করতেন এবং মন্দ নাম পরিবর্তন করতেন *(সিলসিলা ছহীহা হা/৪০৩৪)*।

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ع قَالَتْ بَرَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ع لاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ فَقَالُوا بِمَ نُسَمِّيهَا قَالَ سَمُّوهَا زَيْنَبَ

যয়নাব বিনতু আবু সালামা (রাঃ) বলেন, আমার নাম রাখা হয়েছিল বাররা (অর্থ পুণ্যবতী)। তখন রাসূল ε বললেন, 'নিজের পবিত্রতা নিজে প্রকাশ কর না। তোমাদের মধ্যে কে পুণ্যবান তা আল্লাহ্ তা'আলাই বেশি জানেন। তোমরা তার নাম রাখ যয়নাব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫৬, বাংলা মিশকাত হা/৪৫৫০)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ع أَخْنَى الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র কাছে ক্বিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত সেই নামওয়ালা, যার নাম রাখা হয়েছে শাহানশাহ, রাজা-ধিরাজ' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৫৫, বাংলা মিশকাত হা/৪৫৪৯)*।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ع لاَ تُسَمِّيَنَّ غُلاَمَكَ يَسَارًا وَلاَ رَبَاحًا وَلاَ نَجِيحًا وَلاَ أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَثَمَّ هُوَ فَلاَ يَكُونُ فَيَقُولُ لاَ

সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'তুমি কখনো তোমার গোলামের নাম, 'ইয়াসার' (অর্থ প্রশান্তি) 'রাবাহ' (অর্থ লাভ), নাজীহ, (অর্থ প্রয়োজন পূরণকারী) ও 'আফলাহ' (অর্থ মুক্তি) রেখ না। এসব নাম না রাখার কারণ উল্লেখ করে নবী ε বলেন, 'যখন তুমি তার নাম ধরে জিজ্ঞেস করবে, অমুক এখানে আছে? আর সে যদি তথায় উপস্থিত না থাকে, তখন কেউ বলবে নেই। তখন এর অর্থ হবে প্রশান্তি এখানে নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫৩, বাংলা মিশকাত হা/৪৫৪৭)*।

এসব নাম রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এ নামের লোকটি যদি সেখানে না থাকে এবং জওয়াবে কেউ বলে নেই, তখন এই অর্থ বুঝাবে যে, বাড়িতে প্রশান্তি বা সাফল্য নেই। ফলে কথাটি কুলক্ষণ বহন করবে। যদিও ইসলামে কোন কুলক্ষণ নেই। প্রকাশ থাকে যে, এসব নাম হারাম নয় তবে অপসন্দনীয়। অনুরূপভাবে যেসব নামের অর্থ খারাপ, যেমন 'আছীয়া' অর্থ নাফরমান, 'আজদা' অর্থ শয়তান, 'খাবীছ' অর্থ অপবিত্র। এসব নাম রাখা জায়েয নয়। এসব নাম পরিবর্তন করা যরূরী। কারণ এ খারাপের প্রতিক্রিয়া তার উপর হ'তে পারে। রাসূল ε বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের

জন্য ভাল কথা বল, মন্দ কথা বল না। কেননা ফেরেশতাগণ তোমাদের বলা কথার উপর আমীন বলেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৯)*। কাজেই এ ধরনের নাম রাখা যাবে না।

عَنْ سَهْلٍ قَالَ أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ع حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ فَقَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ فُلاَنٌ قَالَ لاَ لَكِنْ اِسْمُهُ الْمُنْذِرَ فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, যখন মুনযির ইবনু আবু উসাইদ জন্মগ্রহণ করল, তখন তাকে নবী ع এর কাছে আনা হ'ল, তিনি তাকে স্বীয় উরুর উপর রাখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন এর নাম কি? উত্তরদাতা বললেন অমুক। তখন রাসূল ع বললেন, না। এর নাম মুনযির *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫৯, বাংলা মিশকাত হা/৪৫৫৩)*। এ হাদীছে বুঝা যাচ্ছে যে, তার আগের নাম ভাল ছিল না, তাই রাসূল ع তার নামটি পরিবর্তন করেছেন।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِنْتًا كَانَتْ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةٌ فَسَمَّهَا رَسُوْلُ اللهِ ع جَمِيْلَةً

আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত ওমর (রাঃ)-এর এক কন্যাকে অছিয়া নামে ডাকা হ'ত। রাসুল ع তার নাম পরিবর্তন করে জামিলা রাখলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫৮, বাংলা মিশকাত হা/৪৫৫২)*।

যেসব নাম রাখা ভাল

যে সমস্ত নামে আল্লাহ্র দাসত্ববোধক অর্থ প্রকাশ পায় সেসব নাম রাখা ভাল। আর এই নামগুলি আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয়। নবীদের নামে নাম রাখাও ভাল।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ع إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল ع বলেছেন, 'তোমাদের নাম সমূহের মধ্যে আল্লাহ্র কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ ও আবদুর রহমান' *(মুসলিম হা/৪৭৫২, বাংলা মিশকাত হা/৪৫৫৬)*।

হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র ৯৯টি নাম আছে *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/২২৮৭, 'দো'আ' অধ্যায়, 'আল্লাহ্র নাম' অনুচ্ছেদ)*। সে নামগুলি রাখা ভাল। পাঠকদের সুবিধার্থে নামগুলি উল্লেখ করা হ'ল। (১) আব্দুল্লাহ- আল্লাহ্র দাস (২) আব্দুর রহমান- দয়াময়ের দাস, (৩) আব্দুর রাহীম- দয়ার অধিকারীর দাস (৪) আব্দুল মালিক- বাদশাহর দাস (৫) আব্দুল কুদ্দুস-অতিপবিত্র এর দাস (৬) আব্দুস সালাম- শান্তিময়ের দাস, (৭) আব্দুল মুমিন- নিরাপত্তা দাতার দাস, (৮) আব্দুল মুহাইমিন- রক্ষকের দাস, (৯) আব্দুল আযীয- প্রভাবশালীর দাস, (১০) আব্দুল জাব্বার- শাক্তি প্রয়োগ দ্বারা সংশোধনকারীর দাস, (১১) আব্দুল মুতাকাবিবর- অহংকারের অধিকারীর দাস (১২) আব্দুল খালিক- স্রষ্টার দাস (১৩) আব্দুল বারী- ক্রটিহীন স্রষ্টার দাস (১৪) আব্দুল মুছাব্বির- অংকনকারীর দাস (১৫) আব্দুল গাফফার- বড় ক্ষমাশীলের দাস (১৬) আব্দুল কাহহার– নির্বিঘ্নে ক্ষমতা প্রয়োগকারীর দাস, (১৭) আব্দুল ওয়াহহাব– বড় দাতার দাস, (১৮) আব্দুর রাযযাক- রিযিক দাতার দাস (১৯) আব্দুল ফাত্তাহ-বিপদমুক্তকারীর দাস (২০) আব্দুল আলিম- বড় জ্ঞানীর দাস (২১) আব্দুল কাবিয- রিযিক ইত্যাদির সংকোচনকারীর দাস (২২) আব্দুল বাসিত– রিযিক সম্প্রসারণকারীর দাস (২৩) আব্দুল খাফিয- নিচুকারীর দাস (২৪) আব্দুর রাফি'- যিনি উপরে উঠান তার দাস (২৫) আব্দুল মুইযযু- সম্মানদাতার দাস (২৬) আব্দুল মুযিল্লু– অপমানকারীর দাস (২৭) আব্দুস সামী- সর্বশ্রোতার দাস (২৮) আব্দুল বাছীর- দর্শকের দাস (২৯) আব্দুল হাকিম- নির্দেশ দানকারীর দাস (৩০) আব্দুল আদল– ন্যায়বিচারকের দাস (৩১) আব্দুল লাতীফ- সৃষ্টির সূক্ষ্ম বাস্তবায়নকারীর দাস (৩২) আব্দুল খাবীর- ভিতরের বিষয় অবগত এর দাস (৩৩) আব্দুল হালীম– ধৈর্যশীলের দাস (৩৪) আব্দুল আযীম- বিরাট সম্মানীর দাস (৩৫) আব্দুল গাফুর- বড় ক্ষমাকারীর দাস (৩৬) আব্দুশ শাকূর- বেশি পুরস্কার দানকারীর দাস (৩৭) আব্দুল আলী– সর্বোচ্চ সমাসীনের দাস (৩৮) আবদুল কাবীর– সবচেয়ে বড় মহানের দাস (৩৯) আব্দুল হাফীয– বড় রক্ষাকারীর দাস (৪০) আব্দুল মুকীত– দৈহিক ও আত্মিক শক্তি দাতার দাস (৪১) আব্দুল হাসীব– অন্যের জন্য যথেষ্ট এর দাস (৪২) আব্দুল জলীল– মহিমান্বিত এর দাস (৪৩) আব্দুল কারীম– বড় দাতার দাস (৪৪) আব্দুর রাকীব– সর্বদা লক্ষকারীর দাস (৪৫) আব্দুল মুজীব– ডাকে সাড়া দাতার দাস (৪৬) আব্দুল ওয়াসি'- সম্প্রসারণকারীর দাস (৪৭) আব্দুল হাকিম- নিখুঁতভাবে সকল কাজ সম্পাদনকারীর দাস (৪৮) আব্দুল ওয়াদূদ– বান্দার

কল্যাণকামীর দাস (৪৯) আব্দুল মাজীদ– অসীম অনুগ্রহকারীর দাস (৫০) আব্দুল বায়েছ– প্রেরকের দাস (৫১) আব্দুশ শহীদ– কাজের সাক্ষীর দাস (৫২) আব্দুল খাবীর– গোপন বিষয় অবগত এর দাস (৫৩) আব্দুল হাক্ব- সত্য প্রকাশকের দাস (৫৪) আব্দুল কাবী- শক্তিশালীর দাস (৫৫) আব্দুল মতীন– বড় ক্ষমতাবানের দাস (৫৬) আব্দুল ওয়ালী– অভিভাবকের দাস (৫৭) আব্দুল হামীদ– প্রশংসিত এর দাস (৫৮) আব্দুল মূহছী-পঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রক্ষকের দাস (৫৯) আব্দুল মুবদী– নমুনাহীন স্রষ্টার দাস (৬০) আব্দুল মুঈদ– মৃত্যুর পর পুনরায় সৃষ্টিকারীর দাস (৬১) আব্দুল মুহয়ী– জীবন দাতার দাস (৬২) আব্দুল মুমীত– মৃত্যুদানকারীর দাস (৬৩) আব্দুল হাই– চিরঞ্জীবের দাস (৬৪) আব্দুল কাইয়ূম– স্বয়ং প্রতিষ্ঠি–তার দাস (৬৫) আব্দুল ওয়াজিদ- ইচ্ছামত পাই এমন স্রষ্টার দাস (৬৬) আব্দুল মাজীদ- বড় দাতার দাস (৬৭) আব্দুল ওয়াহেদ– এককের দাস (৬৮) আব্দুল আহাদ– অংশীদার নেই যার তার দাস (৬৯) আব্দুছ ছামাদা- অমুক্ষাপেক্ষির দাস (৭০) আব্দুল কাদের- ক্ষমতাবানের দাস (৭১) আব্দুল মুক্তাদের- সকলের উপর ক্ষমতাবানের দাস (৭২) আব্দুল মুকাদ্দিম- যিনি আগে বাড়ান ও নিকটে করেন তার দাস (৭৩) আব্দুল মুআখখির- যিনি ইচ্ছামত পিছনে রাখেন তার দাস (৭৪) আব্দুল আউয়াল- অনাদী এর দাস (৭৫) আব্দুল আখির- অনন্তর এর দাস (৭৬) আব্দুয যাহির- প্রকাশকারীর দাস (৭৭) আব্দুল বাতিন- গোপনকারীর দাস (৭৮) আব্দুল ওয়ালী- অভিভাবকের দাস (৭৯) আব্দুল মুতাআলী- সর্বোপরি এর দাস (৮০) আব্দুল বার– অনুগ্রহকারীর দাস (৮১) আব্দুত তাওয়াব– তাওবা গ্রহণকারীর দাস (৮২) আব্দুল মুনতাকীম- প্রতিশোধ গ্রহণকারীর দাস (৮৩) আব্দুল আফুব্বু- বড় ক্ষমাশালীর দাস (৮৪) আব্দুর রউফ- বড় দয়ালুর দাস (৮৫) আব্দুল মালিকিল মুলক- রাজ্যাধিপতির দাস (৮৬) আব্দুল যুলজালালি ওয়াল ইকরাম- প্রতাপশালী মর্যাদাবানের দাস (৮৭) আব্দুল মুকসিত্ব- অত্যাচার দমনকারীর দাস (৮৮) আব্দুল জামে- সর্বগুণের অধিকারী অথবা ক্বিয়ামতের দিন একত্রকারীর দাস (৮৯) আব্দুল গনী– মুখাপেক্ষীহীনের দাস (৯০) আব্দুল মুগনী- যিনি কাউকে কারো মুক্ষাপেক্ষী হ'তে রক্ষা করেন তাঁর দাস (৯১) আব্দুল মুনি'- বিপদে বাধাদানকারীর দাস (৯২) আব্দুয যার- যিনি ক্ষতির ক্ষমতা রাখেন তাঁর দাস (৯৩) আব্দুন নাফে'- যিনি উপকারের ক্ষমতা রাখেন তাঁর দাস (৯৪) আব্দুন নূর– আলো দানকারীর দাস (৯৫) আব্দুল হাদী– পথপ্রদর্শকের দাস (৯৬) আব্দুল বাদী- নমুনাবিহীন স্রষ্টার দাস (৯৭) আব্দুল বারী- যিনি সর্বদা থাকবেন তাঁর দাস (৯৮) আব্দুল ওয়ারিছ- সকলের উত্তরাধিকারীর দাস (৯৯) আব্দুর রশীদ- পথ নির্দেশকের দাস (১০০) আব্দুছ ছবূর- বড় ধৈর্যশীলের দাস।

অনুরূপভাবে নবীদের নামে নাম রাখা যায়।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ε سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী ε বলেছেন, 'তোমরা আমার নামানুসারে নাম রাখ, কিন্তু আমার উপনাম অনুসারে উপনাম রেখ না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫১, বাংলা মিশকাত হা/৪৫৪৫)।*

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবীদের নামানুসারে নাম রাখা যায়। রাসূল ε এর জীবদ্দশায় তাঁর উপনামানুসারে উপনাম রাখা নিষেধ ছিল, এখন রাখা যাবে। মেয়েদের নাম রাখার ব্যাপারেও অনুরূপ ভাল নামের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। যেন নামের অর্থ নাফরমান বা অপবিত্র এবং নিষ্পাপ ইত্যাদি না হয়। রাসূল ε এক মেয়ের নাম যয়নাব রেখেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫৬)।* যয়নাব অর্থ মোটাতাজা) তার আগের নাম ছিল বাররাহ অর্থ পূণ্যবতী। এতে প্রতীয়মান হয় যে, নাম খুব সুন্দর অর্থপূর্ণ হওয়া যরূরী নয় বরং অর্থ যেন নিষ্পাপ না বুঝায় বা খারাপ কিছু না বুঝায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। রাসূল ε অন্য একটা মেয়ের নাম রেখেছিলেন জামীলা *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫৮, বাংলা মিশকাত হা/৪৫৫২)।*জামীলা অর্থ সুন্দর। তার আগের নাম ছিল আছিয়া, যার অর্থ নাফরমান। উল্লেখ্য যে, ফেরাউনের স্ত্রীর নাম, আসিয়া ছিল। নাম দুইটির আরবী অক্ষরে পার্থক্য আছে। ফেরাউনের স্ত্রীর আরবী নাম آسية অর্থ স্তম্ভ বা খুঁটি। আর নিষিদ্ধ আরবী নামটি হচ্ছে عاصية অর্থ নাফরমান মহিলা।

মেয়েদের নাম

মুসলিম সমাজের সুবিধার্থে কিছু সুন্দর সুন্দর নাম এখানে উল্লেখ করা হ'ল।

নাম	অর্থ	নাম	অর্থ
(১) তাহসীন	সুন্দর	(২) তাহেরা	পবিত্রা বা সতী
(৩) তাসনীম	জান্নাতী ঝর্ণা	(৪) তানজীম	সুবিন্যাস্ত
(৫) তামান্না	আকাঙ্খা	(৬) তাফান্নুস	আনন্দ
(৭) তাহমিনা	মূল্যবান	(৮) ওয়াজিহা	সুন্দরী
(৯) ওয়াসীমা	সুন্দরী	(১০) যাহরা	সুন্দরী ফুল

(১১) যাকিয়া	পবিত্রা	(১২) যারীণ	সোনালী
(১৩) যীনাত	সৌন্দর্য	(১৪) ফারহানা	চঞ্চলা প্রাণ
(১৫) ফাহমীদা	বৃদ্ধিমতি	(১৬) ফারিদা	অনুপমা
(১৭) ফারিহা	সুখী	(১৮) ফারহাতা	আনন্দ
(১৯) গালিবা	বিজয়ীনী	(২০) হাফিযা	স্মরণশক্তি সম্পন্না
(২১) হাবীবা	প্রিয়া	(২২) হাসিনা	সুন্দরী
(২৩) হামীদা	প্রশংসাকারিণী	(২৪) হুমাইরা	রূপসী
(২৫) জামীলা	সুন্দরী	(২৬) খালিদা	অমর
(২৭) লাবীবা	জ্ঞানী	(২৮) লুবনা	বৃক্ষ
(২৯) লায়লা	শ্যামলা	(৩০) মুমতায	মনোনীত
(৩১) মাইমুনা	ভাগ্যবতী/ডানপন্থী	(৩২) মাহবূবা	পসন্দনীয়া
(৩৩) মাহমূদা	প্রশংসিতা	(৩৪) মুরশীদা	পথ প্রদর্শিকা
(৩৫) মাসঊদা	সৌভাগ্যবতী	(৩৬) মাজিদা	সম্মানিতা
(৩৭) মুনীরা	উজ্জ্বল	(৩৮) মুবাশশিরা	সুসংবাদ বহনকারিণী
(৩৯) রুমালী	কবুতর	(৪০) রীমা	সাদা হরিণ
(৪১) রুম্মান	ডালিম	(৪২) সাবিহা	রূপসী
(৪৩) ছাফিয়া	সাধনাকারিণী	(৪৪) সামিয়া	ছিয়াম পালনকারিণী
(৪৫) শাহানা	রাজকুমারী	(৪৬) শর্মিলা	লজ্জাবতী
(৪৭) শাকিলা	রূপবতী	(৪৮) শাফি'আ	সুপারিশকারিণী
(৪৯) শাকিরা	কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারিণী	(৫০) সাজিদাহ	সিজদাকারিণী
(৫১) সাইদা	নদী	(৫২) সাদিয়া	সৌভাগ্যবতী
(৫৩) সাঈদা	পূণ্যবতী	(৫৪) সালমা	প্রশান্তি
(৫৫) সামীহা	দানশীলা	(৫৬) সানজিদা	বিবেচক
(৫৭) সুবা	প্রভাত	(৫৮) ছুরাইয়া	নক্ষত্রমণ্ডল
(৫৯) শিরিণা	আনন্দদায়ক	(৬০) শুহরাত	খ্যাতি
(৬১) শাবানা	মধ্যরাত্রি	(৬২) শাহনাজ	রাজগর্ব
(৬৩) আসিয়া	স্তম্ভ	(৬৪) আকিলা	বুদ্ধিমতি
(৬৫) আয়েশা	সমৃদ্ধশীলা	(৬৬) আমিনাহ	বিশ্বাসী
(৬৭) আযীযা	সম্মানিতা	(৬৮) আনিকা	রূপসী
(৬৯) বিলকিস		(৭০) বুশরা	শুভ নিদর্শন

(৭১) দীনা	বিশ্বাসী	(৭২) দিলওয়ারা	সাহসিকতা
(৭৩) আনিসা	বন্ধু সুলভ	(৭৪) আতিকা	সুন্দরী
(৭৫) আফীফা	সাধবী	(৭৬) নার্গিস	
(৭৭) তাসলীমা	সমর্পণকারিণী	(৭৮) রহীমা	দয়াবতী
(৭৯) আসমা		(৮০) ফাহিমা	বুদ্ধিমতি
(৮১) আরজু	আকঙ্খা	(৮২) মুয়াজ্জমা	মহতী
(৮৩) মুসাররাত	আনন্দ	(৮৪) মুশতারী	একটি গ্রহের নাম
(৮৫) নাবিলা	ভদ্র	(৮৬) নাফিসা	মূল্যবান
(৮৭) নায়েলা	আহ্বানকারিণী	(৮৮) নাজিবা	সম্ভ্রান্ত গোত্র
(৮৯) নাদিরা	বিরল	(৯০) নাসিফা	পবিত্রা
(৯১) নীলুফা	পদ্ম	(৯২) নুছরাত	সাহায্য
(৯৩) নুজহাত	প্রফুল্ল	(৯৪) পারভীন	দিপ্তিময় তারা
(৯৫) রাফিয়া	উন্নত	(৯৬) রাহিলা	প্রস্থান
(৯৭) রবী'আ	চতুর্থাংশ	(৯৮) রাযিয়া	সন্তুষ্টি
(৯৯) রাশিদা	বিদূষী	(১০০) রওশনা	উজ্জল
(১০১) মুতাহারা	পরিশোধিত	(১০২) রওশনা	উজ্জল
(১০৩) মুসাহিবা	সঙ্গিনী	(১০৪) যয়নব	মোটাতাজা
(১০৫) মাহিদা	তাপসী	(১০৬) রেহেনা	
(১০৭) রাফিয়া	উঁচু	(১০৮) রুকাইয়া	উন্নতি
(১০৯) ফাতিমা	সদ্য দুধ পরিত্যাগকারীর মা	(১১০) রায়হানা	উত্তম স্ত্রী লোক
(১১১) মারিয়াম	ইবাদতকারিণী	(১১২) ফিরুযা	
(১১৩) মনওয়ারা	উজ্জল	(১১৪) লতীফা	নম্র

সপ্তম দিনে আক্বীকা করতে হবে

সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীকা করা পিতা মাতার জন্য একটি যরূরী কর্তব্য। আমাদের দেশে আক্বীকার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না অথচ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তম দিনে আক্বীকা করতে হবে। অন্য যে কোন দিনে আক্বীকা করার ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। ভেড়া-ভেড়ী, দুম্বা-দুম্বী ও ছাগল-ছাগী দ্বারা আক্বীকা করতে হবে। উট বা গরু দ্বারা আক্বীকা করা সংক্রান্ত হাদীছটি যঈফ। কুরবানীর পশুর মত আক্বীকার পশুর ক্ষেত্রে

কোন শর্ত নেই। কুরবানীর গোশতের মত আক্বীকার গোশতের ক্ষেত্রেও কোন শর্ত নেই। নিজে খেতে পারে, সৌজন্যমূলক প্রতিবেশীকে দিতে পারে এবং রান্নাবান্না করে মানুষকে খাওয়াতেও পারে। এ ব্যাপারে রাসূল ε এর পক্ষ থেকে কোন পালনীয় বিধান নেই। ছেলের জন্য দুইটি এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল যবেহ করতে হবে। অবশ্য ছেলের জন্য একটির কথাও রয়েছে। সামর্থ্য অনুসারে একটিও দিতে পারে।

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ε يَقُولُ مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

সালমান ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল ε কে বলতে শুনেছি, 'শিশুর জন্মের সাথে আক্বীকা সম্পৃক্ত। সুতরাং তার পক্ষ থেকে তোমরা রক্ত প্রবাহিত কর এবং তার শরীর হ'তে কষ্ট দূর কর। অর্থাৎ মাথার চুল কেটে ফেল' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪১৪৯, বাংলা মিশকাত হা/৩৯৭০ 'আক্বীকা' অনুচ্ছেদ)*।

عن الحسن عن سمرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε الغلامُ مُرتَهَنٌ بعقيقته تذبح عنه يوم السابع وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رأسه

হাছান বাছরী সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'শিশু আক্বীকার সাথে আবদ্ধ থাকে। জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করা হবে, তার নাম রাখা হবে এবং তার মাথা কামানো হবে' *(আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪১৫৩, বাংলা মিশকাত হা/৩৯৭৪)*। অত্র হাদীছে আক্বীকার যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আক্বীকা সপ্তম দিনে করতে বলা হয়েছে। সপ্তম দিনে মাথার চুল কামাতে বলা হয়েছে। সপ্তম দিনে নাম রাখার কথা বলা হয়েছে।

عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ε يَقُولُ عَلَى الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ لاَ يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا

উম্মু কুরয (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল ε কে বলতে শুনেছি, 'ছেলের পক্ষ থেকে দুইটি ছাগল এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটি ছাগল যবেহ করতে হবে। সেগুলি ছাগ হোক বা ছাগী হোক তাতে কোন দোষ নেই' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৪১৫২, বাংলা মিশকাতহা/৩৯৭৩ হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছে ছাগ-ছাগীর কোন পার্থক্য করা হয়নি। তবে ছেলের পক্ষ থেকে দু'টি এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বলা হয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'ছেলের পক্ষ থেকে সমপর্যায়ের দু'টি ছাগল এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটি ছাগল যবেহ করতে হবে' *(আবুদাউদ, ইরওয়া হা/১১৬৬)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ε عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী ε হাসান ও হুসাইনের পক্ষ থেকে এক একটি করে দুম্বা আক্বীকা করেছিলেন *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪১৫৫, বাংলা মিশকাত হা/৩৯৭৬; হাদীছ ছহীহ, ইরওয়া হা/১১৬৮)*। অত্র হাদীছে ছেলের পক্ষ থেকে একটি করে দুম্বা আক্বীকা করা প্রমাণিত হয়। উল্লেখ্য যে, উট গরু আক্বীকা করার প্রমাণে তাবারানী বর্ণিত হাদীছটি জাল *(ইরওয়া হা/১১৬৮)*। সপ্তম দিনে আক্বীকা করা সম্ভব না হ'লে ১৪তম দিনে আক্বীকা করতে হবে, এ দিন সম্ভব না হ'লে ২১তম দিনে আক্বীকা করতে হবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ বা মুদরাজ *(ইরওয়া ৪/৩৯৫ পৃঃ ১১৬৯ নং হাদীছের আলোচনা)*। মহানবী ε নবুওয়াত লাভের পর তিনি তাঁর নিজের আক্বীকা নিজে করেছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটিও নিতান্তই যঈফ *(যাদুল মাআদ ২/৩০৩ পৃঃ, ফাতহুল বারী ৯/৫১৪ পৃঃ)*। সাত দিনের পূর্বে শিশু মারা গেলে আক্বীকা করতে হবে না *(হাইয়াতু কেরারিল ওলামা ২/৫৩৬ পৃঃ)*।

চুলের ওযন পরিমাণ রূপা ছাদাকা করা ভাল

সপ্তম দিনে। শিশুর মাথা কামানোর পর চুলের ওযন পরিমাণ রূপা ছাদাকা করা উত্তম কাজ।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللهِ ε عَنْ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً قَالَ فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ

মুহাম্মদ ইবনু আলী ইবনু হুসাইন হ'তে বর্ণিত যে, আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ) বলেছেন, নবী ε হাসানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আক্বীকা করলেন এবং বললেন, 'হে

ফাতিমা! তার মাথাটি কামিয়ে দাও এবং চুলের ওযন পরিমাণ রূপা ছাদকা কর। আলী (রাঃ) বলেন, আমরা তার চুলগুলি ওযন করলাম। তার ওযন এক দিরহাম বা তার চাইতে কিছু কম হ'ল *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪১৫৪, বাংলা মিশকাত হা/৩৯৭৫, ইরওয়া হা/১১৭৫, হাদীছ ছহীহ)*। কাজেই সপ্তম দিন মাথা কামিয়ে চুলের ওযন পরিমাণ রূপ ছাদাকা করা ভাল।

খাৎনা করা নবীদের আদর্শ

ইসলামের অবশ্য পালনীয় এক যরূরী আদর্শ হচ্ছে খাৎনা করা। নবীগণ খাৎনা করতেন। কোন অমুসলিম যদি ইসলাম গ্রহণ করে তার জন্য খাৎনা করা উত্তম। খাৎনার কোন নির্ধারিত সময় নেই।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ع يَقُولُ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْآبَاطِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী ع বলেছেন, 'অবশ্য পালনীয় পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব রয়েছে। (১) খাৎনা করা (২) নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা (৩) গোঁফ ছোট করা (৪) নখ কাটা ও (৫) বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২০, বাংলা মিশকাত হা/৪২২৩, ইরওয়া হা/৭৩)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খাৎনা করা মানুষের স্বভাবগত কাজ, যা সর্বকালের সভ্যতার পরিচায়ক হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এটা ছিল নবীদের তরীকা। চারটি কাজ নবীদের বৈশিষ্ট্য মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(ইরওয়া হা/৭৫)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ع قَالَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী ع বলেছেন, 'ইবরাহীম (আঃ) আশি বছর বয়সে কুঠার দ্বারা খাৎনা করেছিলেন' *(বুখারী, মুসলিম, ইরওয়া হাঃ/৭৮)*। এত বয়সে খাৎনা করার অর্থই হচ্ছে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ع فَقَالَ قَدْ أَسْلَمْتُ قَالَ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ

ইবনু জুরাইজ থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ع-এর কাছে এসে বললেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। নবী ع বললেন, 'তোমার কুফর অবস্থার চুল কামিয়ে ফেল এবং খাৎনা কর' *(আবুদাউদ, ইরওয়া হা/৭৯)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন অমুসলিম মুসলিম হ'লে তাকে খাৎনা করতে হবে। এবং মাথার চুল কামিয়ে ফেলতে হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ع إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ع বলেছেন, 'যখন পুরুষের খাৎনার স্থান নারীর খাৎনার স্থানে প্রবেশ করে, তখন গোসল ফরয হয়ে যায়' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৪২, বাংলা মিশকাত হা/৪০৬, হাদীছ ছহীহ, ইরওয়া হা/৮০)*।

অত্র হাদীছে নারী-পুরুষের বিশেষ স্থানকে খাৎনার স্থান বলা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, পুরুষের যেমন খাৎনা করা হয় নারীরও তেমন খাৎনা করা যায়। উল্লেখ্য, পুরুষের যেমন খাৎনা করা যরূরী নারীর তেমন খাৎনা করা যরূরী নয়।

আহমাদ ইবনু হাম্বল (রাঃ) বলেন, খাৎনার ব্যাপারে পুরুষগণ কঠোরভাবে নির্দেশিত। কেননা তারা যদি খাৎনা না করে তাহ'লে লিঙ্গের অগ্রভাগে চামড়ার মধ্যে পেশাবে ভিজা থেকে যায়, যা ভালভাবে ধোয়া যায় না। কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে একরকম হয় না। মূলতঃ পরুষদের খাৎনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, লিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়ার ভিতরে পেশাব আটকে থেকে যে অপবিত্রতা সৃষ্টি হয়, তা হ'তে বেঁচে থাকা। আর মেয়েদের খাৎনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তার উত্তেজনা বা কামভাবকে পুরুষের সমপর্যায়ে নিয়ে আসা। যাতে তারা প্রবল কামভাব সম্পন্না না হয়। আর তাদের খাৎনা হচ্ছে লজ্জাস্থানের উপরিভাগে মোরগের মুকুটের ন্যায় যে উঁচু চামড়া থাকে তা হালকাভাবে কেটে বা ছেটে দেয়া। তবে কাটা বেশি হ'লে কামভাব দুর্বল হয়ে যাবে। তখন স্বামীর উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না।

কন্যা লালন-পালন জান্নাত পাওয়ার মাধ্যম

সন্তান-সন্ততির পূর্ণ বয়স হওয়া পর্যন্ত যাবতীয় ব্যয়ভার পিতাকে বহন করতে হবে। বিশেষ করে কন্যা সন্তানের বিয়ে সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা পিতার কর্তব্য। এর বিনিময়ে পিতার জন্য রয়েছে জান্নাত।

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ε قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ε فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা এক মহিলা তার দুইটি কন্যা সাথে নিয়ে আমার কাছে আসল। মহিলাটি আমার কাছে কিছু ভিক্ষা চাইল। তখন আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছু ছিল না। আমি তাই তাকে দিয়ে দিলাম। সে তা দুই ভাগ করে তার দুই কন্যাকে দিল। তারপর সে উঠে চলে গেল। এমন সময় নবী ε বাড়িতে প্রবেশ করলেন। আমি ঘটনাটি তাঁর কাছে পেশ করলাম। তখন তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি কন্যাদের ব্যাপারে সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে তাহ'লে এই কন্যাগণ তার জন্য জাহান্নামের অন্তরাল হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৪৯)*।

অর্থাৎ সে জান্নাতে যাবে। ছেলেদের তুলনায় মেয়ে সন্তান অনেক বেশি অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী। সর্বকালে নারীরা সমাজে অবহেলিত ছিল। বিশেষতঃ জাহেলী যুগে। তাই নবী ε সেই লাঞ্ছনা ও অবহেলার মূলোৎপাটন করেছেন। নারীদের সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তাদের দায়িত্ব যারা যথাযথভাবে পালন করবে, তাদের জন্য রাসূল ε জান্নাত লাভের ঘোষণা দিয়েছেন।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি দু'টি কন্যার বিবাহ-শাদী দেওয়া পর্যন্ত লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করে, তবে আমি ও সেই ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন এভাবে একত্রে থাকব। এই বলে তিনি নিজের আঙ্গুলগুলি মিলিয়ে ধরলেন' *(মুসলিম, শিক্ষকাত হা/৪৯৫৩, বাংলা মিশকাত হা/৪৭৩৩)*।

কন্যা সন্তান জন্ম নিলে মানুষের মুখ মলিন হয়ে যায়। এটা মানুষের অজ্ঞতার পরিচয়। সন্তান বেশি হলে মানুষের অর্থ সম্পদ বেশি হবে। মেয়ে সন্তান বেশি হলে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বেশি হবে।

সুন্দর শিক্ষা ও উত্তম আদর্শ শিক্ষা দেয়া পিতামাতার দায়িত্ব

পিতামাতার প্রতি সন্তানের সবচেয়ে বড় হক হচ্ছে তারা তাদের সন্তান সন্তুতিকে উত্তম শিক্ষা প্রদানের সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। উত্তম আদর্শের অধিকারী হওয়ার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করবে। কারণ এ ব্যাপারে পিতা মাতাকে কিয়ামতের মাঠে জিজ্ঞেস করা হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ε قَالَ أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল। আর ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং জনগণের শাসকও একজন দায়িত্বশীল। ক্বিয়ামতের দিন তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। তাকে এই পরিবারের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেসাবাদ করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘর-সংসার এবং সন্তানের উপর দায়িত্বশীলা। ক্বিয়ামতের দিন তাকে এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেসাবাদ করা হবে। এমনকি কোন ব্যক্তির দাস-দাসী বা চাকর-চাকরাণী ও তার মালিকের সম্পদের ব্যাপারে একজন দায়িত্বশীল। সেদিন তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। অতএব মনে রেখো, তোমরা প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল আর তোমাদের প্রত্যেককেই ক্বিয়ামতের দিন এই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫, বাংলা মিশকাত হা/৩)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যেক পরিবারের স্বামী-স্ত্রী এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। আর দায়িত্বে অবহেলা করলে ক্বিয়ামতের দিন অপমাণিত হ'তে হবে। এ দায়িত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ছেলেমেয়েকে উত্তম শিক্ষা প্রদান করা এবং আদর্শবান করে গড়ে তোলা। আর যথাযথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ছেলে-মেয়েকে শিক্ষিত ও আদর্শবান করে গড়ে তোলার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে পরিবারকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}

'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নিজেকে ও স্বীয় পরিবারবর্গকে সেই আগুন হ'তে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে অত্যন্ত কর্কশ, রূঢ় ও নির্মম স্বভাবের ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে, যারা কখনোই আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে না *(তাহরীম ৬)*।

আল্লাহ্ এখানে জাহান্নামের ভয়াবহতা উল্লেখ করেছেন এবং পরিবারের মালিককে কঠোর হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করে সাবধান করেছেন। পরিবারকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবারের মালিকের হাতে সমর্পন করেছেন। বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। পিতামাতার পক্ষ থেকে সন্তান-সন্ততির প্রতি সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হচ্ছে তাদেরকে সুশিক্ষা ও সুপদেশ, দিয়ে আল্লাহ্র ভয় দেখিয়ে ভাল কাজ-কর্মের অভ্যাসের মাধ্যমে পরকালে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা। এ প্রসঙ্গে কুরআনে উল্লেখিত লুকমান (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে তাঁর পুত্রের প্রতি প্রদত্ত উপদেশ সমূহ বিশেষভাবে স্মরণীয়। উপদেশগুলি ধারাবাহিকভাবে পেশ করা হ'ল।

প্রথম উপদেশ ঃ

{يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}

লুকমান তাঁর পুত্রকে বললেন, 'হে পুত্র! আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক কর না। সত্য কথা এই যে, শিরক অতীব বড় যুলম' *(লুকমান ১৩)*।

রাসূল ﷺ বলছেন, 'সবচেয়ে বড় পাপ তিনটি, তন্মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে শিরক করা' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫০)*। শিরকের পরিণাম জাহান্নাম *(মায়েদা ৭২)*। শিরক করলে অতীতের নেকী নষ্ট হয়ে যায় *(যুমার ৬৫)*। তাওবা বিহীন শিরকের পাপ ক্ষমা করা হবে না *(নিসা ৪৮)*।

দ্বিতীয় উপদেশ ঃ

{يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ}

লুকমান বললেন, 'হে পুত্র! কোন জিনিস অনু-পরমানুর মতও যদি হয় এবং তা কোন প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে কিংবা আকাশ বা যমীনের কোথাও লুকিয়ে থাকে, আল্লাহ্ তাকেও বের করে আনবেন। তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী ও সর্ব বিষয়ে অবহিত' *(লুকমান ১৬)*।

লুকমান তাঁর ছেলেকে সব ধরনের শিরক পরিহার করার উপদেশ প্রদানের পর, আল্লাহ্র ক্ষমতা অবহিত করাচ্ছেন। আল্লাহ্র জ্ঞান ব্যাপক। তিনি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মতর বস্তু সম্পর্কেও অবগত। তোমাকে সর্বপ্রকার গোপন ও প্রকাশ্য নাফরমানী থেকে বিরত থাকতে হবে এবং পরকালে বিচারের দিনে অনু পরিমাণ ভাল কিংবা মন্দ আমলের ফল ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এ আক্বীদা অনুযায়ী বাস্তব জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে যে কাজ একান্ত যরূরী তা হচ্ছে রীতিমত ছালাত আদায় করা।

তৃতীয় উপদেশ ঃ

{يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ}

'হে পুত্র! ছালাত কায়েম কর' *(লুকমান ১৭)*।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

{وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا}

'আপনি আপনার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন' *(ত্বহা ১৩২)*।

অত্র আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ হয় যে, নিজে ছালাতের প্রতি অবিচল থাকার জন্য পরিবারের সকলকে নিয়মিত ছালাত আদায় করা আবশ্যক। কেননা পরিবেশ ভিন্নরূপ হ'লে মানুষ স্বভাবতঃ নিজেও অলসতার শিকার হয়ে যায়।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ع مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

আমর ইবনু শু'আইব তার পিতার মধ্যস্ততায় তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তার দাদা বলেন, নবী কারীম ع বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের ছালাত আদায়ের জন্য আদেশ কর, যখন তাদের বয়স ৭ বছর হয়। ১০ বছর বয়সে ছালাত আদায় না করলে প্রহার কর এবং তাদের শয্যা পৃথক কর' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫৭২, 'ছালাত' অধ্যায়)* ।

যদিও অত্র হাদীছে সাত ও দশ বছরের কথা উল্লেখ হয়েছে কিন্তু এটা চূড়ান্ত সময়সীমা নয়। বরং ছেলে-মেয়ে বালেগ বা পূর্ণ বালেগ হ'লেই তাকে ভাল কাজ করার আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধ করতে হবে। আরবের ছেলে-মেয়েরা এই বয়সে সাধারণত বালেগ হয়। সেহেতু ১০ বছর বয়সে ছালাত ত্যাগকারীকে প্রহারের জন্য বলা হয়েছে।

চতুর্থ উপদেশ ঃ

{وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ}

লুকমান বলেন, 'হে পুত্র! ভাল কাজের আদেশ দাও, আর অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখ' *(লুকমান ১৭)*।

উপদেশের এ অংশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ঈমানদার ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজেকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে পারে না। বরং সমাজ ও জাতির ভাল-মন্দ সম্পর্কে দায়িত্বসচেতন করা এবং ভাল কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ করা এক অন্যতম প্রধান কর্তব্য। যেসব বালক-বালিকা অল্প বয়সেই ন্যায়-অন্যায় ও পাপ-পূণ্য সম্পর্কে সচেতন হবে, তারা ভবিষ্যতেও ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যপন্থী হয়ে থাকবে। সাথে সাথে অন্য মানুষ, সমাজ ও জাতিকে ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যবাদী বানাতে চেষ্টা করবে।

পঞ্চম উপদেশ ঃ

{وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}

লুকমান বলেন, 'হে পুত্র! এ কাজে দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা যা কিছু আসবে তা সব বরদাশত কর। কেননা এ কাজ সম্পন্ন করা একান্তই যরূরী ও অপরিহার্য' *(লুকমান ১৭)*।

ভাল কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ কোন ছেলে খেলার বিষয় নয়। এ হচ্ছে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। অত্যন্ত দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করার কাজ। তাই ছেলে-মেয়েকে এমন শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তারা শৈশবকাল থেকেই বীর-সাহসী হয়ে গড়ে উঠে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে যেন তারা নির্ভীক হয়। পরম পরাক্রমশালী যালিমের মুখোমুখি দাঁড়াতে যেন ভয় না পায়। অন্যায়কে নীরবে সহ্য করার মত কাপুরুষতা যেন তাদের ভিতরে কখনো দেখা না দেয়।

ষষ্ঠ উপদেশ ঃ

{وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ}

লুকমান বললেন, 'হে পুত্র! মানুষের সাথে অহংকার কর না। অহংকারবশত ঘৃণা করে লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বল না' *(লুকমান ১৮)*।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছেলে-মেয়ে নিজেদেরকে সাধারণ লোক থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র মনে করবে না। নিজেকে তাদের একজন মনে করে তাদের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকবে। নিজেকে পৃথক মনে করলে তা হবে অহংকার।

সপ্তম উপদেশ ঃ

{وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ}

লুকমান বলেন, 'হে পুত্র! গৌরব ও অহংকার স্ফীত হয়ে যমীনের উপর চলাফিরা কর না। আল্লাহ্ কোন আত্মগর্বী ও দাম্ভিক মানুষকে মোটেই পসন্দ করেন না' *(লুকমান ১৮)*। এ আচরণ সত্যিই অমানবিক। মানুষের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকানো, মুখ ফিরিয়ে অবজ্ঞাভরে কারো সাথে কথা বলা, চিৎকার করে বুক ফুলিয়ে কথা বলা ও বাহাদুরী করা চরম অজ্ঞতার পরিচয় এবং ঈমানের পরিপন্থী। এ বিষয়ে ছেলে-মেয়েকে সতর্ক রাখতে হবে।

অষ্টম উপদেশ ঃ

{وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ}

লুকমান বলেন, ‘হে পুত্র! মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে মাঝামাঝি ধরনের চালচলন অবলম্বন কর’ *(লুকমান ১৯)*। মধ্যম পন্থায় চলাচল করা মানুষের সম্মান বৃদ্ধির কারণ। ছেলেমেয়েকে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

নবম উপদেশ ঃ

{وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ}

লুকমান বলেন, ‘হে পুত্র! তোমার কণ্ঠধ্বনি নিচু কর, সংযত ও নরম কর। কেননা সবচেয়ে ঘৃন্য হচ্ছে গর্দভের কর্কশ আওয়ায’ *(লুকমান ১৯)*।

চিৎকার করা ও উচ্চ স্বরে কথা বলা শালীনতা বিরোধী। সাধারণ সভ্যতা ও সামাজিকতা উঁচুস্বরে কথা বলা কখনো পসন্দ করে না। উঁচুস্বরে কথা বলাই যদি জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় হ’ত, তাহ’লে গাধা সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। লুকমানের এ নয়টি উপদেশ যা তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রকে দিয়েছিলেন বালক-বালিকাদের সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ হচ্ছে মৌলিক মানবীয় শিক্ষার বিভিন্ন ধারা, যার ভিত্তিতে শৈশবকাল থেকেই বালক-বালিকাদের শিক্ষিত করে তোলা পিতামাতার কর্তব্য। বরং এ হক্ব পিতামাতার জন্য আদায় করা একান্তই যরূরী।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε كُلُّ نَفْسٍ مِنْ بَنِيْ آدَمَ سَيِّدٌ فَالرَّجُلُ سَيِّدُ أَهْلِهِ وَالْمَرْأَةُ سَيِّدَةُ بَيْتِهَا

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, ‘আদমসন্তান প্রত্যেকেই কর্তা। অতএব পুরুষ তার পরিবারের কর্তা এবং নারী তার ঘরের কর্ত্রী’ *(সিলসিলা ছাহীহা হা/২০৪১)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় একটা পরিবারকে সুন্দর করে গড়ে তোলার দায়িত্ব পিতা-মাতার প্রতি সমর্পণ করা হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ε مَنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, ‘প্রত্যেক সন্তান ইসলামী স্বভাবের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান অথবা আগুনপূজারী করে গড়ে তোলে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯০)*। অত্র হাদীছে বলা হয়েছে, ছেলেমেয়ের চালচলন পিতামাতার স্বভাব ও চালচলনের উপর নির্ভর করে। তাই রাসূল ε পিতার প্রতি গুরুদায়িত্ব ন্যাস্ত করে বলেছেন,

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ ε ... وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللهِ

মু‘আয (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওয়াছীয়াত করলেন, ... ‘তুমি তোমার উপার্জিত সম্পদ তোমার পরিবারের উপর সামর্থ অনুসারে ব্যয় কর। পরিবার-পরিজনকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের ব্যাপারে শাসন থেকে বিরত থেক না। আল্লাহ্ তা‘আলার ব্যাপারে পরিবারের লোকজনকে ভীতি প্রদর্শন কর’ *(বুখারী, আহমাদ, মিশকাত হা/৬২, বাংলা মিশকাত হা/৫৪)*। অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘পরিবারকে সংশোধন করার জন্য চাবুক এমন স্থানে রাখ, যেন পরিবার তা দেখতে পায়। কারণ এটাই তাদের জন্য শিষ্টাচার’ *(সিলসিলা হা/১৪৪৬/৩৫৩)*।

এখানে রাসুল ε বললেন, ‘প্রয়োজনে পরিবারকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রহার করতে হবে। আল্লাহ্র আদেশ নিষেধের বিরোধিতা করার ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করতে হবে’। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ-

‘যে ব্যক্তি তার অধিনস্থ দাসীর সাথে সহবাস করল। অতঃপর সে তাকে সুন্দর শিষ্টাচার শিক্ষা দিল এবং উত্তম বিদ্যা শিক্ষা দিল, তারপর তাকে মুক্ত করে বিবাহ করল, তার জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১, বাংলা মিশকাত হা/৯)*।

অত্র হাদীছে রাসূল ε চাকর-চাকরাণীকে সুশিক্ষা এবং উত্তম আদর্শ শিক্ষা দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। হাদীছের এই অংশে তিনটি মৌলিক লক্ষ্য রয়েছে। (১) কাজের মেয়েকে যদি সুন্দর আদর্শ ও উত্তম শিক্ষা দিতে হয়, তাহ’লে নিজ ছেলে-মেয়েকে কেমন আদর্শ ও কেমন শিক্ষা প্রদান করতে হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। (২) নবী ε উত্তম শিক্ষার কথা বলেছেন। তিনি শুধু শিক্ষার কথা বললেও পারতেন। মূলকথা হচ্ছে, সব শিক্ষা শিক্ষা নয়। যে শিক্ষা জাতিকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়, সেটা শিক্ষা নয়। শিক্ষা অর্জনের পর যে মেয়েরা সমাজে নগ্ন হয়ে চলে তারা শিক্ষিতা নয়। এজন্য রাসূল ε একদা বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের পাঁচটি লক্ষণ রয়েছে। তন্মধ্যে দু’টি হচ্ছে শিক্ষা উঠে যাবে এবং মুর্খতা বৃদ্ধি পাবে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৩৭, ‘ফিতান’ অধ্যায়, ‘ক্বিয়ামতের চিহ্ন’ অনুচ্ছেদ, প্রথম হাদীছ)*। অতএব যেসব মেয়েরা শিক্ষা অর্জনের পর নগ্ন, অর্ধনগ্ন হয়ে চলাফিরা করে তারা শিক্ষিতা নয় বরং তারা মূর্খ, বর্বর। তারা সমাজকে

কলুষিত করে, জাতিকে ধ্বংস করে। (৩) রাসূল ε উত্তম আদর্শের কথা বলেছেন। তিনি শুধু আদর্শের কথা বললেও পারতেন। মূলকথা হচ্ছে, সব আদর্শ উত্তম নয়। শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে প্রবেশের সময় ছাত্ররা দাঁড়িয়ে সালাম করবে এটা উত্তম আদর্শ নয়; বরং খ্রিস্টানী আদর্শ। মেয়েরা নখে নেলপালিশ দিবে। এটা উত্তম আদর্শ নয়; বরং এটা খ্রিস্টান ব্যাভিচারিণী নারীদের আদর্শ। নারীদের মাথার চুল ছোট করা, সামনের চুল ছোট করা, আটসাট পোশাকা পরা, সমাজের যে কোন কাজে নারী-পুরুষ একসাথে অংশ গ্রহণ করা, নারীদের পক্ষ থেকে যে কোন কাজে পুরুষের সমান অধিকার দাবী করা, মেহমান বিদায়ের সময় হাত নেড়ে বিদায় দেওয়া খ্রিস্টানী আদর্শ। বিবাহের বাড়িতে সবাইকে রং মাখান, বাজনার ব্যবস্থা করা, মেয়েদের কপালে টিপ দেওয়া বিধর্মীদের আদর্শ। এরূপ আরো নোংরা ব্যবস্থা রয়েছে যা হিন্দুদের আদর্শ। কনের পিতার বাড়িতে বরের হলুদ মাখতে যাওয়া এবং ছেলের পিতার বাড়িতে কনের গায়ে হলুদ মাখতে যাওয়া চরম মূর্খতা ও বর্বরতার পরিচয়। এ ধরনের অসংখ্য নোংরা আদর্শ রয়েছে যা নামধারী শিক্ষিতরা করে, অথচ তা উত্তম নয়। এসব নোংরা আদর্শ বন্ধ করা পিতামাতার কর্তব্য।

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ε قَالَ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল ε বলেছেন, 'ভাল লোকের সঙ্গ এবং মন্দ লোকের সঙ্গের দৃষ্টান্ত কস্তুরী বিক্রেতা ও কামারের হাঁপরে ফুঁ দানকারীর মত। কস্তুরী বিক্রেতা হয়তো তোমাকে এমনিতেই কিছু দিতে পারে কিংবা তুমি তার নিকট থেকে কিছু ক্রয় করতে পার অথবা তুমি তার সুঘ্রাণ পাবেই। আর কামারের হাঁপরের ফুলকি তোমার জামা-কাপড় জ্বালিয়ে দিবে অথবা তুমি তার দুর্গন্ধ পাবেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০১০, বাংলা মিশকাত হা/৪৭৯১)*।

পিতামাতার গুরু দায়িত্ব ছেলে-মেয়ের সঙ্গ খুঁজে বের করা। কারণ সঙ্গই হচ্ছে সর্বনাশ ও অকল্যাণের মূল। সঙ্গ খুঁজে বের করতে না পারলে পরিবার মাঠে মারা যাবে। তাই অনাদিকাল থেকে দার্শনিকদের একটি উক্তি রয়েছে, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'।

وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَفِي رِوَايَةٍ وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

রাসূল ε 'এশার ছালাতের পূর্বে ঘুমিয়ে যাওয়া অপসন্দ করতেন এবং এশার পর কথা বলা খারাপ মনে করতেন'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল ε 'এশার ছালাতের পূর্বে ঘুমিয়ে যাওয়া ভালবাসতেন না আর এশার ছালাতের পর কথা বলা খারাপ মনে করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৭, বাংলা মিশকাত হা/৫৪০ 'ছালাত' অধ্যায়, 'সকাল সকাল ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*। এশার ছালাতের পর ছেলে-মেয়ে কোথায় থাকছে এবং কি করছে এটা দেখার দায়িত্ব পিতামাতার। যোগ্য পিতামাতার ছেলে-মেয়ে যেমন এশার ছালাতের পর বিভিন্ন আসরে বসে গল্প করতে পারে না। আদর্শবান ছেলে-মেয়ে তেমন এশার ছালাতের পর গল্প করতে পারে না বা কোন অশ্লীল কর্মে লিপ্ত হ'তে পারে না।

عَنْ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ ε وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ε سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

ওমর ইবনু আবু সালামা (রাঃ) বলেন, আমি একজন বালক হিসাবে রাসূল (ছাঃ) এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। আমার হাত খাওয়ার পাত্রের চতুর্দিকে যাচ্ছিল। তখন রাসূল ε আমাকে বললেন, 'বিসমিল্লাহ বল, ডান হাতে খাও এবং নিজের সম্মুখ হ'তে খাও' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৫৯, বাংলা মিশকাত হা/৩৯৮০)*।

এখানে রাসূল ε একজন পালিত ছেলেকে খাওয়ার শিষ্টাচার শিক্ষা দিচ্ছেন এবং পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কাজের লোকের সাথে বসে খাচ্ছেন। প্রথমতঃ তিনি বিসমিল্লাহ বলতে বললেন। কারণ বিসমিল্লাহ ছাড়া খাদ্য খেলে সে খাদ্য শয়তান খাবে *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৩৯৮১)*। দ্বিতীয়তঃ তিনি ডান হাতে খেতে বললেন। কারণ বাম হাতে শয়তান খায় *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৩৯৮৩)*।

তৃতীয়তঃ তিনি পাশ থেকে খেতে বললেন। কারণ তার মধ্যে বরকত নাযিল হয় *(তিরমিযী, বাংলা মিশকাত হা/৪০২৭)*।

মধ্য থেকে খেলে বা পাতিলের মধ্য থেকে ভাত, তরকারী উঠালে তার বরকত উঠে যাবে। আমাদের ভাবার বিষয় কাজের লোককে যদি শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া লাগে, তবে নিজের ছেলে-মেয়েকে কিভাবে এবং কত গুরুত্ব সহকারে পানাহার করার শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য একটা পরিবার ধ্বংসের মুখামুখি

হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে স্ত্রী। স্ত্রীর চালচলন শরী'আত অনুযায়ী না হ'লে আদর্শবান পরিবারের আশা করা যায় না। এ কারণে রাসূল ε বলেছেন, 'তিনটি জিনিসে ধ্বংস রয়েছে তার একটি হচ্ছে স্ত্রী'।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ ε اَلشُّؤْمُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالمَسْكَنِ وَالدَّابَّةِ

'অকল্যাণ বা ধ্বংস রয়েছে তিনটি জিনিসে– নারী, বাসস্থান ও পশুতে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৭৮, বাংলা মিশকাতহা/২৯৫৩, 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

স্ত্রীর অকল্যাণ হচ্ছে পরিবারে যথাযথ দায়িত্ব পালন না করা। পরিবারকে আদর্শবান করে গড়ে তোলার চেষ্টা না করা। স্ত্রীর চরিত্র খারাপ হওয়াও অকল্যাণ। উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী না হওয়া অকল্যাণ। এজন্য রাসূল ε পর্দাশীলা দ্বীনদার মেয়েকে বিবাহ করতে বলেছেন *(বুখারী. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৮২, বাংলা মিশকাত হা/২৯৪৮)*। স্ত্রীর ক্ষতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায় বাসররাতে স্ত্রীর মাথায় হাত দিয়ে রাসূল দো'আ পড়তে বলেছেন *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৪৬ 'দো'আ' অধ্যায়, 'বিভিন্ন সময়ে দো'আ' অনুচ্ছেদ)*। তিনি মিলনের সময়ও দো'আ পড়তে বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৪১৬ 'দো'আ' অধ্যায়)*। স্ত্রীকে উপদেশ দিতে বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৩৮ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও স্ত্রীকে রাখতে নিষেধ করেছেন *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩২৫৯ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। রাসূল ε তাঁর পরিবারকে আদর্শবান করার জন্য স্বীয় স্ত্রী আয়েশাকে উপদেশ দিতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৬৮ 'আদাব' অধ্যায়, 'লজ্জা ও নম্রতা' অনুচ্ছেদ)*।

গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয় যে, আয়েশা (রাঃ) পৃথিবীতে নারীকূলের শিরোমণি সম্মানী, বুদ্ধিমতি ও শিক্ষিতা নারী ছিলেন। এর পরেও নবী ε তাঁকে উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করতেন।

عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ε قَالَ كَمُلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ وَآسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ-

আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী ε বলেছেন, 'পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণ ঈমান অর্জন করেছেন। কিন্তু নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারইয়াম এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া ছাড়া আর কেউ পূর্ণ ঈমান অর্জন করতে পারেনি। তিনি আরো বলেছেন, সব নারীর উপর আয়েশার মর্যাদা এমন যেমন সবরকমের খাদ্য-সামগ্রীর উপর ছারীদের মর্যাদা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭২৪, বাংলা মিশকাত হা/৪৫৭৯ 'সৃষ্টির সূচনা ও নবীদের আলোচনা' অনুচ্ছেদ)*।

পৃথিবীর সকল নারীর চেয়ে মর্যাদাশীলা নারী আয়েশা (রাঃ)। সবচেয়ে মহামানব নবী কারীম ε-এর স্ত্রী, নবী-রাসূল ব্যতীত সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর মেয়ে আয়েশা (রাঃ)-কে যদি উপদেশ দেয়া প্রয়োজন হয়, তাহ'লে সাধারণ মানুষের স্ত্রীকে যে, উপদেশ দেয়া প্রয়োজন আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মেয়েদের ব্যাপারে বিশেষ পরামর্শ

পিতার বড় কর্তব্য মেয়েকে সর্বদা সদুপদেশ দান করা। তার প্রতি সুদৃষ্টি রাখা। তার শরী'আতবিরোধী কথা ও কর্মকে কঠোর হাতে দমন করা। প্রয়োজনে প্রহার করা। মেয়ে যুবতী, এমনকি বিবাহিতা হ'লেও পিতা তাকে প্রহার করতে পারে। এ ব্যাপারে আয়েশা (রাঃ)-এর নিজস্ব ঘটনা প্রত্যেকটি মেয়ের পিতার জন্য চিরস্মরণীয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা একদা এক সফর থেকে আসছিলাম। রাস্তায় আমার হার হারিয়ে যায়। হার খুঁজতে গিয়ে ছালাতের সময় হয়ে গেল। আমাদের নিকট পানি ছিল না, সেখানে কোন পানির ব্যবস্থাও ছিল না। জনগণ আমার আব্বার নিকট গিয়ে বলল, আপনি জানেন আপনার মেয়ে কি অসুবিধা ঘটিয়েছে? এ খবর শুনে আমার আব্বা রাগান্বিত হয়ে আমার নিকট আসলেন এবং আমার কোমরের উপর এত জোরে এক কিল মারলেন, যদি আমার স্বামী মুহাম্মাদ ε আমার উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে না থাকতেন, তাহ'লে প্রহারের কারণে সরে যেতাম *(বুখারী ২য় খণ্ড, 'মাগাযী' অধ্যায়)*। এ ঘটনা থেকে মেয়ের পিতার জন্য শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, পৃথিবীর সকল মহিলার চেয়ে সম্মানিত মহিলা হচ্ছেন আয়েশা (রাঃ), যা পূর্বোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে। আর নবী-রাসূল ব্যতীত সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ হচ্ছেন আবুবকর ছিদ্দীক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করলে আবুবকর ছিদ্দীককে করতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬০১০)*। অন্য বর্ণনায় আছে, 'নবীর পর সবচেয়ে ভাল মানুষ হচ্ছেন আবুবকর ছিদ্দীক' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬০১৫)*। অপরদিকে আমাদের নবী ε হচ্ছেন পৃথিবীর সকল মানুষের চেয়ে উত্তম। তিনি বলেন, 'আমি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪২)*। আলোচনায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবীগণ ব্যতীত সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ আবুবকর ছিদ্দীক তাঁর মেয়ে আয়েশা (রাঃ)-কে মারলেন। যিনি ছিলেন

পৃথিবীর সকল মহিলার চেয়ে সম্মানী, যিনি ছিলেন পূর্ণ যুবতী। জামাতা মুহাম্মাদ ৪-এর সামনে মারলেন যিনি হ'লেন সকল মানুষের চেয়ে উত্তম। এক সাধারণ ভুলের কারণে এত বড় সম্মানী মানুষ এত বড় সম্মানী মানুষের সামনে এত বড় মহিলাকে মারলেন। আমরা সাধারণ পিতা। আমাদের মেয়েরা সাধারণ শিক্ষিতা হয়ে নগ্ন, অর্ধনগ্ন হয়ে ঘুরছে। বিভিন্ন অশ্লীল কথা ও কর্মের সাথে জড়িত হচ্ছে, আমরা তাদেরকে একটা ধমকও দিতে পারি না। আমরা কেমন পিতা? আমাদের মত অযোগ্য পিতার প্রয়োজন আছে কি? আমাদের কারণে আমাদের মেয়েরা ধ্বংস হ'লে, তারা সমাজকে কলুষিত করলে, আমাদের মত অভিশপ্ত পিতা পরিবারে না থাকাই ভাল।

পিতার পক্ষ থেকে ছেলে-মেয়ের জন্য কিছু উপদেশ

১। লজ্জাশীল। কেননা লজ্জা না থাকলে যে কোন অন্যায় করা যায় *(বুখারী, মিশকাত হা/৫০৭২)*। লজ্জা সব ধরনের কল্যাণ বহন করে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৭১)*।

২। স্বভাব-চরিত্র ভাল কর। কেননা এটাই হবে নেকীর পাল্লায় সবচেয়ে ভারী *(সিলসিলা ছাহীহা হা/৮৭৬/৯)*।

৩। কর্কশ ভাষা পরিহার কর। কেননা কর্কশ ভাষার পরিণাম জাহান্নাম *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৭৪১/৬৩)*।

৪। অহংকার কর না। কেননা অহংকারীর পরিণাম জাহান্নাম *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৭৪১/৬৩)*।

৫। আগেই সালাম দেওয়ার চেষ্টা কর। কেননা আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে প্রথমে সালাম প্রদানকারী *(সিলসিলা ছাহীহা হা/৩৩৮২)*।

৬। অসহায় মানুষকে খাদ্য দাও। কেননা এর বিনিময় জান্নাত *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৯৩৯/৯৫)*।

৭। দু'কানে মানুষের ভাল কথা শ্রবণ কর। কেননা এর পরিণাম জান্নাত *(সিলসিলা ছহীহা হা/১৭৪০/১০১)*।

৮। দুই কানে মানুষের মন্দ কথা শ্রবণ কর না। কেননা এর পরিণাম জাহান্নাম *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৭৪০/১০১)*।

৯। মুখ ও লজ্জাস্থান নিয়ন্ত্রণে রাখ। কারণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না হ'লে পরিণাম জাহান্নাম *(সিলসিলা ছাহীহা হা/৯৭৭/১০৫)*।

১০। মানুষের সম্পদ অবৈধভাবে গ্রহণ কর না। কেননা এতে অন্তরের উপর ছাপ পড়ে যায়, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মিশে না *(সিলসিয়া ছাহীহা হা/৩৩৬৪/১৭৫)*।

১১। পিতামাতার সেবা কর। কারণ তারা জান্নাতের মাধ্যম *(সিলসিলা ছাহীহা হা/৯১৪/১৯১)*।

১১। কারো প্রতি হিংসা কর না। তাহ'লে সর্বদা কল্যাণে থাকবে *(সিলসিলা ছাহীহা হাঃ/৩৮৬/১৯৭)*।

১২। তিনজন এক সাথে থাকলে তৃতীয়জন ছেড়ে দু'জন চুপে চুপে কথা বল না *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৪০২/২২৪৭)*।

১৩। মানুষকে অপমান কর না। কারণ এটাই সবচেয়ে বড় সূদ *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৪৩৩/২৫৫)*।

১৪। মানুষকে সালাম দাও। কারণ যে সালাম দেয় না, সে সবচেয়ে বড় কৃপণ *(সিলসিলা ছাহীহা হা/৬০১/২৬২)*।

১৫। গভীর রাতে রাস্তায় চল না। কারণ এসময় এমন প্রাণী চলে যাদের দেখা যায় না *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৫১৮/২৬৭)*।

১৬। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরাও এটা তোমার জন্য ছাদাকা হবে *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৫৫৮/২৭৭)*।

১৭। কোন বৈঠকে বসলে পশ্চিমমুখি হয়ে বস। কারণ প্রতিটি জিনিসের একটা মূল অংশ আছে। আর বৈঠকের মূল অংশ হচ্ছে পশ্চিম দিক *(সিলসিলা ছাহীহা হা/২৬৪৫/২৯৪)*।

১৮। মানুষের মুখের উপর প্রশংসা কর না। কারণ এতে তাকে যবেহ করা হয়। অর্থাৎ তার মধ্যে অহংকার এসে যায়, যা তার ধ্বংসের কারণ *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১২৮৪/৩১৮)*।

১৯। রাতের প্রথমাংশ পার হওয়ার পর গল্প কর না। কেননা এই সময় আল্লাহ্ তা'আলা এমন কতক সৃষ্টিজীব পাঠান, যা তোমাদের জানা নেই *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৭৫২.৩১৬)*।

২০। ধৈর্যশীল হয়ে প্রশান্তির সাথে কাজ কর। কোন সময় তাড়াহুড়া করে কোন কাজ কর না। কেননা প্রশান্তি আসে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আর তাড়াহুড়া আসে শয়তানের পক্ষ থেকে *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৭৯৫/৩২৬)*।

২১। কথা বলার পূর্বে সালাম দাও। কেউ সালাম দেয়ার পূর্বে কথা বলা আরম্ভ করলে তার উত্তর দিও না *(সিলসিসলা ছাহীহা হা/৮১৬/৩৪৭)*।

২২। পরিবারকে সংশোধন করার জন্য চাবুক এমন স্থানে রাখ, যেন পরিবার তা দেখতে পায়। কারণ এটাই তাদের জন্য শিষ্টাচার। *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৪৪৬/৩৫৩)*।

২৩। প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নিও। কেননা এমন মানুষ মুমিন হ'তে পারে না, যে নিজে তৃপ্তি সহকারে খায় এবং প্রতিবেশি ক্ষুধার্ত থাকে *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৪৯/৩৮৭)*।

২৪। কাউকে দোষারোপ কর না, কাউকে অভিশাপ কর না, কাউকে অশ্লীল কথা বল না, কারো সাথে হীন আচরণ কর না। কেননা এমন মানুষ মুমিন হয় না *(সিলসিলা ছাহীহা হা/৩২০/৩৮৮)*।

২৫। যে কাজ মানুষের সামনে করতে খারাপ মনে কর, তা গোপনেও কর না *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১০৫৫/৩৯৭)*।

২৬। রোদ ও ছায়ার মাঝে বস না। কেননা এরূপ বৈঠক শয়তানের বৈঠক *(সিলসিলা ছাহীহা হা/৩১১০/৪২৯)*।

২৭। দু'জন কোন স্থানে বসে থাকলে, তুমি সেখানে অনুমতি ছাড়া যেও না *(সিলসিলা ছাহীহা হা/২৩৮৫/৪২৮)*।

২৮। একাকী বাড়িতে থেক না এবং একা সফর কর না *(সিলসিলা ছাহীহা হা/৬০/৪৩২)*।

২৯। মানুষ অনুগ্রহ করলে তার শুকরিয়া আদায় কর। কেননা যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে না *(সিলসিলা ছাহীহা হয়/৪১৬/৪৫৫)*।

৩০। এমন কথা আজ বল না, যার কৈফিয়ত কাল দিতে হবে *(সিলসিলা ছাহীহা হা/৪০১/৫২৭)*।

৩১। ছালাত আদায় কর। কারণ ছালাত বিহীন বাকী আমল বাতিল হবে *(সিলসিলা ছাহীহা হা/১৩৫৮/৫৭৮)*।

৩২। অত্যাচারিত ব্যক্তির বদদো'আ থেকে বেঁচে থাক, কাফের হ'লেও। কেননা এমন দো'আ নিশ্চিতভাবে কবুল হয় *(সিলসিলা ছাহীহা হা/৭৬৭/২৭৩৬)*।

৩৩। দুনিয়া থেকে সাবধান থাক। কেননা দুনিয়া সবুজ, সুন্দর, মনোহর মিঠা বস্তু *(সিলসিলা ছাহীহা হা/৯১৩/১১৯৬)*।

৩৪। সদা সত্য কথা বল। কেননা সত্যের পরিণাম জান্নাত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৪)*।

৩৫। কখনো মিথ্যা কথা বল না। কেননা মিথ্যার পরিণাম জাহান্নাম। *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৪)*।

পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য

ছেলেমেয়ে পিতামাতর যথাযথ সেবা ও দায়দায়িত্ব পালন করবে এটা আদর্শ পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ছেলেমেয়ে যেমন বাল্যকালে পিতামাতার আদর যত্ন ছাড়া মানুষ হতে পারে না। পিতামাতা তেমন শেষ জীবনে ছেলেমেয়ের যথাযথ খিদমত ছাড়া সুখ-শান্তির আশা করতে পারে না। তবে ছেলেমেয়ে পিতামার সেবার জন্য আল্লাহর নিকট প্রতিদান হিসাবে জান্নাত লাভ করতে পারবে। আল্লাহ বলেন,

وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا-

'আর আপনার প্রতিপালক আদেশ করেছেন, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর। আর পিতামাতার সাথে ভালা ব্যবহার কর। তোমাদের নিকট যদি তাদের কোন একজন কিংবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে তবে তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না। বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে কথা বলবে এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাদের সম্মুখে নত হয়ে থাকবে। আর সর্বদা এ দো'আ করতে থাকবে رب ارحمهما كما ربياني صغيرا হে আমাদের প্রতিপালক এদের প্রতি দয়া কর যেমন করে তারা আমাদেরকে বাল্যকালে স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে লালন-পালন করেছে' *(ইসরা ২৩-২৪)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ সন্তানকে কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছেন- (১) পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা। (২) তাদের সামনে কটু কথা ও কর্ম না করা (৩) তাদেরকে ভর্ৎসনা ও তিরষ্কার না করা। (৪) তাদের সামনে বিশেষ মর্যাদা সহকারে কথা বলা (৫) তাদের সম্মুখে বিনয়ী ও নম্র হয়ে থাকা (৬) তাদের জন্য সর্বদা উল্লেখিত দো'আটি পাঠ করা।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكرلى ولوالديك إلى المصير-

'আমরা মানুষকে তার পিতামাতার হক্ব বুঝার জন্য আদেশ করেছি। তার মাতা দুর্বলতার পর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের পেটে ধারণ করেছে। আর দু'বছর লেগেছে তাকে দুধ ছাড়াতে। এই কারণে আমি আদেশ করেছি, তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় কর এবং পিতা মাতার শুকরিয়া আদায় কর' *(লুকমান ১৪)*।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول انى لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন একজন ব্যক্তির মর্যাদা জান্নাতে উচুঁ করা হবে তখন সে বলবে আমার এ মর্যাদা কোথা থেকে হল? তখন তাকে বলা হবে তোমার ছেলে তোমার জন্য ক্ষমা চাইত, এ কারণে তোমার মর্যাদা এরূপ বৃদ্ধি হয়েছে' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৬৯)*।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال أبوك، وفي رواية قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم ادناك ادناك–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি আরয করল হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকটে কে সর্বাপেক্ষা অধিক সৌজন্যমূলক আচরণ পাওয়ার অধিকারী? তিনি বললেন, তোমার মাতা। সে জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। সে আবার জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, 'তোমার মাতা, তারপর তোমার মাতা, তারপর তোমার মাতা। অতঃপর তোমার পিতা। অতঃপর (পর্যায়ক্রমে) তোমার নিকটতম ব্যক্তিবর্গ' *(মুত্তাফাক আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/৪৬৯৪)*।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قال من يا رسول الله قال من ادرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তার নাক ধূলিধুসরিত হোক। তার নাক ধূলিধুসরিত হোক। তার নাক ধূলিধুসরিত হোক। জিজ্ঞেস করা হল হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার মাতাপিতার কোন একজনকে অথবা উভয়কে তাদের বার্ধক্যে পেল অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না' *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৪৬৯৫)*।

উপরোক্ত হাদীছ দু'টি দ্বারা বুঝা যায় যে সন্তানের প্রতি পিতামাতার হক্ব অনেক বেশী। এমনকি আল্লাহ তাঁর নিজের হক্বের পর পরই পিতামাতার হক্বের স্থান দিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষায় আরো জানা যায় যে, পিতামাতার সঙ্গে সদাচরণের মাধ্যমে মানুষ জান্নাতে যেতে পারে। তবে পিতার চেয়ে মায়ের হক্ব তিনগুণ বেশী। কারণ সন্তানের লালন-পালনের ব্যাপারে পিতার চেয়ে মাযের কষ্ট অনেক বেশী। যেমন (১) দশ মাস গর্ভে ধারণ (২) প্রসব করা (৩) দীর্ঘ দিন যাবৎ দুধ পান করানো। এক্ষেত্রে মা অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করে থাকে।

عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت على أمي وهي مشركة في عهد قريش فقلت يا رسول الله ان امي قدمت على وهي راغبة أفاصلها قال نعم صليها-

আসমা বিনতু আবুবকর (রাঃ) বলেন, কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের সন্ধির সময় আমার মা মুশরিকা অবস্থায় আমার কাছে আসলেন। আমি রাসূল (ছাঃ)কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা আমার কাছে এসেছেন। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণে অনাগ্রহী। এমতাবস্থায় আমি কি তার সাথে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তার সাথে সদ্ব্যবহার কর' *(মুত্তাফাক আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/৪৬৯৬)*।

عن المغيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليكم عقوق الامهات-

মুগীরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর তোমাদের মাতাদের অবাধ্যতাকে হারাম করেছেন' *(মুত্তাফাক আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/৪৬৯৮)*।

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه-

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তির স্বীয় পিতামাতাকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহ সমূহের অন্যতম' *(মুত্তাফাক আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/৪৬৯৯)*।

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس-

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বড় বড় কবীরা গুনাহ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা হলফ করা' *(বাংলা মিশকাত হা/৪৬)*।

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الرب في رضي الوالد وسخط الرب في سخط والوالد-

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মাতাপিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মাতাপিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত' *(তিরমিযী, বাংলা মিশকাত হা/৪৭২০)*।

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منان و لا عاق ولا مدمن خمر-

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ইহসান করে খোটা দানকারী, মাতাপিতার বিরুদ্ধাচরণকারী ও সর্বদা মদ্য পানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(নাসাঈ, দারেমী, বাংলা মিশকাত হা/৪৭১৬)*।

عن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه ان جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اردت ان اغزو وقد جئت استشيرك فقال هل لك من ام قال نعم قال فالزمها فان الجنة عند رجلها-

মু'আবিয়া ইবনু জাহিমা (রাঃ) বর্ণিত, একদা আমার পিতা জাহিমাহ নবী (ছাঃ)-এর খিদমতে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছা করেছি। অতএব এব্যাপারে আমি আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা জীবিত আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ আছেন। তিনি বললেন, যাও মায়ের খিদমতে নিজেকে নিয়োগ কর। কেননা জান্নাত তার পায়ের কাছে' *(আহমাদ, নাসাঈ, বায়হাক্বী, বাংলা মিশকাত হা/৪৭২২)*।

عن أبي أمامة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق الوالدين على ولدهما قال هما جنتك ونارك-

আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সন্তানের উপর পিতামাতার কি হক্ব বা দাবী আছে? তিনি বললেন, তারা উভয়ই তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম' *(ইবনু মাজাহ, বাংলা মিশকাত হা/৪৭২৪)*।

উপরোক্ত হাদীছগুলি হতে প্রমাণিত হয় যে, পিতামাতার সঙ্গে সদাচরণ করতে হবে। তাদের আনুগত্যও খিদমতের মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্টি লাভ করতে পারলে জান্নাত লাভ করা যাবে। অন্যথায় জাহান্নামে যেতে হবে। উল্লেখ্য যে, পিতামাতার দিকে একবার সুদৃষ্টিতে তাকালে একটি কবুল হজ্জের সমান ছওয়াব দেওয়া হয়। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, কেউ যদি একশত বার তাকায়? তিনি বললেন, তাহলেও। এমর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৯৪৪ টীকা নং ১)*।

পিতামাতার সেবা যত্নের ব্যাপারে কতটুকু সচেতন হতে হবে এ ব্যাপারে হাদীছে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, একদা তিন ব্যক্তি পথ চলছিল। এমন সময় তারা বৃষ্টির কবলে পড়ে একটি পর্বত গুহায় আশ্রয় নিল। তখন পর্বত হতে একটা প্রকাণ্ড পাথর এসে গুহার মুখে পতিত হওয়ায় তাদের গুহার পথ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা একে অপরকে বলল, তোমরা নিজেদের এমন কোন নেক কাজকে স্মরণ কর যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যেই করেছ। আর সে কাজকে অসীলা করে আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা কর। আশা করা যায় এর অসীলায় তিনি এই বিপদ দূর করে দিবেন। অতঃপর তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার অতি বৃদ্ধ পিতামাতা ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট কয়টি বাচ্চাও ছিল। আমি তাদের জন্য মেষ-দুম্বা চরাতাম। আর যখন সন্ধ্যায় তাদের কাছে ফিরে আসতাম, তখন তাদের জন্য দুধ দোহন করে আনতাম। কিন্তু আমি আমার সন্তানদেরকে পান করানোর আগেই আমার পিতামাতকে পান করাতাম। ঘটনাক্রমে একদিন চারণভূমি আমাকে দূরে নিয়ে চলে গেল। ফলে ঘরে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তখন আমি তাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলাম। কিন্তু প্রতিদিনের মত দুধ দোহন করলাম এবং দুধের পাত্র নিয়ে তাদের কাছে আসলাম। পাত্র হাতে তাদের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তাদেরকে ঘুম হতে জাগানো ভাল মনে করলাম না। তাদের আগে বাচ্চাদেরকে দুধ পান করানোও ভাল মনে করলাম না। অথচ বাচ্চাগুলি ক্ষুধার তাড়নায়

আমার পায়ের নিকটে কাঁদছিল। অবশেষে ভোর পর্যন্ত আমার ও তাদের অবস্থা এভাবেই বিদ্যমান রইল। তারপর তারা ঘুম হতে জাগার পর তাদেরকেই আগে দুধ পান করালাম। হে আল্লাহ! যদি তুমি জান যে এ কাজটি আমি একমাত্র তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করেছিলাম। তাহলে এর অসীলায় আমাদের জন্য এতটুকু পথ ফাঁকা করে দাও যাতে আমরা আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্লাহ তার দো'আ কবুল করলেন এবং পাথরটিকে এতটুকু পরিমাণ সরিয়ে দিলেন যে তারা আকাশ দেখতে পেল' *(মুত্তাফাক আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/৪৭২১)*।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পুত্র ইসমাঈলের বাড়িতে তাদের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য আসলেন। কিন্তু ইসমাঈল (আঃ)কে বাড়িতে পেলেন না। তখন তার স্ত্রীকে ইসমাঈল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বেরিয়েছেন। অতঃপর তিনি পুত্রবধুকে তাদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে উত্তরে বলল, আমরা অতি দুরাবস্থায় অতি টানাটানি ও কষ্টে আছি। সে ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট তাদের দুরদশার অভিযোগ করল। ইবরাহীম (আঃ) বললেন, তোমার স্বামী বাড়ি আসলে তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে যে সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়। অতঃপর যখন ইসমাঈল বাড়ি আসলেন, তখন তিনি তার পিতা আসার আভাস পেলেন এবং তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিল কি? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ এরূপ আকৃতির এক বৃদ্ধলোক এসেছিলেন এবং আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাকে আপনার সংবাদ দিলাম। তিনি আমাকে আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাকে জানালাম আমরা খুব কষ্টে ও অভাবে আছি। ইসমাঈল (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তোমাকে কোন নছীহত করেছেন? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে তার সালাম পৌঁছাই এবং তিনি আরো বলেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠখানা পরিবর্তন করেন। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, তিনি আমার পিতা। এ কথার দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন তোমাকে পৃথক করে দেই। এ কথা বলে ইসমাঈল (আঃ) তাকে তালাক দিলেন এবং আর একটি মেয়েকে বিবাহ করলেন। এবারও কিছুদিন পর ইবরাহীম (আঃ) আবার ইসমাঈল (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আসলেন। কিন্তু এবারও দেখা পেলেন না। তিনি পুত্রবধুর নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাকে ইসমাঈল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, তিনি আমাদের খাবারের খোঁজে বেরিয়েছেন। ইবরাহীম (আঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেমন আছ? তিনি তাদের জীবন-যাপন ও অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সে উত্তরে বলল, আমরা ভাল ও স্বচ্ছল অবস্থায় আছি। আর সে আল্লাহর প্রশংসাও করল। ইবরাহীম (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের খাদ্য ও পানীয় কি? সে উত্তরে বলল, গোশত ও পানি। ইবরাহীম (আঃ) দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! তাদের গোশত ও পানিতে বরকত দাও। তারপর ইবরাহীম (আঃ) বললেন, তোমার স্বামী বাড়ি আসলে তাকে আমার সালাম বলবে। আর বলবে সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখে। অতঃপর ইসমাঈল (আঃ) ফিরে এসে স্বীয় স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কেউ কি এসেছিল? সে বলল, হ্যাঁ একজন সুন্দর চেহারার বৃদ্ধলোক এসেছিল এবং সে তার প্রশংসা করল। তিনি আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন এবং আমাদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, তিনি কি তোমাকে কিছু আদেশ করেছেন? সে বলল, হ্যাঁ, তিনি আপনার প্রতি সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের চৌকাঠ ঠিক রাখেন। ইসমাঈল বললেন, তিনি আমার পিতা। তিনি আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখি *(বঙ্গানুবাদ বুখারী, হা/৩৩৬৪, আধুনিক প্রকাশনী ২৩৬৮)*। উল্লেখিত হাদীছ দু'টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতামাতার সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে।

সূচীপত্র